কেন এ জীবন?

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী

অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

প্রত্যেক মানবের একই প্রশ্ন, কেন এ জীবন?
আমীর অফল হলে, তারও প্রশ্ন, কেন এ জীবন?
ভিখারী, গরীব ও অভাবীর মনে একই প্রশ্ন, কেন এ জীবন?
ব্যর্থ পুরুষের মনে প্রশ্ন, কেন এ জীবন?
নারীর মনে প্রশ্ন, কেন এ জীবন?
নপুংসক ও হিজড়ার প্রশ্ন, কেন এ জীবন?
চিররোগার মনে প্রশ্ন, কেন এ জীবন?
প্রতিবন্ধীর মনে প্রশ্ন, কেন এ জীবন?
হতাশ ও নিরাশ মনের প্রশ্ন, কেন এ জীবন?
অত্যাচারিতের মনে প্রশ্ন, কেন এ জীবন?
চির বঞ্চিতের মনে প্রশ্ন, কেন এ জীবন?
প্রতারিত, প্রতাখ্যাতের মনে প্রশ্ন, কেন এ জীবন?
অবহেলিতের মনে প্রশ্ন, কেন এ জীবন?
দেউলিয়া শিল্পপতি বা ব্যবসায়ীর প্রশ্ন, কেন এ জীবন?
জ্ঞানীর প্রশ্ন, কেন এ জীবন?

আমরা অনেক সময় নগদ পাওয়ার উত্তর খুঁজি। সুখ-সম্পদ ভোগ করার জন্য। ভোগ-বিলাসের সামগ্রী লাভ করার জন্য। তাই যারা তা পায় না, তারা ভাবে, তাদের জীবন ব্যর্থ। তাদের এ জীবনের কোন মূল্য নেই। তাদের বেঁচে থেকে কোন দরকার নেই। তারাই বলে, 'পয়সা যার নাই তার মরণ ভালো এ সংসারেতে।' অথচ তাদের অনেকে পরকালে বিশ্বাসী। তবুও তারা এ জীবন কেন, তার আসল উত্তর খোঁজার চেষ্টাই করে না।

আমি বক্ষমাণ বইয়ে তাদের জন্য সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে দিয়েছি।

আমার আশা যে, বইটি পড়লে, সকলে তাঁদের নিজ নিজ জীবনের উদ্দেশ্য কী, তা জানতে পারবেন। জানতে পারবেন, জীবনের মূল লক্ষ্য কী হওয়া উচিত।

সুমহান স্রষ্টার কাছে আকুল আবেদন, তিনি যেন আমাদের সকলকে সঠিকার্থে তাঁর দাসে পরিণত করেন। আল্লাহুম্মা আমীন।

বিনীত---

আব্দুল হামীদ আল-ফাইযী আল-মাদানী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
১৮/ ১/ ৪০, ২৮/ ৯/ ১৮

সূচিপত্র

মানব-জীবন সম্বন্ধে ধারণা ১
সৃষ্টি সৃষ্ট কেন? ৯
স্রষ্টার সৃষ্টির উদ্দেশ্য ১৯
একটি প্রচলিত ভুল সংশোধন ২৬
মানবজাতি আসলে দাস ২৭
ফিরিশ্‌তাগণ তো ইবাদত করছিলেন, তাহলে আবার মানুষ কেন? ৩১
মহান আল্লাহ কি কারো ইবাদতের মুখাপেক্ষী? ৩৪
ইবাদত কাকে বলে? ৩৯
ইবাদতের প্রকারভেদ ৪৪
ইসলামে ইবাদতের বৈশিষ্ট্যাবলী ৪৫
ইবাদতের উপকারিতা ৫৩
ইবাদতের রুক্‌ন (স্তম্ভ) ৫৪
ইবাদত শুদ্ধ ও কবুল হওয়ার শর্তাবলী ৫৯
কেবল আল্লাহর ইবাদত ৬৬
দাসত্বের মর্যাদা ৭০
জীবনের উদ্দেশ্য হতে উদাসকারী
কতিপয় বিষয় ৮১
শয়তান ৮২
খেয়াল-খুশীর অনুসরণ ৯৬
নানা ফিতনা ১০৩
পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য ১১৩
প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা ১৩১
পার্থিব প্রতিদ্বন্দ্বিতা ১৩৩
জীবনের নানা সমস্যা ও ব্যস্ততা ১৩৯
পার্থিব কর্মসমূহকেও কীভাবে ইবাদত বানাবেন? ১৪১

সমাপ্ত

মানব-জীবন সম্বন্ধে ধারণা

মানুষ এ পৃথিবীতে আসে এবং চলে যায়। কিন্তু সে কি নিজের ইচ্ছায় আসে? সে কি নিজের ইচ্ছাতে জন্মগ্রহণ করে? তাহলে তো সে আরো ভালো অবস্থা নিয়ে জন্মগ্রহণ করতে পারত।

তাহলে কি সে আপনা-আপনিই সৃষ্টি হয়ে গেছে? তার মানে কি তার কোনও সৃষ্টিকর্তা নেই?

এমন ধারণা কেবল নাস্তিকরাই ক'রে থাকে।

মানুষের জন্ম ও জীবন কয়টা? মরণ বলে একটি জিনিস আছে, তা তো সারা মানবকুল বিশ্বাস করে। কিন্তু এ পার্থিব জীবনের আগে-পরেও কি কোন জীবন আছে? এ নিয়ে নানা মানুষের নানা মত, নানা ধারণা।

এক শ্রেণীর মানুষ ধারণা রাখে, পার্থিব জীবনই জীবন, এর আগে-পরে কোন জীবন নেই।

মহান আল্লাহ বলেন,

وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَاماً وَرُفَاتاً أَئِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقاً جَدِيداً (٤٩)

"তারা বলে, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হব?"

মহান স্রষ্টা তাদের খন্ডন ক'রে বলেছেন,

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيداً (٥٠) أَوْ خَلْقاً مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيباً (٥١) يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلاَّ قَلِيلاً (٥٢)

"বল, 'তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা লোহা। অথবা এমন কোন সৃষ্টি যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন।' তারা বলবে, 'কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে?' বল, 'তিনিই যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন।' অতঃপর তারা তোমার সামনে মাথা নাড়বে ও বলবে, 'ওটা কবে?' বল, 'সম্ভবতঃ তা নিকটেই।' যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহবান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তাঁর আহবানে সাড়া দেবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে?" (বানী ইস্রাঈল ঃ ৪৯-৫২)

এই শ্রেণীর মানুষের ব্যাপারে মহান সৃষ্টিকর্তা আরো বলেছেন,

وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨)

"মানুষ আমার ব্যাপারে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে

যায়; এবং বলে, 'অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে; যখন তা পচে-গলে যাবে?" *(ইয়াসীন ঃ ৭৮)*

এর প্রত্যুত্তরে মহান স্রষ্টা বলেছেন,

قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (٨٠) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ (٨١) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٨٣)

"বল, তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা হতে অগ্নি প্রজ্বলিত কর। যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? অবশ্যই, আর তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপার তো এই যে, তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি কেবল বলেন, 'হও'; ফলে তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" *(ইয়াসীন ঃ ৭৯-৮৩)*

তিনি এদের ব্যাপারে অন্যত্র বলেছেন,

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ (١) بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ (٢) أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَاباً ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ (٣)

"ক্বাফ, শপথ গৌরবান্বিত কুরআনের। কিন্তু অবিশ্বাসীরা তাদের মধ্য হতে একজন সতর্ককারী আবির্ভূত হতে দেখে বিস্ময়বোধ করে ও বলে, 'এটা তো এক আশ্চর্য ব্যাপার। আমাদের মৃত্যু হলে এবং আমরা মাটিতে পরিণত হলে (আমরা কি পুনরুজ্জীবিত হব?) সে প্রত্যাবর্তন তো সুদূর পরাহত!" *(ক্বাফ ঃ ১-৩)*

মহান স্রষ্টা তাদের ধারণার খন্ডন ক'রে বলেছেন,

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ (٤) بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ (٥) أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ (٦) وَالأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (٧) تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (٨) وَنَزَّلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكاً فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ (٩) وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ (١٠) رِزْقاً لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتاً كَذَلِكَ الْخُرُوجُ (١١) كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَثَمُودُ (١٢) وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ

لُوطٍ (١٣) وَأَصْحَابُ الأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ (١٤) أَفَعَيِينَا بِالْخَلْقِ الأَوَّل بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (١٥) سورة ق

"মাটি তাদের কতটুকু ক্ষয় করে আমি অবশ্যই তা জানি এবং আমার নিকট আছে সংরক্ষিত কিতাব। বস্তুতঃ তাদের নিকট সত্য আসার পর তারা তা মিথ্যা মনে করেছে। ফলে তারা সংশয়ে দোদুল্যমান। তারা কি তাদের উপরিস্থিত আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে না যে, আমি কীভাবে ওটা নির্মাণ করেছি ও তাকে সুশোভিত করেছি এবং ওতে কোন ফাটলও নেই? আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি এবং তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং ওতে উদ্গত করেছি চোখ-জুড়ানো নানা প্রকার উদ্ভিদ। (আল্লাহ) অভিমুখী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ। আকাশ হতে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তার দ্বারা আমি সৃষ্টি করি বহু বাগান ও পরিপক্ব শস্যরাজি, আর উঁচু উঁচু খেজুর বৃক্ষ; যাতে আছে কাঁদি কাঁদি খেজুর --- (আমার) দাসদের জীবিকাস্বরূপ। আর বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে, এভাবে পুনরুত্থান ঘটবে। তাদের পূর্বেও মিথ্যাজ্ঞান করেছিল নূহ এর সম্প্রদায়, রাস্ ও সামূদ সম্প্রদায়, আ'দ, ফিরআউন ও লূত সম্প্রদায় এবং আয়কার অধিবাসী ও তুব্বা' সম্প্রদায়, তারা সবাই রসূলদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল, ফলে তাদের উপর আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতি সত্য হয়েছে। আমি কি প্রথমবার সৃষ্টি করেই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি? বরং পুনঃসৃষ্টি বিষয়ে তারা সন্দিহান।" *(ক্বাফ ঃ ৪-১৫)*

এদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (٧) أَافْتَرَى عَلَى اللهِ كَذِباً أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلاَلِ الْبَعِيدِ (٨) سورة سبأ

"অবিশ্বাসীরা বলে, 'আমরা কি তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেব, যে তোমাদেরকে বলে যে, তোমাদের দেহ সম্পূর্ণ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেও তোমরা নতুন সৃষ্টিরূপে উত্থিত হবে? সে কি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করে অথবা সে উন্মাদ?' বস্তুতঃ যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না, তারা শাস্তি এবং ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।" (সাবা' ঃ ৭-৮)

এই শ্রেণীর লোকেরাই তো বলে থাকে,

'দুনিয়াটা মস্ত বড়, খাও-দাও ফূর্তি কর---
আগামী কাল বাঁচবে কি না বলতে পার?'

তারা এই পার্থিব জীবনকেই একমাত্র জীবন ধারণা করে এবং তাই তারা যা কিছু

করে, তা এই জীবনেরই সুখ-সমৃদ্ধির জন্য করে এবং এই জীবনেই সব কিছু নিঃশেষ ক'রে থাকে। পুনরুত্থান বা পরকালে বিশ্বাস নেই বলেই তারা বলে,

'এই বেলা ভাই মদ খেয়ে নাও
কাল নিশিথের ভরসা কই,
চাঁদনী জাগিবে যুগ-যুগ ধরে
আমরা তো আর রব না সই!'
'মিশ্‌র ধুলায় তার আগেতে
সময়টুকুর সদ্‌-ব্যভার,
স্ফূর্তি ক'রে নাই করি কেন
দিন কয়েকেই সব কাবার?' (ওমর খৈয়াম)

অনেক মানুষের ধারণা, পার্থিব জীবনই জীবন, মরণের পরে আবার এ পৃথিবীতেই পুনর্জন্ম ঘটে। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী এমন মানুষেরা অনেক সময় বলে থাকে, 'এবার মলে সুতো হব, তাঁতির ঘরে জন্ম নেব---।' 'আর না হবে মোর মানব জনম পাষাণে কুটিলে মাথা রে---।' 'পরজনমে দেখা হবে প্রিয়---।' 'আগের জন্মে তুই আমার কেউ ছিলি।' ইত্যাদি।

এই বিশ্বাসের মানুষ বর্তমানে আছে এবং অতীতেও ছিল। কোন এক নবীর জাতির ব্যাপারে কুরআন বলে,

{وَقَالَ الْمَلأ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (٣٣) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ (٣٤) أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ (٣٥) هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ (٣٦) إِنْ هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ (٣٧) إِنْ هُوَ إِلا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ (٣٨) المؤمنون

"তার সম্প্রদায়ের প্রধানগণ, যারা অবিশ্বাস করেছিল ও পরকালের সাক্ষাৎকে মিথ্যাজ্ঞান করেছিল এবং যাদেরকে আমি দিয়েছিলাম পার্থিব জীবনে প্রচুর ভোগ-সম্ভার, তারা বলেছিল, 'এ তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; তোমরা যা আহার কর, সেও তো তা-ই আহার করে এবং তোমরা যা পান কর, সেও তাই পান করে। যদি তোমরা তোমাদেরই মত এক জন মানুষের আনুগত্য কর, তাহলে তোমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সে কি তোমাদেরকে এই প্রতিশ্রুতিই দেয় যে, তোমাদের মৃত্যু হলে এবং তোমরা মৃত্তিকা ও অস্থিতে পরিণত হলেও তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে? অসম্ভব, তোমাদেরকে যে বিষয়ে প্রতিশ্রুতিই দেয়া হয়েছে তা অসম্ভব। একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন,

আমরা মরি-বাঁচি এখানেই এবং আমরা পুনরুত্থিত হব না? সে তো এমন ব্যক্তি যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছে এবং আমরা তাকে বিশ্বাস করবার নই।" *(মু'মিনূন ঃ ৩৩-৩৮)*

এই শ্রেণীর খেয়াল-খুশীর অনুসারী ভ্রষ্ট মানুষদের ব্যাপারে সুমহান স্রষ্টা বলেছেন,

{وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ} (٢٤) سورة الجاثية

"ওরা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, এখানেই আমরা মরি ও বাঁচি; মহাকাল-ই আমাদেরকে ধ্বংস করে।' বস্তুতঃ এ ব্যাপারে ওদের কোন জ্ঞান নেই, ওরা তো কেবল ধারণা করে মাত্র।" (জাষিয়াহ ঃ ২৪)

এই আত্মপ্রতারিত বোকা মানুষেরা ভাবে, তাদের মরণের পর পুনরায় তারা পৃথিবীতে ফিরে আসবে! মহান আল্লাহ তাদের সেই অমূলক ধারণার খন্ডন ক'রে বলেছেন,

{أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنْ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لاَ يَرْجِعُونَ} (٣١) يـس

"ওরা কি লক্ষ্য করে না, ওদের পূর্বে কত মানবগোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি, যারা ওদের মধ্যে ফিরে আসবে না।" (ইয়াসীন ঃ ৩১)

পক্ষান্তরে মু'মিনের বিশ্বাস হল সঠিক বিশ্বাস, যা জানিয়েছেন খোদ সৃষ্টিকর্তা। সর্বপ্রথম মানুষের আদি পিতা আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর থেকে তাঁর সঙ্গিনী হাওয়াকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সৃষ্টি করা হয়েছে সকল মানুষের রূহকে।

সুতরাং মানুষ সর্বপ্রথম থাকে আত্মার জগতে।

তারপর নির্ধারিত সময়ে আসে গর্ভ-জগতে।

তারপর নির্ধারিত সময়ে আসে পার্থিব-জগতে।

তারপর নির্ধারিত সময়ে চলে যায় কবরের (বারযাখী) জগতে।

তারপর নির্ধারিত সময়ে সে পুনরুত্থিত হয়ে উপস্থিত হবে কিয়ামতে।

তারপর সে অনন্ত কালের জন্য প্রবেশ করবে জান্নাত অথবা জাহান্নাম-জগতে। অনেকে জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভ ক'রে চিরকালের জন্য প্রবেশ করবে চিরসুখময় স্থান জান্নাতের জগতে।

মরণের পর রয়েছে পুনরুত্থানের জীবন, এ মর্মে আল-কুরআনে ভূরিভূরি প্রমাণ রয়েছে। তার কিছু নিম্নে উদ্ধৃত হল।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} (٧) سورة التغابن

"অবিশ্বাসীরা ধারণা করে যে, তারা কখনোই পুনরুত্থিত হবে না। তুমি বল, 'অবশ্যই হবে, আমার প্রতিপালকের কসম! তোমরা অবশ্য-অবশ্যই পুনরুত্থিত হবে। অতঃপর তোমরা যা করতে, তোমাদেরকে সে সম্বন্ধে অবশ্যই অবহিত করা হবে। আর এটা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।" (তাগাবুন ঃ ৭)

{وَأَقْسَمُواْ بِاللّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لاَ يَبْعَثُ اللّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ} (٣٨) سورة النحل

"তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ ক'রে বলে, 'যার মৃত্যু হয় আল্লাহ তাকে পুনর্জীবিত করবেন না।' অবশ্যই! তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূরণ করবেনই; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।" (নাহ্‌ল ঃ ৩৮)

{وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِينَ} (٥٣) يونس

"তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে, 'তা (শাস্তি) কি সত্য?' তুমি বল, 'হ্যাঁ, আমার প্রতিপালকের কসম! তা অবশ্যই সত্য; আর তোমরা কিছুতেই ব্যর্থ করতে পারবে না।" (ইউনুস ঃ ৫৩)

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ}

"অবিশ্বাসীরা বলে, 'আমরা কিয়ামতের সম্মুখীন হব না।' বল, 'অবশ্যই তোমাদেরকে তার সম্মুখীন হতেই হবে, আমার প্রতিপালকের শপথ; যিনি অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তার থেকে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু তাঁর অগোচর নয় ; ওর প্রত্যেকটি সুস্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ।" (সাবা' ঃ ৩)

{وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ} (٧) سورة الحج

"আর কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর অবশ্যই আল্লাহ কবরে যারা আছে তাদেরকে পুনরুত্থিত করবেন।" (হাজ্জ ঃ ৭)

{يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ} (٦) سورة المجادلة

"যেদিন আল্লাহ তাদের সকলকে একত্রে পুনরুত্থিত করবেন এবং তাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা তারা করত; আল্লাহ ওর হিসাব রেখেছেন, আর তারা তা ভুলে গেছে। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক দ্রষ্টা।" (মুজাদালাহ ঃ ৬)

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١) وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ (٢) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْعِشَارُ

عُطِّلَتْ (٤) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (٥) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (٦) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (٧) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (١٠) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (١١) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (١٢) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (١٣) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (١٤) سورة التكوير

"সূর্য যখন নিষ্প্রভ (দীপ্তিহীন) হবে, যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে, পর্বতসমূহকে যখন চালিত করা হবে, যখন পূর্ণ-গর্ভা উষ্ট্রী উপেক্ষিতা হবে, যখন বন্য পশুগুলিকে একত্রিত করা হবে এবং সমুদ্রগুলিকে যখন উদ্বেলিত করা হবে; যখন আত্মাসমূহকে (স্ব-স্ব দেহে) পুনঃসংযোজিত করা হবে, যখন জীবন্ত-প্রোথিতা কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে, কোন্ অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? যখন আমলনামাকে উন্মোচিত করা হবে। যখন আকাশের আবরণকে অপসারিত করা হবে। জাহান্নামের অগ্নিকে যখন প্রজ্বলিত করা হবে এবং জান্নাতকে যখন নিকটবর্তী করা হবে। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে, সে কি নিয়ে উপস্থিত হয়েছে।" (তাকভীর ঃ ১-১৪)

إِذَا السَّمَاءُ انفَطَرَتْ (١) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ (٢) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (٤) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (٥)

"আকাশ যখন বিদীর্ণ হবে। যখন নক্ষত্ররাজি বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে, যখন সমুদ্রগুলি উদ্বেলিত হবে এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে; তখন প্রত্যেকেই জানতে পারবে সে পূর্বে যা প্রেরণ করেছে এবং পশ্চাতে কি ছেড়ে এসেছে।" (ইনফিত্বার ঃ ১-৫)

কিন্তু মানুষ সেই দিন সম্বন্ধে উদাসীন। আর নিজ সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক সম্বন্ধে আত্মপ্রতারিত। সুতরাং উক্ত সূরাতেই তিনি মানুষকে তার কারণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন,

يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ (٨)

"হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম প্রতিপালক হতে প্রতারিত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং তারপর সুসমঞ্জস করেছেন। যে আকৃতিতে চেয়েছেন তিনি তোমাকে গঠন করেছেন।" (ইনফিত্বার ঃ ৬-৮)

মানুষ আর কী উত্তর দেবে? সুমহান স্রষ্টাই মানুষের রোগ উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (٩) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَاماً كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا

تَفْعَلُونَ (١٢) إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤) الانفطار

"না কখনই না, বরং তোমরা শেষ বিচারকে মিথ্যা মনে করে থাক; অবশ্যই তোমাদের উপর (নিযুক্ত আছে) সংরক্ষকগণ; সম্মানিত (আমল) লেখকবর্গ (ফিরিশ্তা); তারা জানে, যা তোমরা ক'রে থাক। পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে এবং পাপাচারীরা থাকবে (জাহীম) জাহান্নামে।" (ইনফিত্বার ঃ ৯- ১৪)

অধিকাংশ মানুষই জানে না, তাদের জন্ম ও জীবনের কথা। অনেকেই ধারণা করে, মরণের পর আর কোন জীবন নেই। এই পার্থিব জীবনই শেষ জীবন।

মরণের পরবর্তী জীবন নিয়ে মানুষের বিশ্বাস ও অনুমান কেমন হয়ে থাকে, তার কল্পনায় Dr. Wayne Dyer একটি চমৎকার কথোপকথন উল্লেখ করেছেন। পাঠকের সুবিধার্থে তা নেট থেকে উদ্ধৃত করছি,

একটি মাতৃগর্ভে দুটি জমজ শিশুর মধ্যে কথোপকথন শুরু হল।

প্রথম জন্য দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কি প্রসব পরবর্তী জীবনে বিশ্বাস কর?'

দ্বিতীয়জন বলল, 'অবশ্যই করি। নিশ্চয়ই প্রসব পরবর্তী জীবন বলে কিছু আছে। হয়তো সেই জীবনের প্রস্তুতির জন্যই আজ আমরা এখানে রয়েছি।'

প্রথমজন বলল, 'আরে বোকা! প্রসব পরবর্তী জীবন বলে কিছুই নেই। আচ্ছা বল তো দেখি, তোমার সেই কাল্পনিক জগৎ কেমন হতে পারে?'

দ্বিতীয়জন বলল, 'আমি ঠিক জানি না। তবে হতে পারে সেখানে উজ্জ্বল আলো হবে। হতে পারে সেখানে আমরা আমাদের পা দিয়ে হাঁটতে পারব। আমাদের মুখ দিয়ে নিজেরাই খাবার খেতে পারব। হয়তো সে জগতে আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয় থাকবে, যা আমরা এখন কল্পনা করতে পারছি না।'

প্রথমজন বলল, 'এটা নিছক কল্পনা বৈ কিছু নয়। পা দিয়ে হাঁটাহাঁটি? অসম্ভব। মুখ দিয়ে খাবার খাওয়া? অলীক কল্পনা! আমাদের শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি আসে এই নাড়ির মাধ্যমে। কিন্তু নাড়ির এই স্বল্প দৈর্ঘ্য কখনই প্রসব পরবর্তী জীবনের পক্ষে যুক্তি হতে পারে না। আসলে প্রসব পরবর্তী জীবন বলে আদৌ কিছু নেই। এটা বাতুলতা।

দ্বিতীয়জন বলল, 'আমি মনে করি, প্রসব পরবর্তী জীবন বলে কিছু আছে এবং সেটা এই মাতৃগর্ভের জীবনের চাইতে ভিন্ন। হতে পারে সেখানে বাঁচার জন্য আমাদের এই নাড়ির দরকার হবে না।'

প্রথমজন উত্তর দিল, 'হাঁদারাম! প্রসব পরবর্তী জীবন বলে যদি কিছু থেকে থাকে, তাহলে সেই জীবন থেকে কখনো কেউ এ জীবনে ফিরে আসে না কেন? আসলে প্রসবের পরের জীবন বলতে কিছু নেই। প্রসবই হচ্ছে (ধ্বংস ও) জীবনের শেষ। এরপর আর কিছু নেই। আছে কেবল অন্ধকার আর শূন্যতা।'

দ্বিতীয়জন বলল, 'আমি ঠিক জানি না। তবে আমার মনে হয়, সে জগতে হয়তো আমাদের মায়ের সাথে দেখা হবে। মা হয়তো সে জগতে আমাদের দেখাশোনা করবেন।'

প্রথমজন হাসতে লাগল আর বলল, 'মা? তুমি মা-তে বিশ্বাস কর? এটা সত্যিই হাস্যকর। যদি মা বলে কেউ থেকে থাকে, তাহলে সে এখন কোথায়?'

দ্বিতীয়জন বলল, 'মা, তাকে ছাড়া এই জগৎ অসম্ভব। এই পৃথিবী অসম্ভব।'

প্রথমজন বলল, 'যেহেতু আমরা মা বলে কাউকে দেখি না, অনুভব করি না, সেহেতু এর যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা এই যে, আসলে মা বলে কেউ নেই।

দ্বিতীয়জন মুচকি হেসে বলল, 'মাঝে মাঝে যখন তুমি নীরব থাকো, তখন মনোযোগ সহকারে যদি খেয়াল কর, তাহলে তুমি তাঁর বিদ্যমানতা টের পাবে। তুমি তাঁর শব্দ শুনতে পাবে। বুঝতে পারবে, তিনি তাঁর দরদভরা মধুর কণ্ঠে উপর থেকে আমাদেরকে ডাকছেন।'

অবশ্যই অবিশ্বাসী নাস্তিকরা মায়ের সে বিদ্যমানতা, সে মমতা, সে ডাক শুনতে পায় না। তারা সত্যিই মায়ের হতভাগা সন্তান।

সৃষ্টি সৃষ্ট কেন?

কেন এই আকাশ-বাতাস? কেন এই পৃথিবী, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, সমুদ্র, নদী, পর্বত, বৃক্ষলতা-বন-বনানী, পশু-পক্ষী?

কেন সৃষ্টি হয়েছে এ সকল সৃষ্টি?

মানুষের জন্য? মানুষের খিদমতের জন্য?

হ্যাঁ মানুষের খিদমতের জন্যই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٢٩) سورة البقرة

"তিনি পৃথিবীর সব কিছু তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তাকে (আকাশকে) সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন। তিনি সকল বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" (বাক্বারাহ ঃ ২৯)

এ বিশ্বের সব কিছু মানুষের উপকারের জন্যই সৃষ্টি হয়েছে? কিন্তু মানুষ কী জন্য সৃষ্টি হয়েছে?

যদি আপনাকে প্রশ্ন করা হয়, 'কলম কী জন্য সৃষ্ট?'

উত্তরে নিশ্চয় আপনি বলবেন, 'তা দিয়ে লেখার জন্য।'

'কাগজ কী জন্য সৃষ্ট?'

'তার উপর লেখার জন্য।'

'জুতা কী জন্য সৃষ্ট?'
'পায়ের হিফাযতের জন্য।'
কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় যে, 'আপনি কি জন্য সৃষ্ট?'
তাহলে আপনার উত্তর কী?
'আপনার চোখ কী জন্য সৃষ্ট?'
'দেখার জন্য।'
'নাক কী জন্য সৃষ্ট?'
'শোঁকার জন্য।'
'জিভ কী জন্য সৃষ্ট?'
'স্বাদ গ্রহণের জন্য।'
'হাত কী জন্য সৃষ্ট?'
'ধারণ করার জন্য।'
'পা কী জন্য সৃষ্ট?'
'চলার জন্য।'
কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয় যে, 'আপনি কি জন্য সৃষ্ট?'
তাহলে আপনার উত্তর কী?

আপনার সৃষ্টির পশ্চাতে কি স্রষ্টার কোন হিকমত নেই? কোন কারণ ও যুক্তি নেই?

নাকি আপনি বলবেন,

'এসেছি, তবে জানি না আমি এসেছি কোথা হতে,
চোখের সামনে পথ দেখেছি চলিতেছি সেই পথে।
এমনি ভাবে চলতে র'ব ইচ্ছে আমার যত,
কোথায় যাব তাও জানিনে পথই বা আর কত?'

উদ্দেশ্য বিহীন কাজ পাগলের, নিয়তবিহীন কাজ পন্ড। আপনি কি ধারণা করেন, আপনার সৃষ্টির পিছনে কোন হিকমত নেই, কোনও উদ্দেশ্য নেই?

আপনি গাড়ি নিয়ে পথে বের হয়েছেন। যেতে যেতে এক জায়গায় ট্রাফিক পুলিশ আপনাকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোথা থেকে আসছেন?'

আপনি উত্তরে বললেন, 'জানি না।'

সে জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাবেন?'

আপনি বললেন, 'জানি না।'

পুনরায় সে আপনাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন এসেছেন বা এদিকে কী জন্য যাবেন?'

আপনি বললেন, 'কী জানি?'

সে বলল, 'কেন জানেন না?'

আপনি বললেন, 'তাও জানি না!'

তাহলে পুলিশ কি আপনার খাতির করবে? সেই পুলিশকর্মীর নিকট থেকে আপনি কোন্ শ্রেণীর আচরণ আশা করতে পারেন? নিশ্চয় ভালো আচরণ নয়।

আপনি আপনার জীবনের মর্ম জানেন না। আপনার জীবনের উদ্দেশ্য কী তা উপলব্ধি করেন না। তাহলে আপনার সাথে স্রষ্টার কী আচরণ হতে পারে, তা কি অনুমান করতে পারেন?

আপনি নাস্তিক হলে, আপনার সাথে কথা নেই। কিন্তু আস্তিক হলে বলুন, আপনার মানব-জন্ম কীসের জন্য?

আপনি বলতে পারেন, 'আমি সফল মানব হব। বড় বিজ্ঞানী হব, ডাক্তার হব, রাষ্ট্রনেতা হব, শিল্পপতি হব, ধনপতি হব ইত্যাদি। কিন্তু এ তো পার্থিব জীবনের জন্য। মরণ-পরবর্তী জীবনের জন্য আপনি কী হতে চান?

মহান স্রষ্টা জান্নাত-জাহান্নাম সৃষ্টি করেছেন। হ্যাঁ, সেটাও আপনার জন্য? আপনি কি মরণের পরবর্তী জীবনে সুখময় স্থান জান্নাত লাভ করতে চান? নাকি পার্থিব সুখই আপনার কাম্য, পার্থিব জীবনের সুখই আপনার সর্বশেষ প্রাপ্তি?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ} (١٢) سورة محمد

"যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর-পূর্তি করে। আর তাদের নিবাস হল জাহান্নাম।" (মুহাম্মাদ ঃ ১২)

{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}

"আর আমি তো বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দর্শন করে না এবং তাদের কর্ণ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। এরা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত! তারাই হল উদাসীন।" (আ'রাফ ঃ ১৭৯)

আপনি নিশ্চয় জীবশ্রেষ্ঠ মানব। আর এ কথাও নিশ্চিতরূপে জানেন যে, স্রষ্টার প্রতি পূর্ণ ঈমান ছাড়া মানবের মানবতা পরিপূর্ণতা লাভ করে না। আর ভোগবাদী অবিশ্বাসীদের ভোগবিলাস মানবতার কোন কল্যাণ সাধন করতে পারে না। এ

জন্যই মহান স্রষ্টা তাদেরকে ধমক দিয়ে বলেছেন,

{كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُم مُّجْرِمُونَ (٤٦) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ (٤٧) وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ} (٤٨) سورة المرسلات

"তোমরা অল্প কিছুদিন পানাহার ও ভোগ ক'রে নাও; তোমরা তো অপরাধী। সেদিন দুর্ভোগ মিথ্যাজ্ঞানকারীদের জন্য। যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা আল্লাহর জন্য রুকূ কর (নামায পড়), তখন তারা রুকূ করে না (নামায পড়ে না)।" (মুরসালাত ঃ ৪৮)

{ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} (٣) سورة الحجر

"তাদেরকে ছেড়ে দাও তারা খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা ওদেরকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে রাখুক, অচিরেই তারা বুঝবে।" (হিজ্‌র ঃ ৩)

তারা মনে করে, এ দুনিয়ার সাফল্যই মহাসাফল্য। এ পৃথিবীর সুখই পরম সুখ। 'খাও-দাও ফূর্তি কর'ই হল তাদের শ্লোগান।

কিন্তু তারা বেখবর অথবা উদাস যে, মরণের পর তারা কোথায় যাবে? তাদের দেহ ধূলায় মিশবে ঠিকই, কিন্তু তাদের আত্মা কোথায় যাবে? মহান স্রষ্টা কি কেবল ভোগ-বিলাসের জন্যই তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন? তিনি কি তাদেরকে বেকার ও ফালতু সৃষ্টি করেছেন? তিনি কি তাদের কোন হিসাব নেবেন না? তিনি কি তাদের মরে মাটি হওয়ার পর পুনরায় তাদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন? তিনি যেমন তাদেরকে ইহকালে জীবন ও দেহ দান করেছেন, তেমনি পরকালে জীবন ও দেহ দান করতে পারেন না?

সৃষ্টিকর্তা বলেছেন,

{أَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى (٣٦) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى (٣٩) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} (٤٠) سورة القيامة

"মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে? সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? অতঃপর সে রক্তপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেন এবং সুঠাম বানান। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন জোড়া জোড়া নর ও নারী। সেই স্রষ্টা কি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?" (ক্বিয়ামাহ ঃ ৩৬-৪০)

{أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ (١١٥) فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ} (١١٦) سورة المؤمنون

"তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে না? মহিমান্বিত আল্লাহ; যিনি প্রকৃত মালিক, তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই; সম্মানিত (সুন্দর) আরশের অধিপতি তিনি।" (মু'মিনূন ঃ ১১৫-১১৬)

মহান স্রষ্টা এ সকল সৃষ্টি বেকার সৃষ্টি করেছেন, এ ধারণা কেবল কাফেররাই করতে পারে। তারাই মনে করে যে, মরণের পর কোন জীবন নেই।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ} (٢٧) سورة ص

"আমি আকাশ, পৃথিবী এবং উভয়ের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই অনর্থক সৃষ্টি করিনি; এ তো অবিশ্বাসীদের ধারণা। সুতরাং অবিশ্বাসীদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের দুর্ভোগ।" (স্বাদ ঃ ২৭)

আপনি কি ভাবেন, আপনাকে এ জগতে প্রতিষ্ঠা দানের পশ্চাতে সুমহান প্রতিপালকের কোন উদ্দেশ্য নেই? যদি তাই ভাবেন, তাহলে তা বাস্তব নয়। আপনি বাস্তবকে অস্বীকার ও সত্যকে প্রত্যাখ্যান করছেন। আপনি অবিশ্বাস করছেন যে, আপনাকে আপনার অবিশ্বাসের জন্য কোন প্রতিফল ভোগ করতে হবে না?

নিশ্চয় হবে। কারণ আপনি ফালতু সৃষ্টি নন। আপনাকে বেকার সৃষ্টি করা হয়নি। সুমহান স্রষ্টার সৃষ্টি অযৌক্তিক নয়। তিনি অকারণে সৃষ্টিজগৎ রচনা করেননি।

ভাবনা-চিন্তা ক'রে দেখুন। জ্ঞানী মানুষ ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্ত নেয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الألْبَابِ (١٩٠) الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىَ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (١٩١) سورة آل عمران

"নিশ্চয় আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে জ্ঞানী লোকেদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে এবং (বলে,) 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি কর নি। তুমি পবিত্র। তুমি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।" (আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১)

শুধু জ্ঞানী নয়, বহু বিজ্ঞানীও এ কথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন যে, এ বিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। আপনিও যদি আপনার সুস্থ জ্ঞান ও বিবেক নিয়ে চিন্তা-

গবেষণা করেন, তাহলে আপনিও বলতে বাধ্য হবেন,

{رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} (١٩١) سورة آل عمران

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র। তুমি আমাদেরকে আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা কর।" (আলে ইমরান ঃ ১৯১)

পৃথিবীর মাঝে নানা জীব-জন্তু ও নানা পদার্থের সৃষ্টি নিয়ে, মহাশূন্যের চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ও নিহারিকাপুঞ্জ নিয়ে, দিবারাত্রি ও ঋতুর পরিবর্তন নিয়ে, ঝড়-তুফান, প্লাবন, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরি প্রভৃতি নিয়ে যদি একটু ভাবনা-চিন্তা করেন, তাহলে অবশ্যই আপনি বলতে বাধ্য হবেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি এ নিরর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র।' তুমি নিরর্থক ও ফালতু কিছু সৃষ্টি করবে, এ থেকে পবিত্র। অবিশ্বাসীরা যে ধারণা করে যে, এ সকল সৃষ্টি ফালতু, এ থেকে তুমি পবিত্র। আর তুমি আমাকে যে নিরর্থক সৃষ্টি করনি, তাও আমি বুঝতে সক্ষম।

অবিশ্বাসীরা কি পরীক্ষার পর পরীক্ষা চালিয়ে কোন আবিষ্কারকে নিরর্থক বলতে পারে? কোন বিরাট অপারেশন ক'রে রোগীকে সুস্থ ক'রে তোলাকে কি ফালতু কাজ বলতে পারে? ব্রেন অপারেশন ক'রে, হার্ট অপারেশন ক'রে অথবা আরো কোন বড় অপারেশন ক'রে মানুষকে সুস্থ জীবন দান করা কি নিরর্থক কাজ হতে পারে? তা যদি না হয়, তাহলে ব্রেন, হার্ট, চোখ ইত্যাদি সৃষ্টি করা কীভাবে নিরর্থক বলে মনে হতে পারে?

সুমহান স্রষ্টা পবিত্র। তিনি নিরর্থক কোন কাজ করবেন, এটা ভাবাই যায় না।

মানুষ সৃষ্টি করতে পারে না। মহান স্রষ্টাই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন।

{بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٠١) ذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمْ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ} (١٠٢) سورة الأنعام

"তিনি আকাশমন্ডলী ও ভূমন্ডলের উদ্ভাবনকর্তা, তাঁর সন্তান হবে কীরূপে? তাঁর তো কোন স্ত্রী নেই, তিনিই তো সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে তিনিই সবিশেষ অবহিত। এই তো আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, তিনিই সব কিছুরই স্রষ্টা। সুতরাং তোমরা তাঁর উপাসনা কর। তিনি সব কিছুরই তত্ত্বাবধায়ক।" (আন্‌আম ঃ ১০১-১০২)

{ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ } (٦٢) سورة غافر

"তিনিই তো আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সব কিছুর স্রষ্টা, তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই, সুতরাং তোমরা কোথায় ফিরে যাচ্ছ?" (মু'মিন ঃ ৬২)

{الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ

كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا} (২) سورة الفرقان

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই। তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি; সার্বভৌম ক্ষমতায় তাঁর কোন অংশী নেই। তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত আকৃতি দান করেছেন।" (ফুরক্বান ঃ ২)

মানুষ আবিষ্কার করে। আর মানুষ যেটা আবিষ্কার করে, সেটা কোন এক উদ্দেশ্য নিয়ে করে। তার সুবিদিত পরিকল্পনা থাকে। তার আবিষ্কার সফল হওয়ার পশ্চাতে সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য থাকে। তাহলে মানুষের কেন মনে হয় যে, মহান স্রষ্টার সৃষ্টির পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য নেই, কোন যুক্তি নেই?

মানুষ যা কিছু আবিষ্কার করে, তার পিছনে পরিকল্পনা, যুক্তি ও উদ্দেশ্য থাকে, আর স্রষ্টা যে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তার পিছনে কোন পরিকল্পনা, যুক্তি ও উদ্দেশ্য নেই---এ কেমন পরস্পর-বিরোধী চিন্তাধারা?

মানুষ যেটা আবিষ্কার করে, সেটা পরিচালনা করার, অক্ষত রাখার, সক্রিয় রাখার, দীর্ঘস্থায়ী করার নানা ব্যবস্থা ও নির্দেশনা দিয়ে থাকে। প্রত্যেক যন্ত্রের সাথে ম্যানুয়েল থাকে, পরিচালন-পদ্ধতি থাকে। আর মহান আল্লাহ সম্মানিত সৃষ্টি মানুষকে ক্ষণস্থায়ী জীবন দিয়ে এ নশ্বর জগতে প্রেরণ করলেন, তার ক্ষেত্রেও যে তিনি ম্যানুয়েল বা পরিচালন-পদ্ধতির ব্যবস্থাপনা নির্ধারণ করেছেন, তা কি অবিশ্বাস্য হতে পারে?

পক্ষান্তরে সে ব্যবস্থাপনাকে অবিশ্বাস করলে, অগ্রাহ্য ও প্রত্যাখ্যান করলে মানব-জীবন যে কী ভীষণভাবে বিকল ও অচল হতে পারে, তা সহজে অনুমেয়।

আমরা ছোট থেকে বড় হই 'বড়' কিছু হওয়ার আশায়। 'বড়' বলতে যাতে বড় মাপের অর্থ সঞ্চয় করা যায়। বড় পদ ও পজিশন লাভ হয়। সামাজিক বিশাল মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠা লাভ হয়। এটাই অনেকের সর্বশেষ আশা, সর্বশেষ পাওয়া। এটাই তাদের অভীষ্ট ও উদ্দেশ্য। এরই ভিত্তিতে ছেলে-মেয়েদেরকে লেখাপড়া করায়, মেয়েদের বিবাহ দেয়। কিন্তু এ হল ক্ষণস্থায়ী সংসারের সাময়িক পরিকল্পনা। এ আশা ও উদ্দেশ্য কেবল মরণ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

পূর্বে মানুষ হাতে পাখা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতো, এখনও অনেকে খায়। তারপর বিদ্যুতের সাহায্যে পাখা ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছি, বাড়ির শীত ও তাপ নিয়ন্ত্রণ করছি। বিদ্যুতও কিছু ঘুরিয়ে তৈরি করতে হয়। যা দিয়ে ঘুরানো হচ্ছে তাও একদিন শেষ হবে। সব শেষ হয়ে যাবে। পার্থিব সকল সুখ-সম্ভোগ পৃথিবীতেই শেষ হয়ে যাবে। তার আগে মানুষ মৃত্যুবরণ করলেই সকল সুখ দুনিয়ার মধ্যেই পড়ে থাকবে।

এ সংসারে কত শত ভালো লোক তার ভালো কাজের সুফল থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার কত শত মন্দ লোক তার মন্দ কাজের প্রতিফল থেকে রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। এরা কি বিচার পাবে না? এরা কি নিজেদের কাজের বদলা পাবে না?

তাহলে নিশ্চয় এর পরবর্তী কোন এক সময় আছে, যে সময়ে প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে। কারো কর্ম নিরর্থক নয়, কারো জন্ম বিফল নয়।

'ভিটেন গাঙে যেতে ভালো, পুঁজি ভেঙ্গে খেতে ভালো, যত কষ্ট উজুতে আর বুঝুতে।' কী ভাবছেন, ভবের বাজারে এসে কেবল পুঁজি ভেঙ্গে খেয়ে যাবেন, আর তার কোন হিসাব বুঝাতে হবে না?

বিশাল এক বিস্ফোরণের মাঝে এ বিশ্ব রচিত হয়েছে। কত শত বছর এ পৃথিবী অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। আবার কত শত বছর তার উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে। অতঃপর তাতে নানা জীব সৃষ্টি হয়েছে। সুন্দর ক'রে সাজিয়ে মানুষের বাসোপযোগী করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, "আমি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছি এবং তাতে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং ওতে উদ্গত করেছি চোখ-জুড়ানো নানা প্রকার উদ্ভিদ। (আল্লাহ) অভিমুখী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য জ্ঞান ও উপদেশ স্বরূপ। আকাশ হতে আমি বর্ষণ করি কল্যাণকর বৃষ্টি এবং তার দ্বারা আমি সৃষ্টি করি বহু বাগান ও পরিপক্ব শস্যরাজি, আর উঁচু উঁচু খেজুর বৃক্ষ; যাতে আছে কাঁদি কাঁদি খেজুর --- (আমার) দাসদের জীবিকাস্বরূপ। আর বৃষ্টি দ্বারা আমি সঞ্জীবিত করি মৃত ভূমিকে, এভাবে পুনরুত্থান ঘটবে।" (ক্বাফ ঃ ৭- ১১)

মানুষ কীভাবে ধারণা করল যে, তাকে এমনি-এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে?

তাকে এমনি-এমনি সৃষ্টি করা হয়েছে।

তাকে কোন অপরাধের হিসাব লাগবে না। কোন সৎকর্মের সুফল প্রদান করা হবে না।

আসলে সে পুনরুত্থানে অবিশ্বাস করে। পরকালে অবিশ্বাস করে। আল্লাহ তাকে পুনর্জীবিত করতে পারবেন না।

মহান আল্লাহ বলেন,

{أَيَحْسَبُ الإِنسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (٣٦) أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى (٣٧) ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى (٣٨) فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالأُنثَى (٣٩) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} (٤٠) سورة القيامة

"মানুষ কি মনে করে যে, তাকে নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে? সে কি স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না? অতঃপর সে রক্তপিন্ডে পরিণত হয়। তারপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেন এবং সুঠাম বানান। অতঃপর তিনি তা হতে সৃষ্টি করেন জোড়া জোড়া নর ও নারী। সেই স্রষ্টা কি মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?" (ক্বিয়ামাহ ঃ ৩৬- ৪০)

সুনিশ্চিত যে, তিনি মানুষকে পুনর্জীবন দান করতে সক্ষম। আর তা তাঁর জন্য খুবই সহজ। যার নানা উদাহরণ মানুষের কাছে সুবিদিত। সুতরাং নিশ্চিত যে,

মানুষকে ফালতু সৃষ্টি করা হয়নি।

কোন মানুষ কি একটি বিশাল বাড়ি নির্মাণ ক'রে, তা সুসজ্জিত ক'রে খামোখা ভেঙ্গে ফেলবে?

তাহলে এ কথা কীভাবে কল্পনা করা যায় যে, মহান স্রষ্টা এত সুন্দর বিশ্ব রচনা ক'রে তা খামোখা ধ্বংস ক'রে ফেলবেন?

এটা তো হতে পারে না। সুমহান স্রষ্টা পবিত্র! তাঁর কোন কর্মই উদ্দেশ্যবিহীন নয়।

গ্রাম-গঞ্জের শিশুরা খেলাচ্ছলে ধূলাবালি দিয়ে ঘর বাঁধে এবং মিছা খেলায় ঘর-সংসারের অভিনয় ক'রে চিত্তবিনোদন করে। সুমহান স্রষ্টা কি সেই রকমভাবে এই বিশ্ব রচনা করেছেন? এ হতে সুমহান স্রষ্টা পবিত্র।

তিনি বলেছেন,

{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (١٦) لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَاعِلِينَ} (١٧) سورة الأنبياء

"আকাশ ও পৃথিবী এবং যা উভয়ের অন্তর্বর্তী তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করিনি। আমি যদি চিত্তবিনোদনের উপকরণ সৃষ্টি করতে চাইতাম, তবে আমি আমার নিকট যা আছে তা নিয়েই করতাম; যদি আমি তা করতামই। (আমি তা করিনি।) (আম্বিয়া ঃ ১৬- ১৭)

তিনি আরো বলেছেন,

{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ (٣٨) مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} (٣٩) سورة الدخان

"আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং ওদের মধ্যে কোন কিছুই খেলাচ্ছলে সৃষ্টি করিনি; আমি এ দুটিকে যথার্থরূপেই সৃষ্টি করেছি; কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা জানে না।" (দুখান ঃ ৩৮-৩৯)

হ্যাঁ, অধিকাংশ মানুষই সৃষ্টির কারণ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অজ্ঞ। সৃষ্টির যথার্থতা ও প্রকৃতত্ব সম্বন্ধে উদাসীন মানুষ পার্থিব ভোগবিলাসে মত্ত। অবিশ্বাস, কুবিশ্বাস ও অমূলক ধারণা নিয়ে সেই তত্ত্ব থেকে বহু ক্রোশ দূরে, যে তত্ত্ব রয়েছে বিশ্বজাহান ও মানুষ সৃষ্টির পশ্চাতে।

সুমহান স্রষ্টার ঘোষণা হল,

{وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ} (٨٥) سورة الحجر

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এই দুয়ের অন্তর্বর্তী কোন কিছুই আমি অযথা

সৃষ্টি করিনি। আর কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী; সুতরাং তুমি পরম সৌজন্যের সাথে তাদেরকে ক্ষমা কর।" (হিজ্‌র ঃ ৮৫)

{حم (١) تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنْ اللهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ (٢) مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنْذِرُوا مُعْرِضُونَ} (٣) سورة الأحقاف

"হা- মীম। এ কিতাব পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং উভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছুই আমি যথাযথভাবে নির্দিষ্টকালের জন্য সৃষ্টি করেছি; কিন্তু অবিশ্বাসীরা তাদেরকে যে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে, তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয়।" (আহ্ক্বাফ ঃ ১-৩)

তিনি মহান আল্লাহ। তাঁর রয়েছে সুন্দর সুন্দর নাম ও গুণাবলী।

{اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى} (٨) سورة طـه

"আল্লাহ, তিনি ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই, সমস্ত উত্তম নাম তাঁরই।" (ত্বা-হা ঃ ৮)

{هُوَ اللهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (٢٢) هُوَ اللهُ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ (٢٣) هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (٢٤) سورة الحشر

"তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি অদৃশ্য এবং দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনিই অতি দয়াময়, পরম দয়ালু। তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনিই অধিপতি, পবিত্র, নিরবদ্য, নিরাপত্তা বিধায়ক, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রবল, গর্বের অধিকারী। যারা তার শরীক স্থির করে, আল্লাহ তা হতে পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা, উদ্ভাবনকর্তা, রূপদাতা। সকল উত্তম নাম তাঁরই। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। আর তিনিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" (হাশ্‌র ঃ ২২-২৪)

তাঁর একটি সুন্দর নাম হল 'আল-হাকীম'। এ নামের অর্থ প্রজ্ঞাময়, হিকমত-ওয়ালা। যাঁর প্রতি কথা ও কাজে হিকমত থাকে, যুক্তি থাকে, প্রজ্ঞা থাকে। যাঁর বিধান, আদেশ ও নিষেধ হিকমতে ভরপুর, যাঁর সকল কর্ম যুক্তিযুক্ত এবং সকল সৃষ্টি সুন্দর ও নিখুঁত নৈপুণ্যে পরিপূর্ণ। যাঁর কোন কাজ লীলা-খেলা হয় না।

তাঁর একটি নাম 'আর-রাহমান' ও আরো একটি নাম 'আর-রাহীম'। তার অর্থ হল পরম করুণাময় অতি দয়াবান। এ নামের প্রভাব ছড়িয়ে রয়েছে সারা

বিশ্বজাহানে।

{فَانظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (٥٠) سورة الروم

"সুতরাং তুমি আল্লাহর করুণার চিহ্ন লক্ষ্য কর, কীভাবে তিনি ভূমির মৃত্যুর পর একে পুনর্জীবিত করেন। নিঃসন্দেহে তিনি মৃতকে জীবিত করবেন এবং তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" (রূম ঃ ৫০)

অনুরূপভাবে তাঁর নিরানব্বইয়ের অধিক নামের সার্থকতা মানুষ অনুভব করতে পারবে দুনিয়া ও আখেরাতে। 'আল-হাকীম' নামও সার্থক নাম, এতে কোন মু'মিনের সন্দেহ থাকতে পারে না এবং তাঁর সৃষ্টি ও নির্দেশও যে হিকমতে ভরপুর, তাতে তার মনে কোন সন্দেহ বাসা বাঁধতে পারে না।

মানুষও সৃষ্ট হয়েছে পরিপূর্ণ হিকমতের ভিত্তিতে। সেই হিকমত ও তার রহস্য খুঁজে বের করা মানুষের কর্তব্য। যদিও তা সুমহান স্রষ্টা নিজেই তার বর্ণনা দিয়েছেন। কিতাব ও রসূল পাঠিয়ে সতর্ক করেছেন মনুষ্য জাতিকে। তিনি জানিয়েছেন, মানুষকে তিনি বৃথা সৃষ্টি করেননি।

সুমহান স্রষ্টা কেবল পান-ভোজন ও যৌনক্ষুধা নিবারণের জন্য মানুষ সৃষ্টি করেননি। পান-ভোজন ও যৌনক্ষুধা নিবারণের সুব্যবস্থা ক'রে কেবল ভোগ-বিলাসে মত্ত থাকার জন্য তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেননি। নিশ্চয় তাঁর মানুষ সৃষ্টির পশ্চাতে উদ্দেশ্য আছে মহান।

স্রষ্টার সৃষ্টির উদ্দেশ্য

এখন প্রশ্ন হল, কী সেই উদ্দেশ্য, যার জন্য সুমহান স্রষ্টা বিশ্বজাহান সৃষ্টি করেছেন?

তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তার জন্য বিশ্ব রচনা করেছেন। মানুষের প্রকৃত সুখের জীবন প্রস্তুত রেখেছেন তার মরণের পরে। আর ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর এই জীবনকে তিনি পরীক্ষার সময়-কাল নির্ধারিত করেছেন।

তিনি মানব-দানবকে পরীক্ষা করতে চান এবং সে পরীক্ষায় যে পাস করবে কেবল তাকেই প্রকৃত সুখী জীবন চিরকালের জন্য দান করতে চান।

পরীক্ষার ফলাফল তিনি জানেন। তবুও তিনি তাদেরকে ইচ্ছাশক্তি দিয়ে পরীক্ষা নিয়ে তাদের উপর হুজ্জত কায়েম করতে চান। মহান স্রষ্টা বলেছেন,

{إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا (٢) إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا} (٣) سورة الإنسان

"নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, যাতে আমি তাকে পরীক্ষা করি, এই জন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। নিশ্চয় আমি তাকে পথের নির্দেশ দিয়েছি; হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।" (দাহর ঃ ২-৩)

হ্যাঁ, মানুষকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। সুতরাং সে নিজের ইচ্ছায় ভালো বা মন্দ পথ গ্রহণ করতে পারে। সৎ বা অসৎ পথ বেছে নিতে পারে। ইচ্ছা করলে নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করতে পারে অথবা নিজ বিবেক ও বুদ্ধিভিত্তিক কর্ম করতে পারে অথবা সুমহান স্রষ্টার নির্দেশিত পথ অবলম্বন করতে পারে।

ইচ্ছা করলে সে মু'মিন হতে পারে। ইচ্ছা করলে সে কাফের হতে পারে।

সে নিজ ইচ্ছায় সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টি হতে পারে অথবা সর্বনিকৃষ্ট সৃষ্টিও হতে পারে।

মানুষকে দেওয়া হয়েছে ইচ্ছাশক্তি ও এখতিয়ার-ক্ষমতা। সে নিজে ভালোমন্দ নির্বাচন ও গ্রহণ করতে পারে।

এ দুনিয়া হল তার পরীক্ষাগার। সে পরীক্ষার্থী। মহান স্রষ্টা পরীক্ষক। পরীক্ষার সময় সাবালক হওয়ার পর থেকে সজ্ঞান থাকা পর্যন্ত। ফল প্রকাশ পরকালে।

এ হল পরীক্ষকের ইচ্ছা। এ দুনিয়া হবে পরীক্ষা ক্ষেত্র। আর আখেরাত হবে তার ফলাফল ভোগের ক্ষেত্র।

তিনি পরীক্ষা করবেন, কে তাঁর আনুগত্য করছে এবং কে তাঁর অবাধ্যাচরণ করছে?

পৃথিবীর এ কর্মক্ষেত্রে কে সবচেয়ে ভালো কর্ম করছে এবং কে মন্দ কর্ম করছে?

কে বিনিময় স্বরূপ চিরসুখ ভোগের উপযুক্ত এবং কে শাস্তিস্বরূপ চির কষ্ট ভোগের উপযুক্ত?

তিনি বলেছেন,

{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُم مَّبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ مُّبِينٌ} (٧) سورة هود

"আর তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছ দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সময় তাঁর আরশ পানির উপরে ছিল; যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা ক'রে নেন, তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম কে? আর যদি তুমি বল, 'নিশ্চয়ই তোমাদেরকে মৃত্যুর পর জীবিত করা হবে', তাহলে যারা অবিশ্বাসী তারা অবশ্যই বলবে, 'এটা তো সুস্পষ্ট যাদু।" (হূদ ঃ ৭)

{الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ} (٢) الملك

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য; কে

তোমাদের মধ্যে কর্মে সর্বোত্তম? আর তিনি পরাক্রমশালী, বড় ক্ষমাশীল।" *(মুল্‌ক ঃ ২)*

{إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا } (٧) سورة الكهف

"পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে ওর শোভা করেছি মানুষকে এই পরীক্ষা করবার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম।" (কাহফ ঃ ৭)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، وإِنَّ اللهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا فَيَنْظُرَ كَيفَ تَعْمَلُونَ)).

"নিশ্চয় দুনিয়া মিষ্ট ও সবুজ (সুন্দর আকর্ষণীয়)। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে এর প্রতিনিধি নিয়োজিত ক'রে দেখবেন যে, তোমরা কীভাবে কর্ম করছ?" *(মুসলিম ৭ ১২৪নং)*

বিশাল এই পরীক্ষাগারে কোন্ জিনিস দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করা হবে?

পৃথিবীর সব কিছু দিয়ে। খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান, জমি-জায়গা, ফল-ফসল, সুন্দর দৃশ্য, সুমধুর শব্দ, সোনা-চাঁদি, টাকা-পয়সা, গৃহপালিত পশু-পক্ষী ইত্যাদি যাবতীয় আকর্ষণীয় ও লোভনীয় জিনিস দিয়ে মানুষকে পরীক্ষা করা হবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ}

(١٤) سورة آل عمران

"নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভান্ডার, পছন্দসই (চিহ্নিত) ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকটেই উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে।" (আলে ইমরান ঃ ১৪)

পরীক্ষার নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ঘন্টা বাজবে মানুষের জ্ঞানশূন্য হওয়া অথবা মৃত্যু হওয়ার পূর্বে। কবর থেকেই প্রকাশ হতে শুরু হবে পরীক্ষার রিজাল্ট্। সব শেষে পরীক্ষার অনির্বায ফলাফল ভোগ করতে হবে জান্নাতে অথবা জাহান্নামে।

পরীক্ষা নেওয়া হবে যাবতীয় পার্থিব সৌন্দর্যের বিষয়ে। তাতে কি মানুষ সুমহান স্রষ্টার হালাল-হারামের বিধান মান্য করেছে? তাতে কি সে তাঁর রসূলের আদেশ-নিষেধ পালন করেছে?

দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের ক্ষেত্রে কি সে আমানতের খিয়ানত করেছে? চুক্তি ভঙ্গ করেছে? অধিকার নষ্ট করেছে? কর্তব্য পালনে অবহেলা করেছে?

সামাজিক জীব হিসাবে সৃষ্ট জীব কি বন্য পশুর মতো অথবা সামুদ্রিক প্রাণীর

মতো সবল দুর্বলকে ভক্ষণ করেছে?

মানুষ প্রত্যহ পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। বরং প্রত্যেক পদে পদে তার পরীক্ষা নেওয়া হয়। তার দারিদ্র্য-ধনবত্তা, ধন-মাল ও পরিবার-পরিজনে পরীক্ষা দিতে হয়।

সুমহান স্রষ্টা বলেছেন,

{وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} (٢٨) سورة الأنفال

"আর জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষার বস্তু এবং নিশ্চয় আল্লাহর নিকটে রয়েছে মহা পুরস্কার।" (আন্‌ফাল ঃ ২৮)

{إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} (١٥) سورة التغابن

"তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার।" (তাগাবুন ঃ ১৫)

বরং প্রত্যেক ভালো-মন্দে তাকে পরীক্ষা দিতে হয়। আর পরীক্ষার শেষে ফিরে যেতে হয় ফল পাওয়ার জায়গায়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} (٣٥) الأنبياء

"জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে থাকি। আর আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (আম্বিয়া ঃ ৩৫)

লোভ দেখিয়ে সংবরণ করতে বলা হয়েছে, পাপ-প্রবণতায় সংযত হতে বলা হয়েছে, ভোগ-বিলাসে সংযমশীল হতে বলা হয়েছে, স্রষ্টার সঙ্গে ব্যবসায় লাভবান হতে বলা হয়েছে। পার্থিব সৌন্দর্যে মোহগ্রস্ত হতে নিষেধ করা হয়েছে ইত্যাদি।

সুমহান স্রষ্টা মানুষকে নেক আমল (সৎকর্ম) করার জন্য এ নশ্বর পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন; যেমন পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। তবে প্রণিধানযোগ্য যে, তিনি এটা চাননি যে, মানুষ বেশি বেশি আমল করুক। বরং তিনি চেয়েছেন, মানুষ বেশি উত্তম আমল করুন। আমলের প্রাচুর্য মহান আল্লাহর নিকট বিচার্য নয়, বরং আমলের উৎকৃষ্টতাই তাঁর নিকট বিচার্য।

নিশ্চয়ই এক মণ লোহার চাইতে এক কিলো স্বর্ণের মূল্য অনেক। মানিকের খানিক ভালো। যে কর্ম মহান প্রতিপালকের নিকট পছন্দনীয়, তার সামান্য হলেও তা মূল্যবান। অন্যথা তাঁর অপছন্দনীয় কোন আমলের তাঁর নিকট কোন মূল্য নেই। পরন্তু তার বিপরীত ফল আছে, যা আমলকারীকে ভোগ করতে হবে।

বিশাল এই পরীক্ষায় প্রমাণ করতে হবে আমলের উৎকৃষ্টতা।

পরীক্ষায় নানা প্রতিকূলতা রয়েছে। কুপ্রবৃত্তি ও মনের খেয়াল-খুশি রয়েছে। তার উপর রয়েছে শয়তানের প্রলোভন। আদি পিতামাতা আদম-হাওয়ার মতো পরীক্ষা

রয়েছে সকল মানুষের পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে। রয়েছে,

{يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلاَ مِنْهَا رَغَداً حَيْثُ شِئْتُمَا}

"হে আদম তুমি তোমার স্ত্রীসহ বেহেশ্তে বসবাস কর এবং যথা ও যেথা ইচ্ছা আহার কর।" (বাক্বারাহ ঃ ৩৫)

আবার রয়েছে,

{وَلاَ تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الْظَّالِمِينَ} (৩৫) سورة البقرة

"কিন্তু এই বৃক্ষের নিকটবর্তী হয়ো না; হলে তোমরা অনাচারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" (বাক্বারাহ ঃ ৩৫)

তার উপরে রয়েছে শয়তানী কুমন্ত্রণা,

{مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ} (২০)

"পাছে তোমরা উভয়ে ফিরিশ্তা হয়ে যাও কিংবা তোমরা (জান্নাতে) চিরস্থায়ী হও, এ জন্যই তোমাদের প্রতিপালক এ বৃক্ষ সম্বন্ধে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন।" (আ'রাফ ঃ ২০)

বলা বাহুল্য, এ পরীক্ষায় ভুল তো হতেই পারে। আর তার জন্য রয়েছে মহান আল্লাহর দয়া ও ক্ষমাশীলতা। যার ফলে তিনি নাম নিয়েছেন 'আর-রাহমান' (পরম দয়াময়), 'আর-রাহীম' (অতি দয়াবান), 'আল-গাফূর, আল-গাফ্ফার, আল-আফুউ' (মহাক্ষমাশীল), 'আত্-তাওয়াব' (তওবা গ্রহণকারী)।

পরীক্ষাতে রয়েছে বহু আদেশ ও বহু নিষেধ। তাঁর প্রধান আদেশ হল,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (২১) البقرة

"হে মানুষ সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের উপাসনা কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা পরহেযগার (ধর্মভীরু) হতে পার।" (বাক্বারাহ ঃ ২১)

আর নিষেধ হল,

{الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (২২) سورة البقرة

"যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ ক'রে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেছেন। সুতরাং জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করো না।" (বাক্বারাহ ঃ ২২)

আর তিনি পরিষ্কার করেই বলেছেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (٥٦) سورة الذاريات

অর্থাৎ, আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। *(যারিয়াত ঃ ৫৬)*

সুতরাং এটাই হল তাঁর বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্য। তিনি অন্য কোন উদ্দেশ্যে এ বিশ্বজাহান রচনা করেননি। যেমন সাধারণতঃ মানুষের কোন আবিষ্কারের পশ্চাতে উদ্দেশ্য থাকে অর্থোপার্জন, অন্নসংস্থান, রুযী-রুটীর সন্ধান ইত্যাদি। তাই তিনি পরবর্তী আয়াতে বলেছেন,

{مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ (٥٧) إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ}

(٥٨) سورة الذاريات

"আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে, তারা আমার আহার্য যোগাবে। নিশ্চয় আল্লাহ; তিনিই রুযীদাতা প্রবল, পরাক্রান্ত।" (যারিয়াত ঃ ৫৭-৫৮)

বলা বাহুল্য, 'কেন এ জীবন? আপনি কেন সৃষ্ট হয়েছেন? আপনার জন্ম কেন? এ পার্থিব জীবনের আসল উদ্দেশ্য কী?' এ সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর হল উক্ত আয়াত।

উমার বিন আব্দুল আযীয (রাহিমাহুল্লাহ) তাঁর জীবনের সর্বশেষ খুতবায় বলেছিলেন, 'হে লোক সকল! তোমরা অনর্থক সৃষ্ট হওনি এবং তোমাদেরকে কখনই নিরর্থক ছেড়ে দেওয়া হবে না। তোমাদের একটি প্রত্যাবর্তনস্থল ও কাল রয়েছে, যখন মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের বিচারের জন্য উপস্থিত হবেন। আর তখন ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি আল্লাহর সেই করুণা থেকে বহিষ্কৃত হবে, যে করুণা তাঁর সকল বস্তুতে পরিব্যপ্ত এবং সেই জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে, যার পরিধি আকাশ-পৃথিবীর সমান।

কাল কেবল সেই ব্যক্তি সুরক্ষা পাবে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করেছে এবং সংযমের পথ অবলম্বন করেছে। অল্পকে বিস্তরের বিনিময়ে, নশ্বরকে অবিনশ্বরের বিনিময়ে এবং দুর্ভাগ্যকে সৌভাগ্যের বিনিময়ে বিক্রয় করেছে।

তোমরা কি ভেবে দেখ না যে, তোমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত লোকেদের ঔরসে ছিলে। অতঃপর অবশিষ্টরা তার উত্তরাধিকারী হবে। পরিশেষে সকলেই সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী (আল্লাহর) প্রতি প্রত্যাবর্তিত হবে।

তোমরা প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর দিকে যাত্রীর (জানাযার) অনুগমন করছ। যে তার কর্তব্য পূর্ণরূপে সমাধা করেছে এবং নিজ নির্ধারিত সময়কাল অতিক্রম করেছে। সুতরাং তোমরা তাকে এমন এক মাটিতে রেখে আসছ, যেখানে না আছে বালিশ, আর না আছে বিছানা। যে হয়ে পড়েছে গত্যন্তরহীন। সঙ্গ

ছেড়েছে বন্ধু-পরিজনদের। বসবাস শুরু করেছে মাটির ঘরে। সম্মুখীন হয়েছে হিসাবের। অমুখাপেক্ষী হয়েছে পার্থিব সম্পদের। মুখাপেক্ষী হয়েছে নেক আমলের।

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দাগণ! মৃত্যু আসার পূর্বে এবং সময় ফুরিয়ে যাওয়ার আগে আল্লাহকে ভয় কর।

আর আমি তোমাদেরকে এ সব কথা বলছি, অথচ আমি অবশ্যই জানি যে, সবার চাইতে আমার পাপই বেশি। তাই আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা ও তওবা করছি।' *(তফসীর ইবনে কাষীর ৩/৩১৬, তারীখে দিমাশ্ক ৪৫/১৭৩)*

আবূ আব্দুল্লাহ তিরমিযী হাকীম বলেছেন, 'নিশ্চয় মহান আল্লাহ সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন (আবেদ) দাসরূপে, যাতে তারা তাঁর (ইবাদত) দাসত্ব করে। সুতরাং তিনি তাঁর সেই ইবাদত ও দাসত্বের বিনিময় প্রদান করবেন এবং তা ত্যাগ করার শাস্তি দান করবেন। অতএব তারা যদি আজ তাঁর ইবাদত ও দাসত্ব করে, তাহলে তারা দুনিয়ার দাসত্ব থেকে মুক্ত সম্মানিত স্বাধীন দাস এবং পরকালে তারা রাজা। আর যদি তারা দাসত্ব করতে অস্বীকার করে, তাহলে তারা পালিয়ে যাওয়া নিকৃষ্ট ও হীন দাস এবং আগামী কাল জাহান্নামের আগুনের কারাগারে (আল্লাহর) দুশমন।' *(তফসীর কুরতুবী ১২/১৫৬)*

আরবী কবি বলেছেন,

ولو أنَّا إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي

ولكنا إذا متنا بعثنا ونسأل عن كل شيء

অর্থাৎ, যদি মরণের পর আমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হত, তাহলে মরণই প্রত্যেক জীবের জন্য আরামদায়ক হত।

কিন্তু মরণের পর আমাদেরকে পুনর্জীবিত করা হবে এবং প্রত্যেক জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لاَ تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَومَ القِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيمَ أفنَاهُ ؟ وَعَنْ عِلمِهِ فِيمَ فَعَلَ فِيهِ ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أيْنَ اكْتَسَبَهُ ؟ وَفيمَ أنْفَقَهُ ؟ وَعَنْ جِسمِهِ فِيمَ أبلاهُ ؟)).

"কিয়ামতের দিন বান্দার পা দু'খানি সরবে না। (অর্থাৎ আল্লাহর দরবার থেকে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।) যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে; তার আয়ু সম্পর্কে, সে তা কিসে ক্ষয় করেছে? তার ইল্ম (বিদ্যা) সম্পর্কে, সে তাতে কী আমল করেছে? তার মাল সম্পর্কে, কী উপায়ে তা উপার্জন করেছে এবং তা কোন্ পথে ব্যয় করেছে? আর তার দেহ সম্পর্কে, কোন্ কাজে সে তা ক্ষয় করেছে?" *(তিরমিযী ২৪১৬, সহীহ তারগীব ১২১নং)*

এই প্রশ্নগুলির উত্তর যদি মহান আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতভিত্তিক হয়, তাহলেই রেহাই। নচেৎ ফল যে ভালো হবে না, তা অতি সহজেই অনুমেয়।

একটি প্রচলিত ভুল সংশোধন

আমরা জানতে পারলাম, মহান আল্লাহ মুখাপেক্ষাহীন স্বয়ংসম্পূর্ণ বাদশা। তিনি নিজের ইবাদতের জন্য বিশ্ব-রচনা করেছেন, জ্বিন-ইনসান সৃষ্টি করেছেন, রসূল পাঠিয়েছেন, কিতাব অবতীর্ণ করেছেন ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} (٥٦) سورة الذاريات

অর্থাৎ, আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। *(যারিয়াত ঃ ৫৬)*

তিনি রসূল প্রেরণের কারণ বর্ণনা করে বলেছেন,

{رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} سورة النساء

অর্থাৎ, আমি সুসংবাদবাহী ও সতর্ককারী রসূল প্রেরণ করেছি; যাতে রসূল (আসার) পর আল্লাহর বিরুদ্ধে মানুষের কোন অভিযোগ না থাকে। আর আল্লাহ প্রবল পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। *(নিসা ঃ ১৬৫)*

নবুঅত অথবা সুসংবাদ দান ও ভীতি-প্রদর্শনের ধারাকে এই জন্যেই অব্যাহত রেখেছেন, যাতে শেষ বিচারের দিনে কেউ এ ওজর পেশ করতে না পারে যে, আমাদের নিকট তোমার কোন বার্তা পৌঁছেনি। যেমন অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُم بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى} (١٣٤) سورة طـه

অর্থাৎ, যদি আমি ওদেরকে তার পূর্বে শাস্তি দ্বারা ধ্বংস করতাম তাহলে ওরা বলত, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট একজন রসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে আমরা লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার পূর্বেই তোমার নিদর্শন মেনে নিতাম। *(ত্বা-হা ঃ ১৩৪)*

রসূল প্রেরণের কারণ বর্ণনা করে মহান আল্লাহ আরো বলেন,

{كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللّـهُ النَّبِـيِّينَ مُبَـشِّرِينَ وَمُنـذِرِينَ وَأَنـزَلَ مَعَهُـمُ الْكِتَـابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُواْ فِيهِ} (٢١٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, মানুষ (আদিতে) একই জাতিভুক্ত ছিল। (পরে মানুষেরাই বিভেদ সৃষ্টি

করে।) অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেন; এবং মানুষের মধ্যে যে বিষয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছিল, তার মীমাংসার জন্য তিনি তাদের সাথে সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেন। *(বাক্বারাহ ঃ ২১৩)*

{لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ} (٢٥)

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আমার রসূলদেরকে প্রেরণ করেছি স্পষ্ট প্রমাণসহ এবং তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও তুলাদন্ড (ন্যায়-নীতি); যাতে মানুষ সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে। *(হাদীদ ঃ ২৫)*

কিন্তু কুরআনী বয়ানের বিপরীত বর্ণনা দিয়ে থাকে অতিরঞ্জনকারী হাদীস-নির্মাতারা। তারা বলে,

'ফুল বাগানে ফুটল নবীন ফুল।
সে ফুল যদি না ফুটিত কিছুই পয়দা না হইত,
না করিত আরশ-কুর্সী জলীল রব্বুল।
ফুল বাগানে ফুটল নবীন ফুল।'

তারা বলে, 'শুধুমাত্র বরের জন্য যেমন বিয়ে-বাড়ির সমস্ত আয়োজন, তেমনি মুহাম্মাদ ﷺ-এর জন্য এ বিশ্বের সকল আয়োজন।'

তারা হাদীস বর্ণনা করে,

لَوْلاَكَ لَمَا خَلَقْتُ الأَفْلاَكَ.

অর্থাৎ, যদি তুমি না হতে, আমি আসমান-যমীন কিছুই সৃষ্টি করতাম না।

অথচ এ মর্মে কোন হাদীস সহীহ নয়। *(মাউযূআত ৭৮নং, সিঃ যয়ীফাহ ২৮২নং, মুরশিদুল হায়েরা ১০পৃঃ)*

মানবজাতি আসলে দাস

মানবজাতি আসলেই কারো না কারো দাস। জানতে বা অজানতে মানুষ কারো না কারো দাসত্ব করে। অনেকে স্বেচ্ছায় করে, অনেকে অনিচ্ছায় করে। শুধু মানুষই না, এ জগতে সকল সৃষ্টি মহান স্রষ্টার দাসত্ব করে, তাঁর ইবাদত করে।

মহান প্রতিপালক সে কথা তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

{أَفَغَيْرَ دِينِ اللّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} (٨٣) سورة آل عمران

"তারা কি আল্লাহর ধর্মের পরিবর্তে অন্য ধর্ম চায়? অথচ আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সমস্তই স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছে! এবং তাঁরই কাছে তারা ফিরে যাবে।" *(আলে ইমরান ঃ ৮৩)*

{وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ} (١٥)

"আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত হয় আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের ছায়াগুলিও সকাল ও সন্ধ্যায়।" *(রা'দঃ ১৫)*

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ} (٤١) سورة النـــور

"তুমি কি দেখ না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড়ন্ত পাখীদল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? সকলেই তাঁর প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। আর ওরা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত।" (নূর ঃ ৪১)

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} (١٨) سورة الحـج

"তুমি কি দেখো না যে, আল্লাহকে সিজদা করে যারা আছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে; সিজদা করে সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রমন্ডলী, পর্বতরাজি, বৃক্ষলতা, জীবজন্তু, এবং সিজদা করে মানুষের মধ্যে অনেকে; আর অনেকের প্রতি অবধারিত হয়েছে শাস্তি। আল্লাহ যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা কেউই নেই; নিশ্চয় আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।" (হাজ্জ ঃ ১৮)

মানুষের মধ্যে অনেকে, যারা বিশ্বাসী, তারা মহান প্রতিপালকের ইবাদত করে। মহান প্রতিপালকের বিধান মেনে নিয়ে যথানিয়মে তাঁর দাসত্ব ও উপাসনা ক'রে থাকে।

কিছু আংশিক বিশ্বাসীও অবিশ্বাসীদের মতো মহান প্রতিপালকের ইবাদত করে। কিন্তু তাঁর সাথে অন্যেরও ইবাদত করে।

বহু মানুষ আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যের উপাসনা করে।

মহান আল্লাহ তাদের ব্যাপারে বলেছেন,

{إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (١٧)

"তোমরা তো আল্লাহ ব্যতীত কেবল প্রতিমার উপাসনা করছ এবং মিথ্যা উদ্ভাবন করছ; তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা কর, তারা তোমাদের রুযী দানে অক্ষম। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকটেই রুযী কামনা কর এবং তাঁর উপাসনা ও কৃতজ্ঞতা কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।" *(আনকাবূতঃ ১৭)*

বহু মানুষ জানতে-অজানতে শয়তানের উপাসনা করে। অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ} (٦٠) يـس

"হে আদম সন্তান-সন্ততিগণ! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দিইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (ইয়াসীন ঃ ৬০)

ইব্রাহীম নবী ﷺ নিজ পিতাকে বলেছিলেন,

{يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا} (٤٤) سورة مريم

"হে আমার পিতা! শয়তানের উপাসনা করো না; নিশ্চয় শয়তান পরম দয়াময়ের অবাধ্য।" (মারয়্যাম ঃ ৪৪)

যারা আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্যের উপাসনা করে, প্রকৃত প্রস্তাবে তারা শয়তানেরই উপাসনা করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا} (١١٧) سورة النساء

"তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে তারা কেবল নারীদেরকে (দেবীদেরকে) আহবান করে এবং তারা কেবল বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে।" (নিসা ঃ ১১৭)

বহু মানুষ নিজের মনের পূজা করে। মনোমতো চলে, মনোমতো বিশ্বাস করে। যারা নাস্তিক তারাও আসলে দাস। তারা নিজেদের মনের খেয়াল-খুশীর ও অনুমানের দাসত্ব করে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا} (٤٣) سورة الفرقان

"তুমি কি দেখ না তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে।" (ফুরক্বান ঃ ৪৩)

{أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ} (٢٣) سورة الجاثية

"তুমি কি লক্ষ্য করেছ তাকে, যে তার খেয়াল-খুশীকে নিজের উপাস্য ক'রে নিয়েছে? আল্লাহ জেনেশুনেই ওকে বিভ্রান্ত করেছেন এবং ওর কর্ণ ও হৃদয় মোহর ক'রে দিয়েছেন এবং ওর চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহ মানুষকে বিভ্রান্ত করার পর কে তাকে পথনির্দেশ করবে? তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?" (জাষিয়াহ ঃ ২৩)

{فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (٥٠) سورة القصص

"অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য ক'রে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না।" *(ক্বাস্বাস্বঃ ৫০)*

মোটের উপর কথা হল, এ বিশ্বের সকল সৃষ্টিই উপাসক, সকল কিছুই দাস। দাসত্বের প্রকৃতি প্রক্ষিপ্ত আছে প্রত্যেক জীব ও অজীবের মাঝে।

গায়রুল্লাহর ইবাদতের অর্থ হল পূজা করা। অধিকাংশ মানুষ আল্লাহর ইবাদত ছেড়ে নানা পূজায় জড়িত। জনৈক কবি বলেছেন,

'অপূজ্য পূজিত হয় বিশ্বপতি ছাড়া,
জীব-শ্রেষ্ঠ নর হয় সত্য জ্ঞান-হারা।
চলিছে পূজার স্রোত দিবায় নিশায়,
দ্বীন ও ঈমান-ত্যাগী স্রষ্টা বিধাতায়।
রিপুর পূজক কেহ শক্তি উপাসক,
লোভের পূজারী কেহ ইন্দ্রিয় সেবক,
গাছের পূজারী কেহ, কেহ পাথরের,
কবর-পূজক কেহ লোভী মানতের।
ইচ্ছার পূজক কেহ আত্মসুখ প্রয়াসী,
বিলাস-ব্যসনে কেহ মত্ত দিবানিশি।
শঠ ব্যবসায়ী কেহ নামের পূজক,
যশান্বেষী কেহ, কেহ প্রাধান্য সাধক।
ছবি মূর্তি পূজে কেহ ভক্তি অর্ঘ দানে,
জড় ও জীবে পূজে কেহ সভয় জ্ঞানে,
দেশের পূজক কেহ দেশ নায়কের,
কেহ পূজে প্রাণ ভয়ে যুক্তি অপরের।'

ফিরিশ্তাগণ তো ইবাদত করছিলেন, তাহলে আবার মানুষ কেন?

নূরের তৈরি ফিরিশ্তাগণ তো মহান আল্লাহর ইবাদত করছিলেন, তাহলে আবার মানুষকে ইবাদতের জন্য তিনি সৃষ্টি করলেন কেন?

ফিরিশ্তামন্ডলী সদা-সর্বদা মহান আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যে মশগুল থাকেন, তাঁর হুকুম তামীল ও আদেশ পালনে তৎপর থাকেন। আর তাতে তাঁরা মানুষের মতো কোন প্রকারের আলস্য বা ক্লান্তি অনুভব করেন না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلاَ يَسْتَحْسِرُونَ (١٩) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لاَ يَفْتُرُونَ} (٢٠) سورة الأنبياء

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা তাঁরই মালিকানাধীন। আর তাঁর সান্নিধ্যে যারা আছে, তারা তাঁর উপাসনা করতে অহংকার করে না এবং ক্লান্তি বোধও করে না। তারা দিবা-রাত্রি তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে; তারা শৈথিল্য করে না। (আম্বিয়া ঃ ১৯-২০)

উক্ত আয়াতকে ভিত্তি করে উলামাগণ বলেন, ফিরিশ্তাবর্গ নিদ্রাভিভূত হন না। *(আল-হাবাইক ২৬৪পৃঃ)*

{فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لاَ يَسْأَمُونَ}

অর্থাৎ, ওরা অহংকার করলেও যারা তোমার প্রতিপালকের সান্নিধ্যে রয়েছে, তারা তো দিন-রাত তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং তারা ক্লান্তিবোধ করে না। (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৮)

ফিরিশ্তাগণ প্রকৃতিগতভাবে আল্লাহর আনুগত্যে রত থাকেন। তাঁদের অবাধ্যতা করার ক্ষমতাই নেই। যেহেতু তাঁদের মাঝে অবাধ্যতার প্রকৃতিই প্রক্ষিপ্ত হয়নি। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لاَ يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} (٦) سورة التحريم

অর্থাৎ, তারা আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন, তা অমান্য করে না এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হয়, তাই করে। (তাহরীম ঃ ৬)

বলা বাহুল্য, তাঁদের অবাধ্যাচরণ না করা এবং আনুগত্য করা তাঁদের প্রকৃতিগত স্বাভাবিক ব্যাপার। এ ব্যাপারে তাঁদেরকে যৎ সামান্যও প্রচেষ্টা ও শ্রম ব্যয় করতে হয় না। যেহেতু তাঁদের কুপ্রবৃত্তি ও ইন্দ্রিয়লালসা নেই এবং তাঁদের পশ্চাতে শয়তানও নেই।

সাহাবী হাকীম বিন হিযাম ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবাগণের মাঝে ছিলেন। অকস্মাৎ তিনি বলে উঠলেন, "তোমরা কি তা শুনতে পাচ্ছ, যা আমি শুনতে পাচ্ছি?" সকলে বলল, 'আমরা তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না।' তিনি বললেন,

(إِنِّي لأَسْمَعُ أَطِيطَ السَّمَاءِ وما تُلاَمُ أن تَئِطَّ وما فيها موضعُ شِبْرٍ إلاَّ وَعَلَيْهِ مَلَكٌ ساجدٌ أوْ قائِمٌ).

অর্থাৎ, আমি তো আকাশের কট্‌কট্‌ শব্দ শুনতে পাচ্ছি। আর এ শব্দ করায় তার দোষ নেই। তার মাঝে অর্ধ হাত পরিমাণ এমন জায়গা নেই, যাতে কোন ফিরিশ্‌তা সিজদা অথবা কিয়াম অবস্থায় নেই। *(ত্বাবারানীর কাবীর ৩১২২, সিঃ সহীহাহ ৮৫২নং)*

পরন্তু মানুষ হল অশান্তি সৃষ্টিকারী পাপী। তাহলে ইবাদতের জন্য আবার সেই মানুষ কেন? এ প্রশ্ন জেগেছিল সদা ইবাদতরত ফিরিশ্‌তাদের মনেও।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُواْ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ } (٣٠) البقرة

"আর (স্মরণ কর) যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশ্তাদেরকে বললেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।' তারা বলল, 'আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও সৃষ্টি করবেন, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? অথচ আমরাই তো আপনার সপ্রশংস মহিমা কীর্তন ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই আমি যা জানি তা তোমরা জান না।" (বাক্বারাহ ঃ ৩০)

হ্যাঁ, তাঁর সকল হিকমত সবাই জানতে পারবে, তা জরুরী নয়। আসলে তিনি চাইলেন এমন এক সৃষ্টি, যে তাঁর ইবাদত করবে এবং অবাধ্য হয়ে ক্ষমাপ্রার্থনা করবে। আর ক্ষমাপ্রার্থনাও একটি ইবাদত। তাই তিনি পাপ দিয়ে তাদেরকে তাঁর ইবাদতে পরীক্ষা করার উদ্দেশ্যেই পাপী-তাপী মানুষ সৃষ্টি করলেন। যে মানুষ ভুল করবে, আবার তার জন্য অনুতপ্ত হবে। যে তাঁর দরবার ছেড়ে পালিয়ে যাবে, আবার ফিরে এলে তিনি খুশী হবেন।

বলাই বাহুল্য যে, পাপ ঘটে যাওয়ার পর তওবা করা অন্যতম ইবাদত। যে ইবাদতে মহান আল্লাহ অনেকানেক খুশী হন।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((للّهُ أَشَدُّ فَرَحاً بتَوبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يتوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بأرضٍ فَلاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابهُ فأيسَ مِنْهَا، فَأَتى شَجَرَةً فاضطَجَعَ في ظِلِّهَا وقد أيسَ

مِنْ رَاحلَتِهِ، فَبَينَما هُوَ كَذَلِكَ إِذْ هُوَ بِها قائِمَةً عِندَهُ، فَأَخَذَ بِخِطامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبدِي وأنا رَبُّكَ ! أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الفَرَحِ)).

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দার তওবায় যখন সে তওবা করে তোমাদের সেই ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশী হন, যে তার বাহনের উপর চড়ে কোন মরুভূমি বা জনহীন প্রান্তর অতিক্রমকালে বাহনটি তার নিকট থেকে পালিয়ে যায়। আর খাদ্য ও পানীয় সব ওর পিঠের উপর থাকে। অতঃপর বহু খোঁজাখুঁজির পর নিরাশ হয়ে সে একটি গাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে বাহনটি হঠাৎ তার সম্মুখে দাঁড়িয়ে যায়। সে তার লাগাম ধরে খুশীর চোটে বলে ওঠে, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার দাস, আর আমি তোমার প্রভু!' সীমাহীন খুশীর কারণে সে ভুল ক'রে ফেলে।" *(বুখারী ৬৩০৯, মুসলিম ৭১৩১-৭১৩৭নং)*

পরন্তু মানুষ যদি ফিরিশ্তার মতোই কেবল ইবাদতই করত এবং পাপ না করত, তাহলে মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কেবল আবেদদের সংখ্যাবৃদ্ধিই হতো। কিন্তু তিনি চেয়েছেন এমন এক সৃষ্টি, যে পাপ করেও ইবাদত করবে। তিনি চাইলেন, তিনি কেবল মা'বূদ হবেন না; বরং ক্ষমাশীল মা'বূদ হবেন।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((والَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا ، لَذَهَبَ اللهُ بِكُمْ ، وَجَاءَ بِقَومٍ يُذْنِبُونَ ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ تَعَالَى ، فَيَغْفِرُ لَهُمْ)).

"সেই মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি তোমরা পাপ না কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে অপসারিত করবেন এবং এমন জাতির আবির্ভাব ঘটাবেন যারা পাপ করবে, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইবে। আর তিনি তাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেবেন।" *(মুসলিম ৭১৪১নং)*

অবশ্য তার মানে এই নয় যে, তিনি পাপ করতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। আসলে উদ্বুদ্ধ করেছেন একটি বিশেষ ইবাদতে। আর তা হল তওবা ও ইস্তিগফার। আর এই বিশেষ ইবাদতটি ফিরিশ্তাগণ করেন না। অর্থাৎ, তাঁরা নিজেদের ভুল-ত্রুটি বা পাপের জন্য ক্ষমা চান না। যেহেতু তাঁরা নিষ্পাপ সৃষ্টি। অবশ্য তাঁরা পৃথিবীবাসী মু'মিনদের জন্য ইস্তিগফার ও ক্ষমাপ্রার্থনা ক'রে থাকেন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ} (٧) سورة غافر

“যারা আরশ ধারণ ক’রে আছে এবং যারা এর চারিপাশ ঘিরে আছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা প্রশংসার সাথে ঘোষণা করে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক’রে বলে, ‘হে আমাদের প্রতিপালক! তোমার দয়া ও জ্ঞান সর্বব্যাপী; অতএব যারা তওবা করে ও তোমার পথ অবলম্বন করে, তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর।” (মু’মিন ঃ ৭)

{تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (٥) سورة الشورى

“আকাশমন্ডলী ঊর্ধ্বদেশ হতে ভেঙে পড়ার উপক্রম হয় এবং ফিরিশ্তা তাদের প্রতিপালকের সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং পৃথিবীর বাসিন্দার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। জেনে রাখ যে, নিশ্চয় আল্লাহ, তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।” (শূরা ঃ ৫)

মহান আল্লাহ কি কারো ইবাদতের মুখাপেক্ষী?

আমরা জানি, সুমহান স্রষ্টা কারো বা কোন কিছুরই মুখাপেক্ষী নন। কেউ তাঁর প্রতি অবিশ্বাস করলে, তাঁকে অমান্য করলেও তিনি কোন পরোয়া করেন না। সারা সৃষ্টি তাঁর মুখাপেক্ষী এবং তিনিই অভাবমুক্ত, অমুখাপেক্ষী স্বয়ংসম্পূর্ণ বাদশা।

তিনি বলেছেন,

{وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } (٩٧) سورة آل عمران

“মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ্ব করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। আর যে অস্বীকার করবে (সে জেনে রাখুক যে), আল্লাহ জগতের প্রতি অমুখাপেক্ষী।” (আলে ইমরান ঃ ৯৭)

{وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا} (١٣١)

“তোমরা অবিশ্বাস করলেও আকাশমন্ডল ও ভূ-মন্ডলে যা কিছু আছে, সব আল্লাহরই। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসাভাজন।” (নিসা ঃ ১৩১)

{وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاء كَمَآ أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ} (١٣٣) سورة الأنعام

“তোমার প্রতিপালক অভাবমুক্ত, দয়াশীল। তিনি ইচ্ছা করলে, তোমাদেরকে অপসারিত করতে এবং তোমাদের পরে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করতে

পারেন; যেমন তোমাদেরকে তিনি অন্য এক সম্প্রদায়ের বংশ হতে সৃষ্টি করেছেন।" (আন্‌আম ঃ ১৩৩)

{وَقَالَ مُوسَى إِن تَكْفُرُواْ أَنتُمْ وَمَن فِي الأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ} (٨)

"মূসা বলেছিল, 'তোমরা এবং পৃথিবীর সকলেই যদি অকৃতজ্ঞ (কাফের) হও; তবুও নিঃসন্দেহে আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং সর্বপ্রশংসিত।" (ইব্রাহীম ঃ ৮)

{وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} (٦) سورة العنكبوت

"যে কেউ সংগ্রাম করে, সে তো নিজের জন্যই সংগ্রাম করে; আল্লাহ অবশ্যই বিশ্বজগতের ওপর নির্ভরশীল নন।" (আনকাবূত ঃ ৬)

{وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} (١٢) سورة لقمان

"যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, সে তো তা নিজেরই জন্য করে এবং কেউ অকৃতজ্ঞতা করলে, নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।" (লুক্বমান ঃ ১২)

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} (١٥) سورة فاطر

"হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ; তিনিই অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।" (ফাত্বির ঃ ১৫)

{إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} (٧)

"তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর দাসদের অকৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তাহলে তিনি তোমাদের কৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন।" (যুমার ঃ ৭)

{وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ} (٣٨) سورة محمد

"তোমরাই তো তারা, যাদেরকে আল্লাহর পথে ব্যয় করতে বলা হচ্ছে অথচ তোমাদের অনেকে কৃপণতা করছে। যারা কার্পণ্য করে, তারা তো কার্পণ্য করে নিজেদের প্রতি। আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। যদি তোমরা বিমুখ হও, তাহলে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলবর্তী করবেন; অতঃপর তারা তোমাদের মতো হবে না।" (মুহাম্মাদ ঃ ৩৮)

{الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} (٢٤)

"যারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকে কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়; যে মুখ ফিরিয়ে নেয় (সে জেনে রাখুক যে), নিশ্চয় আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত।" (হাদীদ ঃ ২৪)

{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ

هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ} (٦) سورة الممتحنة

"নিশ্চয়ই তোমরা যারা আল্লাহ ও পরকালের প্রত্যাশা কর, তাদের জন্য তাদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। আর কেউ মুখ ফিরিয়ে নিলে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহ তো অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।" (মুমতাহিনাহ ঃ ৬)

{ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَت تَّأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوا وَّاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ} (٦) سورة التغابن

"তা এ জন্য যে, তাদের নিকট তাদের রসূলগণ স্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আসত, তখন তারা বলত, 'মানুষই কি আমাদেরকে পথের সন্ধান দিবে?' অতঃপর তারা অবিশ্বাস করল ও মুখ ফিরিয়ে নিল এবং আল্লাহও কোন পরোয়া করলেন না। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।" (তাগাবুন ঃ ৬)

আবূ যার্র জুন্দুব বিন জুনাদাহ ﷺ হতে বর্ণিত, নবী ﷺ তাঁর সুমহান প্রভু হতে বর্ণনা করেছেন, তিনি (আল্লাহ) বলেছেন,

((يَا عِبَادي ! إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسي وَجَعَلْتُهُ بيْنَكم مُحَرَّماً فَلا تَظَالَمُوا . يَا عِبَادي ! كُلُّكُمْ ضَالّ إلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاستَهدُوني أهْدِكُمْ . يَا عِبَادي ! كُلُّكُمْ جَائِعٌ إلاَّ مَنْ أطْعَمْتُهُ فَاستَطعِمُوني أُطْعِمْكُمْ . يَا عِبَادي ! كُلُّكُمْ عَارٍ إلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فاسْتَكْسُوني أكْسُكُمْ . يَا عِبَادي ! إنَّكُمْ تُخْطِئُونَ باللَّيلِ وَالنَّهارِ وَأَنَا أغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً فَاسْتَغْفِرُوني أغْفِرْ لَكُمْ . يَا عِبَادي! إنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوا ضُرِّي فَتَضُرُّوني ، وَلَنْ تَبْلُغُوا نَفعِي فَتَنْفَعُوني . يَا عِبَادي ! لَوْ أنَّ أوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذلِكَ فِي مُلكي شيئاً . يَا عِبَادي! لَوْ أنَّ أوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذلِكَ من مُلكي شيئاً. يَا عِبَادي! لَوْ أنَّ أوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوا فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَألُوني فَأعْطَيتُ كُلَّ إنْسَانٍ مَسْألَتَهُ مَا نَقَصَ ذلِكَ مِمَّا عِنْدِي إلاَّ كَمَا يَنْقصُ المِخْيَطُ إذَا أُدْخِلَ البَحْرَ . يَا عِبَادِي! إنَّمَا هِيَ أعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيكُمْ إيَّاهَا ، فَمَنْ وَجَدَ خَيراً فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذلِكَ فَلا يَلُومَنَّ إلاَّ نَفْسَهُ)).

"হে আমার বান্দারা! আমি অত্যাচারকে আমার নিজের জন্য হারাম করে দিয়েছি এবং আমি তা তোমাদের মাঝেও হারাম করলাম। সুতরাং তোমরাও একে অপরের প্রতি অত্যাচার করো না। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই পথভ্রষ্ট; কিন্তু সে নয়

যাকে আমি সঠিক পথ দেখিয়েছি। অতএব তোমরা আমার নিকট সঠিক পথ চাও আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ দেখাব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই ক্ষুধার্ত; কিন্তু সে নয় যাকে আমি খাবার দিই। সুতরাং তোমরা আমার কাছে খাবার চাও, আমি তোমাদেরকে খাবার দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা সকলেই বস্ত্রহীন; কিন্তু সে নয় যাকে আমি বস্ত্র দান করেছি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্রদান করব। হে আমার বান্দারা! তোমরা দিন-রাত পাপ ক'রে থাক, আর আমি সমস্ত পাপ ক্ষমা ক'রে থাকি। সুতরাং তোমরা আমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা কখনো আমার অপকার করতে পারবে না এবং কখনো আমার উপকারও করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ ও জ্বিন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পরহেযগার ব্যক্তির হৃদয়ের মত হৃদয়বান হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার রাজত্বের কোন কিছু বৃদ্ধি করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ মানুষ ও জ্বিন সকলেই তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় একজন পাপীর হৃদয়ের মত হৃদয়ের অধিকারী হয়ে যায়, তাহলে এটা আমার রাজত্বের কোন কিছুই কমাতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের প্রথম ও শেষ তোমাদের মানুষ ও জ্বিন সকলেই একটি খোলা ময়দানে একত্রিত হয়ে আমার কাছে প্রার্থনা করে, আর আমি তাদের প্রত্যেককে তার প্রার্থিত জিনিস দান করি, তাহলে (এ দান) আমার কাছে যে ভাণ্ডার আছে, তা হতে ততটাই কম করতে পারবে, যতটা সুচ কোন সমুদ্রে ডুবালে তার পানি কমিয়ে থাকে। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের কর্মসমূহ তোমাদের জন্য গুনে রাখছি। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তার পূর্ণ বিনিময় দেব। সুতরাং যে কল্যাণ পাবে, সে আল্লাহর প্রশংসা করুক। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু (অর্থাৎ অকল্যাণ) পাবে, সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।" *(মুসলিম ৬৭৩৭নং)*

কিন্তু বহু অবুঝ মানুষ প্রশ্ন তোলে, তাহলে তিনি ইবাদতের জন্য মানব-দানব সৃষ্টি করলেন কেন?

প্রথমতঃ সুমহান স্রষ্টা ইচ্ছাময়। তাঁর কাজে তাঁকে প্রশ্ন করার অধিকার কোন সৃষ্টির নেই। তাঁর কর্মের হিকমত বুঝতে পারলে তো ভালো, না পারলে প্রশ্ন তুলে অভিযোগ করা মু'মিনের উচিত নয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} (٢٣) سورة الأنبياء

"তিনি যা করেন, সে বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হবে না; বরং ওদেরকেই প্রশ্ন করা হবে।" (আম্বিয়া ঃ ২৩)

{أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللّهُ يَحْكُمُ لاَ مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (٤١) سورة الرعد

"তারা কি দেখে না যে, আমি (তাদের দেশ) পৃথিবীকে চারদিক হতে সংকুচিত ক'রে আনছি? আল্লাহ আদেশ করেন। তাঁর আদেশের সমালোচনা (পুনর্বিবেচনা) করার কেউ নেই এবং তিনি হিসাব গ্রহণে তৎপর।" (রা'দ ঃ ৪১)

দ্বিতীয়তঃ তিনি মানব-দানবের ইবাদতের মুখাপেক্ষী নন। তবে তিনি চেয়েছেন যে, মানব-দানব একমাত্র তাঁরই ইবাদত করবে। আর তার উপর তিনি তাদেরকে পুরস্কৃত করবেন। তিনি তাঁর আবেদ বান্দাগণকে চির সুখময় স্থান জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (٢٧) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (٢٩) وَادْخُلِي جَنَّتِي} (٣٠)

"হে উদ্বেগশূন্য চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে। সুতরাং তুমি আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।" (ফাজ্‌র ঃ ২৭-৩০)

আর কারো কিছু প্রয়োজন হলেই কি মানুষ তাকে দিয়ে থাকে? বিনিময় বা উপহার হিসাবে দেওয়া কি মানুষের রীতি নয়?

যে সুমহান স্রষ্টা আমাকে সুন্দতরতম অবয়ব দিয়ে শ্রেষ্ঠ জীবরূপে সৃষ্টি করলেন, রুযী দিলেন, চির সুখময় জান্নাত দেবেন, সেই সুমহান স্রষ্টার কৃতজ্ঞতা স্বরূপ কিছু করা কি আমাদের কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় না?

অন্নদাতার দাসত্ব কি মানুষ করে না? কেউ উপকার করলে মানুষ কি উপকারীর দাস হয়ে যায় না? কারো নেমক খেলে কি নেমকহালালি করতে হয় না? তাহলে কেন সুমহান প্রতিপালকের প্রতি দাসত্বের শৃঙ্খল ছিঁড়ে এ অকৃতজ্ঞতা ও নেমকহারামি?

অসুস্থতার সময় অক্সিজেন ক্রয় করতে হয়, আলো ও পানির বিল মিটাতে হয়। ভেবে দেখুন, আপনি তাঁর কত অক্সিজেন, কত আলো ও কত পানি ব্যবহার করছেন এবং এইভাবে তাঁর কত শত নিয়ামত কাজে লাগাচ্ছেন। তাহলে সে সবের বিল কি মিটানো উচিত নয় ভাবছেন?

ইবাদত কাকে বলে?

ইবাদতের আভিধানিক অর্থ হল, বশ্যতা স্বীকার, বিনতি প্রকাশ, হীনতা প্রকাশ, দাসত্ব করা ইত্যাদি।

এর কর্তাকে বলে দাস। ফারসীতে এর অর্থ করা হয় বন্দেগী। এর কর্তাকে বলা হয় বান্দা।

পারিভাষিক অর্থে 'ইবাদত' প্রত্যেক সেই গুপ্ত ও প্রকাশ্য কথা ও কর্ম, যা মহান আল্লাহ পছন্দ করেন এবং যাতে সন্তুষ্ট হন।

অথবা প্রত্যেক সেই গুপ্ত ও প্রকাশ্য কথা ও কর্ম, যার মাধ্যমে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য কামনা করা যায়।

সুমহান স্রষ্টার কাছে মানুষ কত তুচ্ছ! পদে-পদে সে তাঁর মুখাপেক্ষী। তাঁর করুণার আশাধারী। আর তাই সে তাঁকে ভালোবাসে, তাঁর নিকট হীনতা ও মুখাপেক্ষিতা প্রকাশ করে, সদা-সর্বদা তাঁর দয়া ও ক্ষমার ভিখারী থাকে, তাই সকল কাজে সে তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্য করে এবং তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করা থেকে বিরত থাকে।

এইভাবে মানুষ তার জীবনের প্রত্যেক কর্মকে ইবাদতে পরিণত করতে পারে। যাঁর দয়ায় সে জীবন ধারণ করছে, তাঁর দাসত্বে সে কালাতিপাত করতে পারে। যাঁর হাতে তার প্রাণ আছে, তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ করতে পারে।

মহান প্রতিপালক বলেছেন,

{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِـذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (١٦٣) سورة الأنعام

"বল, 'নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার উপাসনা (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি। আর আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের মধ্যে আমিই প্রথম।" (আন্আম ঃ ১৬২- ১৬৩)

মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি, সে হবে আল্লাহরই জন্য। তার সব কিছু, তার জীবন-মরণ হবে তাঁরই জন্য। সে হবে তাঁর নিকট আত্মসমর্পণকারী দাস, নিবেদিত-প্রাণ ভক্ত।

উক্ত আয়াতে শেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ দ্বারা ঘোষণা করানো হচ্ছে যে, "আমাকে এরই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং আমি আত্মসমর্পণকারী মুসলিমদের প্রথম।"

নূহ عليه السلام ও একই ঘোষণা দিয়েছেন,

{وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ}

অর্থাৎ, আমাকে হুকুম করা হয়েছে যে, আমি যেন আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের অন্তর্ভুক্ত থাকি। (সূরা ইউনুস ৭২)

ইব্রাহীম ﷺ সম্পর্কে এসেছে যে, যখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে বললেন,

أَسْلِمْ (আত্মসমর্পণ কর।)

তখন তিনি বললেন, {أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ} বিশ্ব-জগতের প্রতিপালকের কাছে আমি আত্মসমর্পণ করলাম।" (সূরা বাক্বারাহ ১৩১)

ইব্রাহীম এবং ইয়াকূব عليهما السلام তাঁদের সন্তানদের অসিয়ত করেছিলেন,

{فَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ}

অর্থাৎ, আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) না হয়ে তোমরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করো না। (সূরা বাক্বারাহ ১৩২)

ইউসুফ ﷺ দুআ করেছিলেন, {تَوَفَّنِيْ مُسْلِماً} অর্থাৎ, তুমি আমাকে আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) হিসাবে মৃত্যু দান করো। *(সূরা ইউসুফ ১০১)*

মূসা ﷺ তাঁর জাতিকে বলেছিলেন,

{فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِنْ كُنْتُمْ مُّسْلِمِيْنَ}

অর্থাৎ, তাঁরই উপর ভরসা কর; যদি তোমরা মুসলিম হও। *(সূরা ইউনুস ৮৪)*

ঈসা ﷺ-এর সহচররা বলেছিলেন,

{وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُوْنَ}

অর্থাৎ, তুমি সাক্ষী থাক যে, আমরা আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)। *(মাইদাহঃ ১১১)*

এই 'ইসলাম' তথা আত্মসমর্পণই হল ইবাদত, দাসত্ব ও আনুগত্য। প্রভুর সকল আদেশ-নিষেধ পালন করা, তাঁর যাবতীয় নির্দেশ মেনে নেওয়া, তাঁর সকল কথা বিশ্বাস করা, তাঁর সকল বিধান বাস্তবায়ন করাই হল দাসের কর্তব্য। এই জন্য 'ইসলাম' শব্দের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,

هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله.

অর্থাৎ, (ইসলাম হল,) তাওহীদের সাথে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করা, আনুগত্যের সাথে তাঁর অনুবর্তী হওয়া এবং শির্ক ও মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

এই আত্মসমর্পণই হল সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম। প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ ছাড়া কেউ ধার্মিক হতে পারে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ للّه وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} (١٢٥) سورة النساء

"আর তার অপেক্ষা ধর্মে কে উত্তম, যে বিশুদ্ধ (তওহীদবাদী) হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? আর আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন।" (নিসা ঃ ১২৫)

{وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَـى اللَّـهِ عَاقِبَـةُ الْأُمُورِ} (٢٢) سورة لقمان

"যে কেউ সৎকর্মপরায়ণ হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে, সে আসলে এক মজবুত হাতল ধারণ করে। আর যাবতীয় কার্যের পরিণাম আল্লাহর অধীনে।" (লুক্বমান ঃ ২২)

{وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَـهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ} (٣٤) سورة الحـج

"আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম ক'রে দিয়েছি; যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সব চতুষ্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে। তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। সুতরাং তোমরা তাঁরই নিকট আত্মসমর্পণ কর। আর সুসংবাদ দাও বিনীতগণকে।" *(হাজ্জ ঃ ৩৪)*

জীবনের সকল ক্ষেত্রে সুমহান প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণ ক'রে চলার নামই ইবাদত। এই জন্য মুসলিমের সকল কর্ম হয় ইবাদত। ইবাদত কেবল আনুষ্ঠানিক কিছু আচরণ বা কর্মের নাম নয়। কেবল নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদির মধ্যেই ইবাদত সীমাবদ্ধ নয়। প্রতীকী বা আনুষ্ঠানিক ইবাদতই কেবল ইবাদত নয়। বরং মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু ও বিছানা থেকে রাজ-সিংহাসন পর্যন্ত সকল স্তরের সকল কর্মেই রয়েছে এই আত্মসমর্পণ ও ইবাদত।

ইবাদত ইসলাম ও ঈমানের সাথে জড়িত। আর ঈমান হল তিনটি কর্মের সমষ্টির নাম ঃ অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও কর্মে বাস্তবায়ন। সুতরাং ঈমানের সাথে প্রত্যেক সেই কর্ম হল ইবাদত, যাতে মহান প্রতিপালক সন্তুষ্ট হন।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ اللَّـهُ وَأَدْنَاهَـا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ ».

"ঈমান সত্তর বা ষাটের অধিক শাখাবিশিষ্ট; যার উত্তম (ও প্রধান) শাখা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই) বলা এবং সবচেয়ে ক্ষুদ্র

শাখা পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্যতম শাখা।" *(মুসলিম ১৬২নং)*

দান-খয়রাত বা সাদকা করা ইবাদত। আর অর্থ-সম্পদ দান না করলেও সাদকা করা হয়। সুতরাং সেটাও হয় ইবাদত।

সাহাবী আবূ যার ﷺ বলেন, কিছু সাহাবা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ধনীরাই তো বেশী নেকীর অধিকারী হয়ে গেল। তারা নামায পড়ছে যেমন আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে যেমন আমরা রাখছি এবং (আমাদের চেয়ে তারা অতিরিক্ত কাজ এই করছে যে,) নিজেদের প্রয়োজন-অতিরিক্ত মাল থেকে তারা সাদকাহ করছে।' তিনি বললেন,

((أَوَلَيسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ : إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكبِيرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحمِيدَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ)).

"আল্লাহ কি তোমাদের জন্য সাদকাহ করার মত জিনিস দান করেননি? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক তাসবীহ সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল সাদকাহ, ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া সাদকাহ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ এবং তোমাদের স্ত্রী-মিলন করাও সাদকাহ।"

সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ স্ত্রী-মিলন ক'রে নিজের যৌনক্ষুধা নিবারণ করে, তবে এতেও কি তার পুণ্য হবে?' তিনি বললেন,

((أَرَأَيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرامٍ أَكَانَ عَلَيهِ وِزرٌ ؟ فكذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ)).

"কী রায় তোমাদের, যদি কেউ অবৈধভাবে যৌন-মিলন করে, তাহলে কি তার পাপ হবে? (নিশ্চয় হবে।) অনুরূপ সে যদি বৈধভাবে (স্ত্রী-মিলন করে) নিজের কামক্ষুধা নিবারণ করে, তাহলে তাতে তার পুণ্য হবে।" *(মুসলিম ২৩৭৬নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ وَإِنَّ مِنْ الْمَعْرُوفِ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ وَأَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ فِي إِنَاءِ أَخِيكَ)).

"প্রত্যেক কল্যাণমূলক কর্মই হল সদকাহ (করার সমতুল্য)। আর তোমার ভাইয়ের সাথে তোমার হাসিমুখে সাক্ষাৎ করা এবং তোমার বালতির সাহায্যে (কুয়ো থেকে পানি তুলে) তোমার ভাইয়ের পাত্র (কলসী ইত্যাদি) ভরে দেওয়াও কল্যাণমূলক (সৎ)কর্মের পর্যায়ভুক্ত।" *(আহমাদ ১৪৮৭৭, তিরমিযী, হাকেম, সহীহুল*

জামে' ৪৫৫৭ নং)

((كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيهِ صَدَقَةٌ ، كُلَّ يَومٍ تَطلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ : تَعْدِلُ بَينَ الاثْنَينِ صَدَقةٌ ، وتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِـهِ ، فَتَحْمِلُـهُ عَلَيْهَـا أَوْ تَرفَـعُ لَـهُ عَلَيْهَـا مَتَاعَـهُ صَـدَقَةٌ ، وَالكَلِمَةُ الطَيِّبَةُ صَدَقَةٌ ، وبكلِّ خَطْـوَةٍ تَمـشيهَا إِلَـى الـصَّلاةِ صَـدَقَةٌ ، وتُمـيطُ الأذَى عَـنِ الطَّرِيقِ صَدَقَةٌ)).

"প্রতিদিন যাতে সূর্য উদয় হয় (অর্থাৎ প্রত্যেক দিন) মানুষের প্রত্যেক গ্রন্থির পক্ষ থেকে প্রদেয় একটি ক'রে সাদকাহ রয়েছে। (আর সাদকাহ শুধু মাল খরচ করাকেই বলে না; বরং) দু'জন মানুষের মধ্যে তোমার মীমাংসা ক'রে দেওয়াটাও সাদকাহ, কোন মানুষকে নিজ সওয়ারীর উপর বসানো অথবা তার উপর তার সামান উঠিয়ে নিয়ে সাহায্য করাও সাদকাহ, ভাল কথা বলা সাদকাহ, নামাযের জন্য কৃত প্রত্যেক পদক্ষেপ সাদকাহ এবং রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস দূরীভূত করাও সাদকাহ।" *(বুখারী ২৯৮৯, মুসলিম ২৩৭৭, ২৩৮২নং)*

বলাই বাহুল্য যে, ইবাদত কেবল অনুষ্ঠান, বাড়ি ও মসজিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং তা হয় জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে।

ইবাদত হল সুমহান প্রতিপালকের আনুগত্য। তাঁর আদেশ ও নিষেধের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ পালন। কুরআন ও সুন্নাহ যা করতে আদেশ করে, তা পালন করা এবং যা করতে নিষেধ করে, তা হতে বিরত থাকার নাম ইবাদত।

রাষ্ট্রনেতা শরয়ী বিধান অনুযায়ী দেশ চালিয়ে আল্লাহর ইবাদত করেন।

বিচারক শরয়ী আইন অনুযায়ী বিচার ক'রে আল্লাহর ইবাদত করেন।

পিতা-মাতা ইসলামী নির্দেশ অনুসারে সংসার চালিয়ে আল্লাহর ইবাদত করেন।

সন্তান পিতা-মাতার বাধ্য থেকে আল্লাহর ইবাদত করে।

স্বামী স্ত্রীর প্রতি শরয়ী কর্তব্য পালন ক'রে আল্লাহর ইবাদত করে।

স্ত্রী স্বামীর আনুগত্য ক'রে আল্লাহর ইবাদত করে।

মহিলা পর্দা মেনে আল্লাহর ইবাদত করে।

ব্যবসায়ী সৎ ও হালাল উপায়ে ব্যবসা ক'রে আল্লাহর ইবাদত করে।

কর্মচারী শরীয়তের নির্দেশ অনুযায়ী কর্ম ক'রে আল্লাহর ইবাদত করে।

সৈনিক শরয়ী নির্দেশ অনুসরণ ক'রে যুদ্ধ ক'রে আল্লাহর ইবাদত করে।

ইবাদতের সহায়ক কাজ ক'রেও ইবাদত হয়। ইবাদতের জন্য বিশ্রাম নেওয়া ও ঘুমানোও ইবাদত হয়।

এইভাবে প্রত্যেক মুসলিম যে কাজ মহান আল্লাহকে রাযি-খুশি করার জন্য করে, তার মাধ্যমে সে আল্লাহর ইবাদত করে। তার ধ্যানে থাকে, সে যেন মহান আল্লাহকে দেখছে। তার মনে থাকে, তাকে মহান আল্লাহ দেখছেন।

ইবাদতের প্রকারভেদ

জীবনের সকল ক্ষেত্রে রয়েছে ইবাদত। আর সেই দিক দিয়ে ইবাদতকে নানাভাবে ভাগ করেছেন উলামাগণ। যেমন ঃ-

এক ঃ ইবাদত দুই প্রকার

(ক) আচরণ ও ব্যবহারগত ইবাদত। আর তা হল মানুষের সাথে সচ্চরিত্রতা, সত্যবাদিতা ও সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে যা করা হয়।

(খ) প্রতীকী ইবাদত। আর তা হল নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে যে সকল ফরয ও নফল নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ ইত্যাদি পালনের মাধ্যমে যা করা হয়।

দুই ঃ ইবাদতের উপকারিতার দিক থেকে ইবাদত দুই প্রকার ঃ

(ক) আত্মকেন্দ্রিক উপকারী ইবাদত। যেমন নামায, কুরআন পাঠ, যিক্‌র ইত্যাদি।

(খ) পরকেন্দ্রিক উপকারী ইবাদত। যেমন যাকাত, দান-খয়রাত, পরোপকার ইত্যাদি।

তিন ঃ ইবাদতের উপকরণের দিক দিয়ে তা ৪ প্রকার ঃ

(ক) আন্তরিক ইবাদত। যেমন তওহীদ, ইখলাস, ইহসান ইত্যাদি।

(খ) শারীরিক ইবাদত। যেমন নামায, রোযা ইত্যাদি।

(গ) আর্থিক ইবাদত। যেমন যাকাত, দান-খয়রাত ইত্যাদি।

(ঘ) শারীরিক-আর্থিক ইবাদত। যেমন হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি।

চার ঃ করা না করার ইচ্ছা-অনিচ্ছার ক্ষেত্রে ইবাদত ২ প্রকার ঃ

(ক) সৃষ্টিগত ইবাদত। অর্থাৎ অনিচ্ছা সত্ত্বেও যে ইবাদত করতে মানুষ বাধ্য। স্রষ্টার যে দাসত্ব না ক'রে মানুষের কোন উপায় থাকে না। আর এমন ইবাদত আস্তিক-নাস্তিক এবং মু'মিন-কাফের সকলেই করে, করতে বাধ্য। সুমহান স্রষ্টার প্রকৃতি ও তকদীরের বাইরে কারো যাবার ক্ষমতা নেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} (٩٣) سورة مريم

"আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই, যে পরম দয়াময়ের নিকট দাসরূপে উপস্থিত হবে না।" (মারয়্যাম ঃ৯৩)

(খ) শরীয়তগত ইবাদত। এ ইবাদতে মানুষের এখতিয়ার আছে। তা না ক'রে তাঁর অবাধ্য হতে পারে। আবার ইচ্ছা করলে মহান স্রষ্টার প্রতি ঈমান এনে তাঁর শরীয়তের প্রতি বিশ্বাস রেখে তাঁর যথা নিয়মে ইবাদত ও দাসত্ব করার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে সে মহান প্রতিপালকের শরীয়তের বিধান পালন ক'রে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ সূরা ফুরক্বানের শেষের দিকে তাঁর দাসদের গুণ-বর্ণনায় বলেছেন,

{وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا} (٦٣)

"তারাই পরম দয়াময়ের দাস, যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ ব্যক্তিরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে, 'সালাম'।" *(ফুরক্বান ঃ ৬৩)*

রহমানের বান্দাগণের আরো গুণের কথা রয়েছে সূরাটির ৭৪নং আয়াত পর্যন্ত।

ইসলামে ইবাদতের বৈশিষ্ট্যাবলী

ইসলামী শরীয়তে ইবাদতের নানা বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্য আছে। তার কতিপয় এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে।

১। ইসলামের ইবাদত মুসলিমের সারা জীবনে পরিব্যপ্ত।

ইসলামের ইবাদত যেমন তার পরকালের জীবন সুখী করে, তেমনই তার ইহকালের জীবনও সুন্দর ক'রে তোলে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (٩٧) سورة النحل

"পুরুষ ও নারী যে কেউই বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্ম করবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই সুখী জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।" *(নাহল ঃ ৯৭)*

ইসলামের ইবাদত কিছু আছে যা সুমহান মা'বূদের সাথে সম্পৃক্ত। আর কিছু আছে সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত।

ইসলামের ইবাদত আবেদের হৃদয়ে হয়, জিহ্বায় হয়, অঙ্গে-প্রত্যঙ্গে হয়, উপার্জিত অর্থে হয়। তা কেবল বাহ্যিক প্রতীকে বা আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়।

ইসলামের ইবাদত সমাজের সকল শ্রেণী ও সকল স্তরের মানুষের মাঝে পরিব্যপ্ত। এমন নয় যে, কোন এক প্রকার ইবাদত বিশেষ কোন সম্প্রদায় করতে পারবে না।

লক্ষণীয় যে, ইসলামের ইবাদতে রয়েছে মা'বূদের সাথে খাস সম্পর্ক, রয়েছে মানুষের নিজের সাথে সম্পর্ক; যেমন ব্যক্তিগত পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা, জীবন-যাপনের নানা পদ্ধতি, ক্ষুৎপিপাসা নিবারণ, যৌনক্ষুধা নিবারণ, প্রস্রাব-পায়খানা করা ও লেবাস-পোশাক ব্যবহার ও সাজসজ্জা গ্রহণ করার নানা পদ্ধতি। ইবাদতে রয়েছে ঘর-সংসার ও সমাজের সাথে সম্পৃক্ত নানা বিধি-বিধান। রয়েছে অর্থনীতি ও রাজনীতির নানা রীতি-নীতি। রয়েছে অবিশ্বাসীদের সাথে ব্যবহারের নানা পদ্ধতি এবং জীবজগতের অন্যান্য প্রাণী ইত্যাদির সাথে ব্যবহারের নানা আচার-আচরণ।

ইসলামের ইবাদত মূল থেকে শাখা-প্রশাখায় বিস্তৃত। যেমন মহানবী ﷺ বলেছেন,

« الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بِضْعٌ وَسِتُّونَ شُعْبَةً فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَدْنَاهَا

إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ ».

"ঈমান সত্তর বা ষাটের অধিক শাখাবিশিষ্ট; যার উত্তম (ও প্রধান) শাখা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই) বলা এবং সবচেয়ে ক্ষুদ্র শাখা পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্যতম শাখা।" *(মুসলিম ১৬২নং)*

ইসলামের ইবাদত জীবনের একাংশকে অন্য অংশের সাথে জুড়ে রাখে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইবাদত জুড়ে আছে, তখন কোন ক্ষেত্রে কোন অংশকে বাদ দেওয়ার উপায় নেই কারো। কিছু পালন করব, আর কিছু করব না---এমন স্বেচ্ছাচারিতা ও এখতিয়ার কারো নেই।

মহান আল্লাহ পূর্ববর্তী জাতি সম্বন্ধে বলেছেন,

{أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (٨٥) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ فَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ} (٨٦) البقرة

"তবে কি তোমরা ধর্মগ্রন্থের কিছু অংশে বিশ্বাস আর কিছু অংশকে অবিশ্বাস কর? অতএব তোমাদের যেসব লোক এমন কাজ করে, তাদের প্রতিফল পার্থিক জীবনে লাঞ্ছনাভোগ ছাড়া আর কি হতে পারে? আর কিয়ামতের (শেষ বিচারের) দিন কঠিনতম শাস্তির দিকে নিক্ষিপ্ত হবে। তারা যা করে, সে সম্বন্ধে আল্লাহ অনবহিত নন। তারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে, সুতরাং তাদের শাস্তি লাঘব করা হবে না এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না।" (বাক্বারাহ ঃ ৮৫-৮৬)

পক্ষান্তরে মুসলিমদেরকে উক্ত বিষয়ে সতর্ক করেছেন এবং দ্বীনের মূল ও শাখাবিশিষ্ট সকল বিষয়কে মেনে নিয়ে তাঁর আনুগত্য ও দাসত্ব করতে আদেশ দিয়েছেন। পরন্তু কোন বিষয়ে তাঁর দাসত্ব করা এবং কোন বিষয়ে না করা তথা দ্বীনকে পুরোপুরিরূপে গ্রহণ না করাকে চির শত্রু শয়তানের অনুসরণ করা বলে আখ্যায়ন করেছেন। সুতরাং তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ ادْخُلُواْ فِي السِّلْمِ كَآفَّةً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ} (٢٠٨) سورة البقرة

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা পরিপূর্ণরূপে ইসলামে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (বাক্বারাহ ঃ ২০৮)

ইসলামের ইবাদত রয়েছে দ্বীন ও দুনিয়ার সকল বিষয়ে পরিব্যপ্ত। ইসলামের ইবাদত দেহ ও আত্মা, দুনিয়া ও আখেরাত, ব্যক্তি ও সমাজ, সংসার ও পরিবেশ, জাতি ও দেশ ইত্যাদি সকল বিষয়ে জড়িত রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} (١٧٧) سورة البقرة

"পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশ্তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণকে বিশ্বাস করলে এবং অর্থের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, (এতীম-মিসকীন) মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী (ভিক্ষুক)গণকে এবং দাস মুক্তির জন্য দান করলে, নামায যথাযথভাবে পড়লে ও যাকাত প্রদান করলে, প্রতিশ্রুতি পালন করলে এবং দুঃখ-দৈন্য, রোগ-বালা ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং ধর্মভীরু।" (বাক্বারাহ ঃ ১৭৭)

{وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا} (٣٦) سورة النساء

"তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর ও কোন কিছুকে তাঁর অংশী করো না এবং পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, আত্মীয় ও অনাত্মীয় প্রতিবেশী, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকারভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয় আল্লাহ আত্মম্ভরী দাম্ভিককে ভালবাসেন না।" (নিসা ঃ ৩৬)

ইবাদতের সুফল কেবল আবেদের মাঝে সীমাবদ্ধ নয়। বরং পরার্থপরতা, পরহিতৈষণা, পরোপকারিতা ইত্যাদি সৃষ্টির সেবাও ইসলামে ইবাদতরূপে গণ্য হয়। ঘর-পর সকল অধিকারীর অধিকার আদায় করলে মহান স্রষ্টার দাসত্ব হয়। যেমন মহানবী ﷺ বলেছেন,

((تَبَسُّمُكَ فِي وَجْهِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنْ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِمَاطَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةَ وَالْعَظْمَ عَنْ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ)).

"তোমার ভাইয়ের সামনে তোমার মুচকি হাসি তোমার জন্য সাদকা স্বরূপ। তোমার সৎকাজে আদেশ ও মন্দকাজে বাধা দেওয়া তোমার জন্য সাদকা স্বরূপ। তোমার লোককে হারিয়ে যাওয়ার জায়গাতে পথ বাতলে দেওয়া তোমার জন্য

সাদকা স্বরূপ। তোমার ভালো দেখতে পায় না এমন ব্যক্তির (পথ ইত্যাদি) দেখে দেওয়া তোমার জন্য সাদকা স্বরূপ। তোমার পথ থেকে পাথর, কাঁটা ও হাড্ডি সরিয়ে ফেলা তোমার জন্য সাদকা স্বরূপ। তোমার বালতি দিয়ে তোমার ভাইয়ের বালতি ভরে দেওয়া তোমার জন্য সাদকা স্বরূপ।" *(তিরমিযী ১৯৫৬, সিঃ সহীহাহ ৫৭২নং)*

বরং পরোপকার হল মহান প্রতিপালকের সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় কর্ম। আর যা তিনি পছন্দ করেন, তা হল ইবাদত। মহানবী ﷺ বলেছেন,

«أَحَبُّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ ، وَأَحَبُّ الأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى سُرُورٌ تُدْخِلُهُ عَلَى مُسْلِمٍ ، أَوْ تَكْشِفُ عَنْهُ كُرْبَةً ، أَوْ تَقْضِي عَنْهُ دَيْنًا ، أَوْ تَطْرُدُ عَنْهُ جُوعًا، وَلأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ – يَعْنِي مَسْجِدَ الْمَدِينَةِ – شَهْرًا ، وَمَنَ كَفَّ غَضَبَهُ سَتَرَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ ، وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يُمْضِيَهُ أَمْضَاهُ مَلأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يُثْبِتَهَا لَهُ أَثْبَتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الأَقْدَامِ [وَإِنَّ سُوَّءَ الْخُلُقِ لَيُفْسِدُ الْعَمَلَ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلّ الْعَسَل].

"আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম লোক হল সেই ব্যক্তি যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশী উপকারী। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়তম আমল হল, একজন মুসলিমের হৃদয়কে খুশীতে পরিপূর্ণ করা অথবা তার কোন কষ্ট দূর করে দেওয়া অথবা তার তরফ থেকে তার ঋণ আদায় করে দেওয়া অথবা (কাপড় দান করে তার ইজ্জত ঢেকে দেওয়া অথবা) তার নিকট থেকে তার ক্ষুধা দূর করে দেওয়া। মসজিদে একমাস ধরে ই'তিকাফ করার চাইতে আমার মুসলিম ভাইয়ের কোন প্রয়োজন মিটাতে যাওয়া আমার নিকট অধিক পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি নিজ ক্রোধ সংবরণ করে নেবে, আল্লাহ তার দোষ গোপন করে নেবেন। যে ব্যক্তি নিজ রাগ সামলে নেবে; অথচ সে ইচ্ছা করলে তা প্রয়োগ করতে পারত, সে ব্যক্তির হৃদয়কে আল্লাহ কিয়ামতের দিন সন্তুষ্ট করবেন। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য যাবে এবং তা পূরণ করে দেবে, আল্লাহ সেদিন তার পদযুগলকে সুদৃঢ় রাখবেন, যেদিন পদযুগল পিছল কাটবে। আর মন্দ চরিত্র আমলকে নষ্ট করে, যেমন সির্কা মধুকে নষ্ট ক'রে ফেলে।" *(ত্বাবারানী ১৩৪৬৮, ইবনে আবিদ দুন্‌য়া, সহীহ তারগীব ২০৯০, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯০৬নং, সহীহুল জামে' ১৭৬নং)*

তামীম বিন আওস দারী ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ বললেন, "দ্বীন হল কল্যাণ কামনা করার নাম।" আমরা বললাম, 'কার জন্য?' তিনি বললেন,

((لِلهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ)).

"আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রসূলের জন্য, মুসলিমদের

শাসকদের জন্য এবং মুসলিম জনসাধারণের জন্য। *(মুসলিম ২০৫নং)*

আবেদের ইবাদতের সুফল পশু-পক্ষীও ভোগ করতে পারে। পশু-পক্ষীর প্রতি দায় প্রদর্শন করলেও ইবাদত হয়, তাতে সওয়াব হয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لاَ يَغرِسُ مُسْلِمٌ غرساً ، وَلاَ يَزرَعُ زَرعاً ، فَيَأكُلَ مِنهُ إنْسَانٌ وَلاَ دَابَةٌ وَلاَ شَيءٌ ، إلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً)).

"মুসলিম যে গাছ লাগায় এবং ফসল বোনে অতঃপর তা থেকে কোন মানুষ, কোন জন্তু অথবা অন্য কিছু খায়, তবে তা তার জন্য সাদকাহ হয়ে যায়।" *(মুসলিম ৪০৫০-৪০৫৩নং)*

আবু হুরাইরা ﷺ হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন,

« بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِى بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِى كَانَ بَلَغَ مِنِّى. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِىَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ».

"এক ব্যক্তি এক কুয়ার নিকটবর্তী হয়ে তাতে অবতরণ করে পানি পান করল। অতঃপর উঠে দেখল, কুয়ার পাশে একটি কুকুর (পিপাসায়) জিহ্বা বের করে হাঁপাচ্ছে। তার প্রতি লোকটির দয়া হল। সে তার পায়ের একটি (চর্মনির্মিত) মোজা খুলে (কুয়াতে নেমে তাতে পানি ভরে এনে) কুকুরটিকে পান করাল। ফলে আল্লাহ তার এই কাজের প্রতিদান স্বরূপ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করালেন।"

তখন লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! জীব-জন্তুর প্রতি দয়াপ্রদর্শনেও কি আমাদের সওয়াব আছে? তিনি বললেন,

« فِى كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ ».

"প্রত্যেক সজীব প্রাণবিশিষ্ট জীবের (প্রতি দয়াপ্রদর্শনে) সওয়াব বিদ্যমান।" *(বুখারী ২৩৬৩, ২৪৬৬, মুসলিম ৫৯৯৬নং)*

২। ইসলামের ইবাদতের অন্য এক বৈশিষ্ট্য হল ইখলাস। অর্থাৎ, এই ইবাদত হতে হবে খাঁটি ও বিশুদ্ধভাবে সুমহান প্রতিপালকের জন্য। কেবল তাঁরই সন্তুষ্টি কামনা ক'রে ইবাদত করতে হবে।

তাতে অন্য কোন সৃষ্টির তুষ্টিবিধান উদ্দেশ্য হলে হবে না।

কাউকে দেখাবার উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে তা শুদ্ধ হবে না।

কাউকে শোনাবার উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে তা শুদ্ধ হবে না।

সুনাম বা প্রশংসা নেওয়ার উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।

অর্থ, পদ ইত্যাদি পার্থিব কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ইবাদত করলে তা কবুল হবে না।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} (٥) سورة البينة

"তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামায কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে। আর এটাই সঠিক ধর্ম।" (বাইয়িনাহ ঃ ৫)

৩। ইসলামে ইবাদতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল, তার প্রত্যেকটি প্রমাণসাপেক্ষ্য। অর্থাৎ, মানুষ মনগড়াভাবে কোন ইবাদত করতে পারে না। বরং ইসলামী শরীয়াতে (কুরআন ও সহীহ সুন্নাহতে) যা প্রমাণিত, তাই করতে হবে। যে স্থান, কাল, পদ্ধতি ও সংখ্যা নির্ধারিত আছে, কেবল সেই অনুযায়ী তা করতে হবে। নচেৎ ইবাদত বিদআতে পরিগণিত হবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)).

"যে ব্যক্তি আমার এই দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন কথা উদ্ভাবন করল---যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" *(বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ৪৫৮৯নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيهِ أمرُنا فَهُوَ رَدٌّ)).

"যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই তা বর্জনীয়।" *(মুসলিম ৪৫৯০নং)*

৪। ইসলামের ইবাদতে কোন অসীলা বা মাধ্যম লাগে না। বরং প্রত্যেক স্তরের মানুষ সরাসরি সুমহান স্রষ্টার ইবাদত করতে পারে। তিনি সরাসরি সকলের ইবাদত কবুল করেন, সকলের প্রার্থনা শ্রবণ করেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (١٨٦) سورة البقرة

"আর আমার দাসগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৮৬)*

যারা আল্লাহ ও নিজেদের মাঝে মাধ্যম বা সুপারিশকারী আছে ধারণা ক'রে তার

পূজা করে, তাদের ধারণা কুরআন খন্ডন করেছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللّهَ بِمَا لاَ يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}

"আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করে, যা তাদের কোন অপকারও করতে পারে না এবং কোন উপকারও করতে পারে না। অথচ তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও, 'তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ, যা তিনি অবগত নন, না আকাশসমূহে, আর না পৃথিবীতে? তিনি পবিত্র এবং তারা যে অংশী করে, তা হতে তিনি উর্ধ্বে।" *(ইউনুস ঃ ১৮)*

{أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ}

"জেনে রাখ, খাঁটি আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা বলে, 'আমরা এদের পূজা এ জন্যই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দেবে।' ওরা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে, আল্লাহ তার ফায়সালা ক'রে দেবেন। নিশ্চয় আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না, যে মিথ্যাবাদী অবিশ্বাসী।" (যুমার ঃ ৩)

৫। ইসলামের ইবাদতে মানুষের প্রকৃতি, সামর্থ্য ও অপারগতার কথা খেয়াল করা হয়েছে। সাধ্যের অতীত কোন ভারার্পণ তার উপর করা হয়নি।

{وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٤٢) سورة الأعراف

"আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত ভার অর্পণ করি না। যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তারাই হবে জান্নাতবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।" (আ'রাফ ঃ ৪২)

{وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ} (٦٢) المؤمنون

"আমি কাউকেও তার সাধ্যাতীত দায়িত্ব অর্পণ করি না এবং আমার নিকট আছে এক গ্রন্থ; যা সত্য ব্যক্ত করে এবং তাদের প্রতি যুলুম করা হবে না।" *(মু'মিনূন ঃ ৬২)*

বলা বাহুল্য, ইবাদত কখনো আবশ্যিক কিছু করার মাধ্যমে হয়, কখনো উত্তম কিছু করার মাধ্যমে। আবার কখনো অবৈধ কিছু ত্যাগ করার মাধ্যমে, কখনো অনুত্তম কিছু বর্জন করার মাধ্যমে।

আর উক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণেই আবেদের জন্য ইবাদত পালন করা অতি সহজ হয়ে যায়।

যেমন পবিত্রতার বিধানে পানি ব্যবহার করতে সক্ষম না হলে মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা যায়।

নামায দাঁড়িয়ে পড়তে না পারলে বসে, বসে না পারলে শুয়ে পড়া যায়।

অসুস্থ বা সফর অবস্থায় রোযা কাযা করা যায়। ইত্যাদি।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنُ إلاَّ غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بالغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ)).

((سَدِّدُوا وَقَارِبُوا ، وَاغْدُوا وَرُوحُوا ، وَشَيءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ ، القَصْدَ القَصْدَ تَبْلُغُوا)).

"নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দিবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য নাও।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা সরল পথে থাকো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, সকাল-সন্ধ্যায় চল (ইবাদত কর) এবং রাতের কিছু অংশে। আর তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, তাহলেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে।" (বুখারী ৩৯, ৬৩৬৩নং)

৬। ইসলামের ইবাদত মানব-জীবনে নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যেতে হয়। নাবালক থাকতে তার অনুশীলন শুরু হয় এবং সাবালক হওয়ার সাথে সাথে তা অনিবার্য হয়ে যায়। অতঃপর মরণের আগে (জ্ঞান বর্তমান থাকা) পর্যন্ত তা পালন করতে হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} (৯৯) سورة الحجر

"আর তোমার মৃত্যু উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত তুমি তোমার প্রতিপালকের ইবাদত কর।" (হিজ্‌রঃ ৯৯)

ইবাদতের উপকারিতা

ইবাদতের ফলে মানুষ পাপ-পঙ্কিলতা থেকে বিরত থাকতে পারে এবং যাবতীয় সুন্দর কর্ম করতে পারে।

ইবাদতের ফলে মানুষ প্রকৃত 'মানুষ' রূপে গড়ে ওঠে।

ইবাদতের ফলে মানুষের আত্মা ও চরিত্র সুন্দর হয়।

ইবাদতের ফলে মানুষের পার্থিব জীবন সুখের হয়।

মহান স্রষ্টা বলেছেন,

{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (٩٧) سورة النحل

"পুরুষ ও নারী যে কেউই বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্ম করবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই সুখী জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।" *(নাহলঃ ৯৭)*

ইবাদতের ফলে সুমহান স্রষ্টা সন্তুষ্ট হন।

ইবাদতের ফলে মানুষের পরকালের জীবন চির সুখের হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ} (٤٠) سورة غافر

"কেউ মন্দ কাজ করলে সে কেবল তার কর্মের অনুরূপ শাস্তি পাবে এবং স্ত্রী কিংবা পুরুষের মধ্যে যারা বিশ্বাসী হয়ে সৎকাজ করে, তারা প্রবেশ করবে জান্নাতে, সেখানে তাদেরকে অপরিমিত রুযী দান করা হবে।" (মু'মিনঃ ৪০)

পক্ষান্তরে ইবাদত না করার ফলে এর বিপরীত ফল দেখা যায়। মানব-জীবন বিষময় হয়ে ওঠে। সমাজে পাপ ও অপরাধ সমানে বেড়ে চলে। নিরাপত্তার অভাবে মানুষ সুখের স্বাদ গ্রহণ করার সুযোগ পায় না। কোন কোন মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলে আত্মহত্যার পথই সহজ পথ হয়।

মহান প্রতিপালক বলেছেন,

{فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى} (١٢٤) سورة طه

"যে আমার পথনির্দেশ অনুসরণ করবে, সে বিপথগামী হবে না এবং দুঃখ-কষ্টও পাবে না। যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হবে, অবশ্যই তার হবে সংকীর্ণতাময়

জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব।" *(ত্বা-হা ঃ ১২৩-১২৪)*

বলা বাহুল্য, ইবাদত ও দাসত্বের জীবনই হল ইহ-পরকালে সাফল্য লাভের জীবন। যে আল্লাহর দাস হবে, যে 'প্রাক্টিসিং মুসলিম' হবে, সে ইহ-পরকালে সফল হবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা রুকূ কর, সিজদা কর এবং তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত কর ও সৎকর্ম কর; যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।" *(হাজ্জ ঃ ৭৭)*

ইবাদতের রুক্ন (স্তম্ভ)

ইবাদত ৩টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনটির একটি স্তম্ভ বাদ পড়লে ইবাদতের ইমারত ভেঙ্গে পড়ে তথা ইবাদত শুদ্ধ হয় না। আর তা হল ভালোবাসা, ভয় ও আশা।

এক ঃ ভালোবাসা

সুতরাং আল্লাহকে কেবল ভয় ক'রে বা তাঁর শাস্তি ও জাহান্নামের ভয় ক'রে ইবাদত করলে এবং তাঁর কাছে সওয়াবের আশা ও জান্নাতের লোভ ক'রে ইবাদত করলে ইবাদত শুদ্ধ হবে না। অবশ্যই সেই সাথে ভালোবাসা থাকতে হবে। সুমহান মা'বূদকে ভালোবেসে ইবাদত করতে হবে।

মহান আল্লাহর ভালোবাসা একটি বড় নিয়ামত। মহান প্রতিপালক বান্দাকে ভালোবাসবেন এবং বান্দা আল্লাহকে ভালোবাসবে, এই ভালোবাসার কোন বিকল্প নেই, কোন তুলনা নেই। পৃথিবীর বুকে যত রকমের ভালোবাসা আছে, সকল ভালোবাসার ঊর্ধ্বে হল এই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সমীহ সম্বলিত ভালোবাসা।

এই ভালোবাসার অধিকারী হয় আল্লাহর মু'মিন বান্দা। মু'মিন বান্দা তার নিজ বন্দেগীতে অনুভব ক'রে থাকে এই ভালোবাসার মধুরতা। প্রত্যেক দাসই তার নিজ দাসত্বে আস্বাদন ক'রে থাকে এই ভালোবাসার মিষ্টতা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا} (٩٦) سورة مريم

"যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকর্ম করেছে, পরম দয়াময় তাদের জন্য (পারস্পরিক) সম্প্রীতি সৃষ্টি করবেন।" (মারয়্যাম ঃ ৯৬)

দাসের দাসত্বে যে ভালোবাসা থাকে, সেই অতুলনীয় ভালোবাসা সকল ভালোবাসার উপর প্রাধান্য পায়। এ হল শরয়ী ভালোবাসা, যা প্রকৃতিগত ভালোবাসার অনেক ঊর্ধ্বে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (٢٤) سورة التوبة

"বল, তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়গণ, অর্জিত ধনরাশি এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না।" (তাওবাহ ঃ ২৪)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَأَنْ يَكْرَهَ أَنْ يَعُودَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ ».

"যার মধ্যে তিনটি বস্তু পাওয়া যাবে, সে ঐ তিন বস্তুর মাধ্যমে ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করবে। (১) আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ﷺ তার নিকট সর্বাধিক প্রিয়তম হবে, (২) কোন ব্যক্তিকে সে একমাত্র আল্লাহর জন্য ভাল বাসবে এবং (৩) সে (মুসলমান হওয়ার পর) পুনরায় কুফ্‌রীতে ফিরে যেতে এমন অপছন্দ করবে, যেমন সে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে অপছন্দ করে।" *(বুখারী ১৬, মুসলিম ১৭৪নং)*

আর ভালোবাসা হল অন্তরের কাজ। যা মুখেও স্বীকার ও প্রকাশ করতে হয়। তবে কাজে প্রকাশ না হলে সে ভালোবাসার কোন মূল্য থাকে না। ভালোবাসার বিশুদ্ধতা ও আন্তরিকতার পরীক্ষা হয় কার্যক্ষেত্রে ও আমলের ময়দানে।

সুমহান প্রতিপালক বলেছেন,

{قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ}

"বল, 'তোমরা যদি আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর। ফলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" (আলে ইমরান ঃ ৩১)

উক্ত ভালোবাসা, যে বিশেষ ভালোবাসা ও ভক্তি বান্দা তার সুমহান প্রতিপালকের জন্য নিজ অন্তরে স্থান দিয়ে থাকে, তা কোন সৃষ্টির জন্য দেওয়া যাবে না। কোন জ্বিন-ইনসান বা অন্য সৃষ্টি সে ভালোবাসা পাওয়ার যোগ্যই নয়। আর যদি কোন বান্দা অনুরূপ ভালোবাসা কোন সৃষ্টিকে নিবেদন ক'রে থাকে, সে

মুশরিক হয়ে যায়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلَّهِ} (١٦٥) سورة البقرة

"আর কোন কোন লোক আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে (আল্লাহর) সমকক্ষ বলে মনে করে এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মত ভালবাসে, কিন্তু যারা বিশ্বাস করেছে, তারা আল্লাহর ভালবাসায় দৃঢ়তর।" *(বাক্বারাহ ঃ ১৬৫)*

দুই ঃ ভয়

মহান আল্লাহর ইবাদতে ভয়ও থাকতে হবে। কেবল ভালোবাসা ও আশা থাকলে দাসের দাসত্ব পরিপূর্ণ হবে না। বরং সেই সাথে তাঁর ভীতি অন্তরে থাকতে হবে। তাঁর আযাব ও জাহান্নামের ভয় থাকতে হবে। ইবাদত কবুল হচ্ছে কি না, তার ভয় থাকতে হবে।

মহান আল্লাহ তাঁর বান্দাগণের গুণ বর্ণনায় বলেছেন,

{تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ}

"তারা শয্যা ত্যাগ করে আকাঙ্ক্ষা ও আশংকার সাথে তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী প্রদান করেছি, তা হতে তারা দান করে।" *(সাজদাহ ঃ ১৬)*

{وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ} (٦٠) سورة المؤمنون

"যারা তাদের প্রতিপালকের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, এই বিশ্বাসে তাদের যা দান করবার তা দান করে ভীত-কম্পিত হৃদয়ে।" *(মু'মিনূন ঃ ৬০)*

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ (ভীত-কম্পিত) কি সেই ব্যক্তি, যে ব্যভিচার করে, চুরি করে ও মদ পান করে?' উত্তরে তিনি বললেন,

((لَا يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ يَا بِنْتَ الصِّدِّيقِ، وَلَكِنَّهُ الَّذِي يُصَلِّي وَيَصُومُ وَيَتَصَدَّقُ وَهُوَ يَخَافُ أَنْ لَا يُقْبَلَ مِنْهُ)).

"না, হে আবূ বাকরের বেটি, হে সিদ্দীকের বেটি! সে হল সেই ব্যক্তি, যে রোযা রাখে, দান করে ও নামায পড়ে, কিন্তু ভয় করে যে, তা হয়তো কবুল হবে না।" *(আহমাদ ২৫৭০৫, তিরমিযী ৩১৭৫, ইবনে মাজাহ ৪১৯৮, হাকেম ৩৪৮৬নং)*

মহান আল্লাহর নির্দেশ হল,

{وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ} (٥٦) سورة الأعراف

"পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর ওতে বিপর্যয় ঘটায়ো না এবং তাঁকে ভয় ও আশার সঙ্গে আহবান কর। নিশ্চয় আল্লাহর করুণা সৎকর্মপরায়ণদের নিকটবর্তী।" (আ'রাফ ঃ ৫৬)

বলাই বাহুল্য যে, এ ভয় কোন প্রকৃতিগত ভয় নয়। এ ভয় কোন শত্রু, বাঘ বা বিপদকে ভয় করার মতো নয়। এ এক বিশেষ ভয় ও সমীহ, শ্রদ্ধামিশ্রিত ভীতি, শরয়ী ভয়। যে ভয় আল্লাহকে করা হয়, সে ভয় অন্য কাউকে করা যাবে না। নচেৎ তা শির্কে পরিণত হয়ে যাবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (١٧٥)

"ঐ (বক্তা) তো শয়তান; যে (তোমাদেরকে) তার (কাফের) বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় কর।" (আলে ইমরান ঃ ১৭৫)

{وَحَآجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَن يَشَاء رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلاَ تَتَذَكَّرُونَ (٨٠) وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} (٨١) سورة الأنعام

"ইব্রাহীমের সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্কে লিপ্ত হল। সে বলল, 'তোমরা কি আল্লাহ সম্বন্ধে আমার সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হবে? তিনি তো আমাকে সৎপথে পরিচালিত করেছেন। আমার প্রতিপালক অন্যবিধ ইচ্ছা না করলে তোমরা যাকে তাঁর অংশী কর, তাকে আমি ভয় করি না। সবকিছুই আমার প্রতিপালকের জ্ঞানায়ত্ত। তবে কি তোমরা অনুধাবন কর না? তোমরা যাকে আল্লাহর অংশী কর, আমি তাকে কিরূপে ভয় করব? অথচ তোমরা ভয় কর না যে, তোমরা আল্লাহর সাথে এমন কিছুকে শরীক ক'রে চলছ, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদের নিকট কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। সুতরাং যদি তোমরা জান (তাহলে বল), দু'দলের মধ্যে কোন্ দলটি নিরাপত্তালাভের অধিকারী?' *(আন্আম ঃ ৮০-৮১)*

বান্দা যখন মা'বূদকে ভয় করবে, তখন নিশ্চয় সে তার প্রতি নিতান্ত বিনয়ী হবে। পরিপূর্ণ কাকুতি-মিনতির সাথে তাঁর ইবাদত করবে।

তার মনে ঔদ্ধত্য থাকবে না, অমুখাপেক্ষিতা থাকবে না।

তিন ঃ আশা

বান্দার বন্দেগীতে ও দাসের দাসত্বে আশা ও লোভ থাকতে হবে। বান্দার মনে থাকবে মহান প্রতিপালকের পুরস্কার, প্রতিদান ও অনুগ্রহ পাওয়ার আশা।

জান্নাতের লোভে ও তার চির সুখের আশায় তাঁর দাসত্ব করতে হবে। মনে থাকবে তাঁর প্রতি মুখাপেক্ষিতা, আস্থা ও ভরসা। অবশ্য সেই আশা, যে আশা অন্যের কাছে করা যায় না এবং যে আশা কর্মযুক্ত থাকে। নচেৎ কর্ম না ক'রে কেবল কামনা করলে কিছু লাভ হবার নয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} (١١٠)

"সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।" (কাহফ ঃ ১১০)

পূর্বের কিছু আয়াতে উল্লিখিত হয়েছে যে, মহান আল্লাহর বান্দাগণের গুণ হল, তারা তাঁকে ভয় ও আশার সাথে আহবান করে, তাঁর নিকট প্রার্থনা করে।

কোন বান্দাই সঠিকভাবে, বাঞ্ছিত পদ্ধতিতে বন্দেগী করতে সক্ষম হয় না। তাতে কোন না কোন ত্রুটি থেকেই যায়। শয়তান ও মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতে ইবাদত করতে হয়। আর সেই ক্ষেত্রে কাজ করে আশা।

মহান দয়াময় তাঁর দয়া হতে নিরাশ হতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং বান্দার উচিত, আশাবাদী হয়ে যথাসাধ্য তাঁর আনুগত্য ক'রে যাওয়া।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لاَ يَمُوتَنّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ باللهِ – عَزَّ وَجَلَّ)).

"সুমহান আল্লাহর প্রতি সুধারণা না রেখে তোমাদের কেউ যেন অবশ্যই মৃত্যুবরণ না করে।" *(মুসলিম ৭৪১২নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((قَالَ اللهُ – عَزَّ وَجَلَّ – : أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بي ، وَأَنَا مَعَهُ حَيْثُ يَذْكُرُنِي)).

"আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেন, 'আমি সেইরূপ, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি, যখন যে আমাকে স্মরণ করে।" *(বুখারী ৭৮০৫ নং, মুসলিম ৭১২৮নং)*

এই হল ইবাদতের তিনটি স্তম্ভ। যার একটি অচল হলে বাকি দুটিও অচল অকেজো। এ যেন একটি তিন চাকাবিশিষ্ট রিক্সার মতো। ভালোবাসা হল সামনের চাকা। অথবা একটি উড়ন্ত পাখির মতো। ভালোবাসা তার মাথা। আর ভীতি ও আশা তার দুই ডানা।

মহান আল্লাহ একটি আয়াতে দাসত্বের উক্ত তিনটি স্তম্ভের কথার উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ

عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا} (٥٧) سورة الإسراء

"তারা যাদেরকে আহবান করে, তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকট হতে পারে, তারা তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে ও তাঁর শাস্তিকে ভয় করে; নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি ভয়াবহ।" *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৫৭)*

"তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্য লাভের উপায় সন্ধান করে যে, তাদের মধ্যে কে কত নিকট হতে পারে"---এতে আছে ভালোবাসা। যেহেতু ভালোবাসা নৈকট্য চায়।

"তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে"---এতে রয়েছে আশা।

আর "তাঁর শাস্তিকে ভয় করে"---এতে রয়েছে ভয়।

উক্ত ৩টি খুঁটি ছাড়া ইবাদতের ইমারত প্রতিষ্ঠিত থাকবে না।

বলাই বাহুল্য যে, কবির এ কথা সঠিক নয়,

'খোদার প্রেমের শারাব পিয়ে বেহুঁশ হয়ে রই প'ড়ে!
ছেড়ে মসজিদ আমার মুর্শিদ এল যে এই পথ ধরে।।
দুনিয়াদারীর শেষে আমার নামাজ রোজার বদলাতে
চাই না বেহেশ্‌ত খোদার কাছে নিত্য মোনাজাত ক'রে।'

- নজরুল ইসলামী সঙ্গীত ৭৮ নং

ইবাদত শুদ্ধ ও কবুল হওয়ার শর্তাবলী

ইবাদত করলেই হয় না, তা কবুলযোগ্য হতে হয়। আর তার জন্য তার নিয়ম-নীতি ও শর্তাবলী পালন করতে হয়।

মহান স্রষ্টার বিশ্বরচনার উদ্দেশ্য হল একমাত্র তাঁরই ইবাদত করা, অন্য শব্দে 'তাওহীদ' প্রতিষ্ঠা করা। সুতরাং ইবাদতের মূল ভিত্তি হল তাওহীদ ও সহীহ আকীদা। আকীদা সহীহ না হলে ইবাদত কবুল হয় না। বলা বাহুল্য, কোন কাফের, মুনাফিক বা মুশরিকের ইবাদত মহান আল্লাহর দরবারে গৃহীত হয় না।

বেনামাযী কাফের কি না, তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। সে কাফের হলে তারও কোন ইবাদত কবুল হয় না।

প্রকাশ থাকে যে, যারা আটকী (জুমআহ), খাটকী, (জানাযা), তিনশ' ষাটকী (ঈদের) নামায পড়ে, এমন শুকুর আলী, রমযান আলী ও ঈদ আলীরাও আসলে বেনামাযী।

ইবাদত শুদ্ধ ও কবুল হওয়ার মৌলিক শর্ত হল দুটি ঃ-

এক ঃ ইখলাস

ইবাদতের বৈশিষ্ট্যাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, ইবাদতের একমাত্র উদ্দেশ্য হতে হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি। এ ছাড়া যদি লোক-প্রদর্শন, সুনাম অর্জন বা পার্থিব স্বার্থ উদ্ধার ইত্যাদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা শুদ্ধ নয়। বরং তা (ছোট) শির্কে পরিণত হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الدِّينَ} (٢) سورة الزمر

"নিশ্চয় আমি তোমার নিকট এ গ্রন্থ যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি; সুতরাং তুমি আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে তাঁর উপাসনা কর।" (যুমার ঃ ২)

{ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ } [البينة : ٥]

অর্থাৎ, তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে। *(সূরা বাইয়িনাহ ৫ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالأذَى كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رِئَاء النَّاسِ}

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! দানের কথা প্রচার করে এবং কষ্ট দিয়ে তোমরা তোমাদের দানকে নষ্ট করে দিয়ো না; ঐ লোকের মত যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে। *(সূরা বাক্বারাহ ২৬৪ আয়াত)*

তিনি অন্য জায়গায় বলেছেন,

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً} (١٤٢) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে থাকে। *(সূরা নিসা ১৪২)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ)).

"যাবতীয় কার্য নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য হবে, যার সে নিয়ত করবে। অতএব যে ব্যক্তির হিজরত (স্বদেশত্যাগ)

আল্লাহর (সন্তোষ লাভের) উদ্দেশ্যে ও তাঁর রসূলের জন্য হবে; তার হিজরত আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব সম্পদ অর্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই হবে, তার হিজরত যে সংকল্প নিয়ে করবে তারই জন্য হবে।" *(বুখারী ১নং, মুসলিম ১৯০৭নং)*

((قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ)) .

"মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি সমস্ত অংশীদারদের চাইতে অংশীদারি (শির্ক) থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। কেউ যদি এমন কাজ করে, যাতে সে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, তাহলে আমি তাকে তার অংশীদারি (শির্ক) সহ বর্জন করি।" (অর্থাৎ তার আমলই নষ্ট করে দিই।) *(মুসলিম ৭৬৬৬নং)*

অন্য এক শব্দে এসেছে,

((قَالَ اللَّهُ ، عَزَّ وَجَلَّ : أَنَا خَيْرُ الشُّرَكَاءِ ، مَنْ عَمِلَ لِي عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي ، فَأَنَا بَرِيءٌ مِنْهُ ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ)).

"আল্লাহ আয্যা অজাল্ল বলেছেন, 'আমি সকল অংশীদার অপেক্ষা অধিক শির্ক (অংশীদারী) হতে বেপরোয়া। অতএব যে ব্যক্তি আমার জন্য কোন এমন আমল করবে, যাতে সে আমি ভিন্ন অন্য কাউকে অংশী করবে, আমি তার থেকে সম্পর্কহীন। আর সে আমল তার জন্য হবে যাকে সে শরীক করেছে।" *(ইবনে মাজাহ ৪২০২, আহমাদ ৭৯৯৯নং)*

মাহমূদ বিন লাবীদ ﷺ হতে বর্ণিত, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন,

((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ)).

"তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে অধিক যে জিনিসের ভয় হয়, তা হল ছোট শির্ক।"

তখন সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ছোট শির্ক কী জিনিস?' উত্তরে তিনি বললেন,

((الرِّيَاءُ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا جُزِيَ النَّاسُ بِأَعْمَالِهِمْ اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنْتُمْ تُرَاءُونَ فِي الدُّنْيَا فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً)).

"রিয়া (লোকপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমল)। আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ যখন (কিয়ামতে) লোকেদের আমলসমূহের বদলা দান করবেন তখন সকলের উদ্দেশ্যে বলবেন, 'তোমরা তাদের নিকট যাও, যাদেরকে প্রদর্শন করে দুনিয়াতে তোমরা আমল করেছিলে। অতঃপর দেখ, তাদের নিকট কোন প্রতিদান পাও কি না!" *(আহমাদ ২৩৬৩০, ইবনে আবিদ্দুনয়্যা, বাইহাকীর যুহদ, সহীহ তারগীব ২৯ নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَومَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ ، فَأُتِيَ بِهِ ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ ، فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ . قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ : جَرِيءٌ ! فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ العِلْمَ وَعَلَّمَهُ ، وَقَرَأَ القُرآنَ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا . قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ العِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ ، وَقَرَأْتُ فِيكَ القُرآنَ ، قَالَ : كَذَبْتَ، وَلكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ : عَالِمٌ ! وَقَرَأْتَ القُرْآنَ لِيُقَالَ : هُوَ قَارِئٌ ؛ فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ ، فَعَرَفَهَا . قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ : جَوَادٌ ! فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ)) .

"কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকেদের পূর্বে যে ব্যক্তির প্রথম বিচার হবে সে হচ্ছে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সুতরাং সে তা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'ঐ নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল ক'রে এসেছ?' সে বলবে 'আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য জিহাদ করেছি এবং অবশেষে শহীদ হয়ে গেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে বলে, অমুক একজন বীর পুরুষ। সুতরাং তা-ই বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাদেরকে) আদেশ করা হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে ইল্ম শিক্ষা করেছে, অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে (পৃথিবীতে প্রদত্ত) তাঁর সকল নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'এই সকল নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল ক'রে এসেছ?' সে বলবে, 'আমি ইল্ম শিখেছি, অপরকে শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য কুরআন পাঠ করেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে ইল্ম শিখেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং এই উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছ, যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। আর (দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে।' অতঃপর

(ফিরিশ্তাদেরকে) নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার রুযীকে আল্লাহ প্রশস্ত করেছিলেন এবং সকল প্রকার ধন-দৌলত যাকে প্রদান করেছিলেন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া সমস্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, 'তুমি ঐ সকল নেয়ামতের বিনিময়ে কী আমল ক'রে এসেছ?' সে বলবে, 'যে সকল রাস্তায় দান করলে তুমি খুশী হও সে সকল রাস্তার মধ্যে কোনটিতেও তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খরচ করতে ছাড়িনি।' তখন আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এ জন্যই দান করেছিলে; যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে। আর তা বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাবর্গকে) হুকুম করা হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। *(মুসলিম ১৯০৫ নং)*

উল্লিখিত একাধিক আয়াত ও হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, আল্লাহর ইবাদতের প্রথম শর্ত ইখলাসে ত্রুটি হলে সওয়াবের জায়গায় আযাব হবে। মেহনত বরবাদ যাবে, ইবাদত নষ্ট হবে, পরন্তু শাস্তিও ভোগ করতে হবে।

আর স্পষ্ট যে, ইবাদতে ইখলাস নষ্ট হয় সাধারণতঃ তিনটি কারণে ঃ-

১। 'রিয়া' হলে। অর্থাৎ, উদ্দেশ্য লোক দেখানো হলে। মানুষকে দেখিয়ে তার সন্তুষ্টি বা মুগ্ধতা কাম্য হলে।

২। 'সুমআহ' হলে। অর্থাৎ, উদ্দেশ্য লোক শোনানো হলে। প্রচার তথা প্রশংসা বা সুনাম অর্জন উদ্দেশ্য হলে।

৩। পার্থিব কোন স্বার্থ লাভ (অর্থ, সম্পদ, পদ ইত্যাদি) উদ্দেশ্য হলে।

দুই ঃ মুহাম্মাদী তরীকা

ইবাদত কবুলের দ্বিতীয় শর্ত হল মুহাম্মাদী তরীকা। অর্থাৎ, যে ইবাদতটি সম্পাদন করা হবে, তা যেন সুমহান স্রষ্টার প্রেরিত দূত মহানবী ﷺ-এর বাতলানো তরীকা ও পদ্ধতি অনুযায়ী হয়।

সুতরাং অন্য কারো পদ্ধতি অথবা নিজস্ব মনগড়া পদ্ধতিতে কোন ইবাদত করলে তা নব আবিষ্কৃত বিদআত হয়, যা করলে সওয়াবের জায়গায় গোনাহ হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٢١) سورة الشورى

"এদের কি এমন কতকগুলি অংশী (উপাস্য) আছে, যারা এদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন ধর্মের, যার অনুমতি আল্লাহ এদেরকে দেননি? চূড়ান্ত ঘোষণা না

থাকলে এদের বিষয়ে তো ফায়সালা হয়েই যেত। নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারীদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।" (শূরা ঃ ২১)

{فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (٥٠) سورة القصص

"অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য ক'রে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না।" *(ক্বাসাস্ব ঃ ৫০)*

{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ}

"আর রসূল তোমাদেরকে যা দেন, তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেন, তা হতে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।" (হাশ্‌র ঃ ৭)

{فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا} (٦٥) سورة النساء

"কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা বিশ্বাসী (মু'মিন) হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচারভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়।" (নিসা ঃ ৬৫)

আর মহানবী ﷺ বলেছেন---যেমন পূর্বেও উল্লিখিত হয়েছে,

((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ)).

"যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনে (নিজের পক্ষ থেকে) কোন নতুন কথা উদ্ভাবন করল---যা তার মধ্যে নেই, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য।" *(বুখারী ২৬৯৭, মুসলিম ৪৫৮৯নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

((مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيهِ أمرُنا فَهُوَ رَدٌّ)).

"যে ব্যক্তি এমন কাজ করল, যে ব্যাপারে আমাদের নির্দেশ নেই তা বর্জনীয়।" *(মুসলিম ৪৫৯০নং)*

ইতিপূর্বে আমরা জানতে পেরেছি যে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাতে আমরা তাঁর ইবাদতে সবচেয়ে সুন্দর আমল করতে পারি; সবচেয়ে বেশি আমল নয়। কারণ আমল সুন্দর না হলে বেশি হয়ে কোন লাভ নেই।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ} (٢) الملك

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য; কে তোমাদের মধ্যে কর্মে সর্বোত্তম? আর তিনি পরাক্রমশালী, বড় ক্ষমাশীল।" *(মুল্‌কঃ ২)*

"কে তোমাদের মধ্যে কর্মে সর্বোত্তম।" ফুযাইল বিন ইয়ায বলেছেন, 'তোমাদের কার কর্ম) সব চাইতে বেশি বিশুদ্ধ ও বেশি সঠিক।' লোকেরা বলল, 'হে আবূ আলী! "সব চাইতে বেশি বিশুদ্ধ ও বেশি সঠিক" মানে কী?' তিনি বললেন, 'আমল যদি বিশুদ্ধ হয় এবং সঠিক না হয়, তাহলে তা কবুল হয় না। পক্ষান্তরে তা যদি সঠিক হয় এবং বিশুদ্ধ না হয়, তাহলে তাও কবুল হয় না; যে পর্যন্ত না বিশুদ্ধ ও সঠিক হয়। আর বিশুদ্ধ হয় তখন, যখন তা কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য হয়। পক্ষান্তরে সঠিক হয় তখন, যখন তা সুন্নাহ মোতাবেক হয়।' *(তাফসীর সা'দী ১/৩৭৭)*

জেনে রাখা ভালো যে, ইবাদতে শরীয়ত বা সুন্নাহর অনুসরণ ততক্ষণ বাস্তবায়ন হবে না, যতক্ষণ না আমল ৬টি বিষয়ে শরীয়তের মোতাবেক হয়েছে ঃ-

১। কারণ

যেমন, বৃষ্টি বর্ষণের কারণে দু'রাকআত নামায পড়া। নবী-দিবস, শবে-মি'রাজ ইত্যাদি পালন করা।

২। শ্রেণী

যেমন, ফিত্‌রার যাকাতে টাকা দেওয়া। ঘোড়া কুরবানী দেওয়া।

৩। পরিমাণ

যেমন, ইচ্ছাকৃত মাগরিবের নামায ৪ রাকআত পড়া। ফরয নামাযের পর ৩৩/৩৪ এর জায়গায় ৩৫ বার ক'রে তসবীহাদি পড়া।

৪। পদ্ধতি

যেমন, ওযূ করতে প্রথমে পা ও শেষে চেহারা ধোওয়া। নামাযে আগে সিজদা ও পরে রুকূ করা। নেচে-নেচে বা সমস্বরে যিক্‌র করা। দরূদ বিশেষভাবে দাঁড়িয়ে পড়া।

৫। সময়

যেমন, রমযান মাসে কুরবানী দেওয়া। শা'বান মাসে ফরয রোযা রাখা। যুল-ক্বাদাহ মাসে হজ্জ করা। সূর্য ঢলার আগে যোহর পড়া। সূর্য ডোবার পরে (বিনা ওযরে) আসর পড়া।

৬। স্থান

যেমন, নিজ বাড়ি, মরুভূমি বা জঙ্গলে ই'তিকাফ করা। আরাফার দিনে মুযদালিফায় অবস্থান করা।

বলা বাহুল্য, শরীয়তের অনুসরণে উক্ত ৬টি শর্ত অবশ্যই পালনীয়। নচেৎ

কবুল হওয়া তো দূরের কথা, ইবাদতের জায়গায় বিদআত হয়ে বসবে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (٢٧) سورة المائدة

"আদমের দুই পুত্রের (হাবিল ও কাবিলের) বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে দাও, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হল এবং অন্য জনের কুরবানী কবুল হল না। তাদের একজন বলল, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। অপরজন বলল, আল্লাহ তো সংযমীদের কুরবানীই কবুল করে থাকেন।" (মায়িদাহ ঃ ২৭)

উক্ত আয়াতে 'মুত্তাক্বীন' বা সংযমী বলতে তাদেরকে বুঝানো হয়েছে, যাদের আমল হয় খাঁটিভাবে আল্লাহর জন্য এবং তারা তা সম্পাদনের পদ্ধতিতে নবীর সুন্নাহর অনুসরণ ক'রে থাকে। *(তাফসীর সা'দী)* মহান আল্লাহ তাদেরই কুরবানী ও অন্যান্য আমল বা ইবাদত কবুল ক'রে থাকেন।

কেবল আল্লাহর ইবাদত

মানুষ পৃথিবীতে এসে যখন জ্ঞানসম্পন্ন হয়, তখন পরিবেশ অনুযায়ী গড়ে ওঠে। নাস্তিক, নিরীশ্বরবাদী, বহুীশ্বরবাদী, সর্বেশ্বরবাদীদের পরিমন্ডলে প্রতিপালিত ও শিক্ষিত হয়ে সঠিক পথ হারিয়ে ফেলে।

সামনে বহু পথ রয়েছে। যে কোন একটা পথ ধরে চললেই হয় না। সঠিক গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে হলে সঠিক পথের দিশা জানা অবশ্যই জরুরী।

কিন্তু এত শত পথের মাঝে কোন্‌টা সঠিক সেটা জানব কীভাবে? নিশ্চয়ই অজানা-অচেনা পথে চলা জ্ঞানীর কাজ নয়। সুতরাং সঠিক পথ জানতে গাইড চাই।

এ দুনিয়ায় বহু বাদ-মতবাদ রয়েছে, সঠিকটা চিনে নিতে হবে সেই গাইড রাহবারের মাধ্যমে।

বলা বাহুল্য, জ্ঞানের উন্মেষ ঘটতেই মানুষের প্রথম তিনটি বিষয় জানা একান্ত জরুরী।

১। তার স্রষ্টা ও পালনকর্তা কে?

২। তার পথপ্রদর্শক নবী কে?

৩। তার দ্বীন কী হওয়া উচিত?

যে মানুষের মন উদার, হৃদয় উন্মুক্ত এবং সুস্থ জ্ঞানের অধিকারী সে অবশ্যই উক্ত তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে সত্বর জ্ঞান লাভ করবে। যেহেতু স্বয়ং সৃষ্টিকর্তারই

ঘোষণা,

{شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُـوَ الْعَزِيـزُ الْحَكِيمُ} (١٨) سورة آل عمران

"আল্লাহ সাক্ষ্য দেন এবং ফিরিশ্তাগণ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণও সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। তিনি ন্যায় প্রতিষ্ঠাকারী। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই; তিনি পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়।" *(আলে ইমরান ঃ ১৮)*

বলা বাহুল্য, জ্ঞানী মানুষ জ্ঞান করলেই এ কথা সহজেই অনুধাবন করবেন যে, মহান আল্লাহ আমাদেরকে ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং কেবল তাঁরই ইবাদত করতে হবে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সবচেয়ে উত্তম কর্ম করার জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর কর্ম উত্তম ও সুন্দর তখনই হয়, যখন তা একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে হয় এবং তাঁর প্রেরিত সর্বশেষ দূত নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর তরীকা অনুযায়ী হয়। অন্যথা মানুষ যাকে নিজ ধারণাবশতঃ 'ভালো' বা 'উত্তম' বলে, সেটাই ভালো বা উত্তম হয় না।

মহান আল্লাহই আমাদের সৃষ্টিকর্তা, রুযীদাতা ইত্যাদি বলে অনেকেই বিশ্বাস করে ও মানে। কিন্তু যেটা মানে না, তা হল এই যে, তিনি একমাত্র উপাস্য ও ইবাদতের যোগ্য। আদম থেকে মুহাম্মাদ পর্যন্ত সকল নবী-রসূলগণ (আলাইহিমুস সালাম)কে এই ইবাদতের তওহীদই প্রতিষ্ঠার জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} (٢٥)

"তোমার পূর্বে যে রসূলই আমি প্রেরণ করেছি, তাঁকে এই আদেশই করেছি যে, আমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই। অতএব, তোমরা আমারই ইবাদত কর।" *(সূরা আম্বিয়াঃ ২৫)*

তাওহীদে উলূহিয়্যাত তথা আল্লাহর একত্ববাদের দাওয়াত সকল নবীরা দিয়েছেন।

এইভাবে সকল নবী ও তাঁদের নিষ্ঠাবান অনুসারীরা এই ইসলামকেই গ্রহণ করেছিল, যাতে তাওহীদে উলূহিয়্যাতই ছিল মৌলিক বিষয়, যদিও কোন কোন বিধি-বিধান একে অপর থেকে ভিন্ন ছিল।

উক্ত তওহীদ প্রতিষ্ঠার জন্যই সকল কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে।

উক্ত তওহীদকেই অস্বীকার করার ফলে সংঘর্ষ বেধেছে। হকপন্থী ও বাতিলপন্থীর মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে। কত বাতিলপন্থী জাতি ধ্বংসকবলিত

হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে।

তাওহীদে উলূহিয়্যাতই বান্দার উপর দ্বীনের সবচেয়ে বড় ফরয, যার ইল্‌ম ও আমল রাখা প্রত্যেক মানুষের জন্য আবশ্যক।

এই তওহীদই দ্বীনের প্রথম ও শেষ, প্রকাশ্য ও গুপ্ত বিষয়।

এই তওহীদের ভিত্তিতেই জান্নাতী ও জাহান্নামী নির্ধারিত হবে।

মহান আল্লাহ সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এর প্রতি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। সেই কুরআনের ভূমিকায় সর্বপ্রথম সূরার বক্তব্য হল ঐ তওহীদই,

{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (٥) سورة الفاتحة

"আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই।" (ফাতিহা ঃ ৫)

সেই কুরআনের সর্বপ্রথম আদেশ হল,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (٢١) البقرة

"হে মানুষ সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের উপাসনা কর, যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে সৃষ্টি করেছেন; যাতে তোমরা পরহেযগার (ধর্মভীরু) হতে পার।" (বাক্বারাহ ঃ ২১)

আর সর্বপ্রথম নিষেধ হল,

{الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ فِرَاشاً وَالسَّمَاء بِنَاء وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاء مَاء فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَّكُمْ فَلاَ تَجْعَلُواْ لِلّهِ أَندَاداً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} (٢٢) سورة البقرة

"যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিছানা ও আকাশকে ছাদ স্বরূপ সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ হতে পানি বর্ষণ ক'রে তার দ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেছেন। সুতরাং জেনে শুনে কাউকেও আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করো না। (বাক্বারাহ ঃ ২২)

যার অর্থ দাঁড়ালো, ঐ তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এই প্রকৃতত্ব অধিকাংশ মানুষ মানে না যে, যিনি সৃষ্টিকর্তা-রুযীদাতা কেবল তিনিই একমাত্র ইবাদতের যোগ্য মা'বূদ। বিধায় যারা সৃষ্টি করতে পারে না, রুযী দিতে পারে না, তারা ইবাদতের যোগ্যই নয়। তারা ইবাদত পাওয়ার অধিকারীই নয়।

মক্কার কুরাইশরা মহান আল্লাহকে সকল কিছুর স্রষ্টা, প্রতিপালক, রুযীদাতা, উদ্ধারকর্তা বলে মানত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা তাদের বুঝে আসেনি যে, তিনিই একমাত্র ইবাদত পাওয়ার অধিকারী ও যোগ্য। সূরা কুরাইশের সারমর্মে তাদেরকে সেটাই বুঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لإِيلافِ قُرَيْشٍ (١) إِيلافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ (٢) فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَـذَا الْبَيْـتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ} (٤)

"যেহেতু কুরাইশের চিরাচরিত অভ্যাস আছে। অভ্যাস আছে তাদের শীত ও গ্রীষ্ম সফরের। অতএব তারা ইবাদত করুক এই গৃহের প্রতিপালকের। যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভয় হতে দিয়েছেন নিরাপত্তা।" *(কুরাইশ ঃ ১-৪)*

মহানবী ﷺ-এর প্রতি যে অহী অবতীর্ণ হয়েছে, তারও সারনির্যাস হল, ঐ তওহীদই।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَـهٌ وَاحِـدٌ فَمَـن كَـانَ يَرْجُـو لِقَـاء رَبِّـهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} (١١٠) سورة الكهف

"তুমি বল, 'আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ; আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের উপাস্যই একমাত্র উপাস্য; সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।" (কাহফ ঃ ১১০)

{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِـذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (١٦٣) سورة الأنعام

"বল, 'নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার উপাসনা (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি। আর আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের মধ্যে আমিই প্রথম।" (আন্আম ঃ ১৬২-১৬৩)

মহান আল্লাহ মানব জাতিকে সম্বোধন ক'রে বলেছেন,

{إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} (٩٢) سورة الأنبياء

"নিঃসন্দেহে তোমাদের এ জাতি, একই জাতি। আর আমিই তোমাদের প্রতিপালক। অতএব তোমরা আমার উপাসনা কর।" (আম্বিয়া ঃ ৯২)

আল্লাহর বান্দাগণ যদি পৃথিবীর কোন এক জায়গায় তাঁর বন্দেগী করতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তাঁর সেই তওহীদ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ না হয়, তাহলে তার সমাধান দিয়ে তিনি বলেছেন,

{يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ } (٥٦) سورة العنكبوت

"হে আমার বিশ্বাসী বান্দাগণ! আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই উপাসনা কর।" (আনকাবূত ঃ ৫৬)

বলাই বাহুল্য যে, মানুষ হবে একমাত্র আল্লাহর বান্দা। অন্যের বান্দা নয়। এমনকি সর্বশ্রেষ্ঠ মানব নবী মুহাম্মাদ ﷺ-এরও বান্দা নয়। নিজ মায়েরও বান্দা নয়। তাই তো মুসলিম মা-কে ভালোবাসে, মায়ের পায়ের তলায় জান্নাত আছে বলে জানে। কিন্তু তার বন্দেগী করতে পারে না এবং 'বন্দে মাতরম' বলতে পারে না।

দাসত্বের মর্যাদা

স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টির দাসত্বে লাঞ্ছনা আছে। হীনতা আছে। তবুও যে যত বড় মানুষের দাস, তার হীনতা তুলনামূলক কম।

কিন্তু সবচেয়ে মহান প্রভুর দাস হওয়ার যোগ্যতা হল বিশাল মর্যাদা। আর জীবনের উদ্দেশ্যে রয়েছে মানবের বিশাল মর্যাদা। বিশাল প্রভুর দাসত্বের মর্যাদা।

সৃষ্টির সেরা মানুষ ছিলেন সুমহান স্রষ্টার সম্মানিত দাস।

মহান আল্লাহ মহানবী ﷺ-কে 'আব্দ', 'দাস' বা 'বান্দা' বলে সম্মান দিয়েছেন, নাম না নিয়ে 'আব্দ', 'দাস' বা 'বান্দা' বলেছেন, যেহেতু এতে রয়েছে বিশাল মর্যাদা। কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তার নজীর পাওয়া যায়। যেমন ঃ-

{سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ} (١) سورة الإسراء

"পবিত্র ও মহিমময় তিনি যিনি তাঁর বান্দাকে রাতারাতি ভ্রমণ করিয়েছেন (মক্কার) মাসজিদুল হারাম হতে (ফিলিস্তীনের) মাসজিদুল আক্বসায়, যার পরিবেশকে আমি করেছি বর্কতময়, যাতে আমি তাকে আমার কিছু নিদর্শন দেখাই; নিশ্চয় তিনিই সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ১)

{الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجَا} (١) سورة الكهف

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই যিনি তাঁর বান্দার প্রতি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং এতে তিনি কোন প্রকার বক্রতা রাখেননি।" (কাহফ ঃ ১)

{تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا } (١) سورة الفرقان

"কত প্রাচুর্যময় তিনি যিনি তাঁর দাসের প্রতি ফুরক্বান (কুরআন) অবতীর্ণ করেছেন। যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে।" (ফুরক্বান ঃ ১)

{فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} (١٠) سورة النجم

"তখন আল্লাহ তাঁর দাসের প্রতি যা অহী করার তা অহী করলেন।" *(নাজ্ম ঃ ১০)*

{هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ

لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (৯) سورة الحديد

"তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে সমস্ত প্রকার অন্ধকার হতে আলোকে আনার জন্য। আর নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের প্রতি করুণাময়; পরম দয়ালু।" (হাদীদ ঃ ৯)

{وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا} (১৯) سورة الجن

"আর এই যে, যখন আল্লাহর দাস (আব্দুল্লাহ) তাঁকে ডাকবার জন্য দন্ডায়মান হল, তখন তারা তার নিকট ভিড় জমাল।" (জ্বিন ঃ ১৯)

কোন মানুষ যখন সুমহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ক'রে তাঁর দাসত্বের মর্যাদা লাভ করতে চায়, তখন তাকে সাক্ষ্য দিতে হয়। অতঃপর প্রত্যেক নামাযের তাশাহহুদে তাকে সাক্ষ্য দিয়ে বলতে হয়,

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আরো সাক্ষি দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর দাস ও প্রেরিত রসূল। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯০৯নং)*

সুমহান স্রষ্টার দাস হতে পারলে মানুষ সুন্দর জীবন পায়। ধনের ধনী না হতে পারলেও মনের ধনী আসল ধনী হয়ে যায়। পার্থিব সুখের বিলাসসামগ্রী অর্জন না করতে পারলেও প্রকৃত সুখের স্বাদ অনুভব করতে পারে। এ হল সেই প্রভুর ওয়াদা তাঁর দাসের জন্য,

{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (৯৭) سورة النحل

"পুরুষ ও নারী যে কেউই বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্ম করবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই সুখী জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব।" *(নাহল ঃ ৯৭)*

পরকালের আগেই ইহকালে তার প্রতিদান পায়। প্রকৃত দাসত্ব করতে পারলে দুনিয়ার নেতৃত্ব পায়। সারা বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মানব জাতির উপরে সম্মান ও মর্যাদার সর্বোচ্চ উন্নয়ন অর্জন হয়। হীনম্মন্যতা ও নীচতার অনুভূতি থেকে মুক্ত হয়ে সারা পৃথিবীর সর্বোপরি আসন লাভ হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ } (১৩৯) سورة آل عمران

"আর তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, তোমরাই হবে সর্বোপরি (বিজয়ী); যদি তোমরা মু'মিন হও।" (আলে ইমরান ঃ ১৩৯)

বলা বাহুল্য, জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্যে রয়েছে মহান স্রষ্টার দাসত্ব করা। তাঁর একটি অনুগত দাস হয়ে প্রতিষ্ঠালাভ করা। সুতরাং ধনী-গরীব---যাই হোক না কেন দাসত্বের সেই সুশৃঙ্খল জীবন পেয়ে সে ধন্য হয়। যে দাস পরিপূর্ণ গর্বের সাথে বলে,

{إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (١٦٢) لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ } (١٦٣) سورة الأنعام

"নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার উপাসনা (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন অংশী নেই এবং আমি এ সম্বন্ধেই আদিষ্ট হয়েছি। আর আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)দের মধ্যে আমিই প্রথম।" (আন্আম ঃ ১৬২- ১৬৩)

ধনী-গরীব, আমীর-ফকীর সকলের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, ঐ দাসত্বের শৃঙ্খলে নিজকে আবদ্ধ করা। কিন্তু মানুষের নিকট জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য অজানা থাকে বলে, জীবনের প্রকৃত সাফল্য কী, তা সে জানতে অক্ষম হয় বলে, পার্থিব অসফলতায় বিমর্ষ হয়। বিপদে-আপদে হতাশ হয়ে ভেঙ্গে পড়ে। ধৈর্যহারা হয়ে আত্মহত্যা করে! মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে ভববন্ধন থেকে মুক্তি লাভের জন্য গণ-আত্মহত্যা করে!

অথচ জীবনের উদ্দেশ্য পার্থিব সফলতা নয়। যশ, খ্যাতি বা প্রসিদ্ধি লাভ নয়। ধন, পদ ও পদবী লাভ নয়। প্রকৃত সাফল্য পরকালের সাফল্য। আর যে উভয় সাফল্য লাভ করে, সে বড় সৌভাগ্য। আর প্রকৃত সাফল্য লাভ হয় একমাত্র সেই দাসের, যে কেবল সুমহান প্রভুর দাসত্বের মর্যাদা অর্জন করে।

জীবনে পার্থিব্য সাফল্য জরুরী নয়। আর গায়রুল্লাহর দাসত্ব ক'রে যে সাফল্য লাভ হয়, তা প্রকৃত সাফল্য নয়। আসলে প্রকৃত সাফল্য হল পরকালের সাফল্য। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} (١٥) سورة الزمر

"অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত (দাসত্ব) কর।' বল, 'আসল ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই; যারা কিয়ামতের দিন নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিজনবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জেনে রাখ, এটিই সুস্পষ্ট ক্ষতি।" *(যুমার ঃ ১৫)*

সুমহান আল্লাহর কাছে মর্যাদা লাভই হল জীবনের মূল লক্ষ্য, প্রত্যেক অনুগত দাসের অভীষ্ট। দুনিয়ার মানুষের কাছে আপনার কোন পজিশন না থাকলেও কোন ক্ষতি নেই। সমাজে আপনার কোন প্রতিষ্ঠা না থাকলে কোনও হানি নেই। যদি

সুমহান প্রতিপালকের নিকট আপনার কোনও পজিশন ও প্রতিষ্ঠা থাকে, তাহলে আবার কী?

মানুষের কাছে যার মূল্য নেই, কোন সম্মান নেই, কিন্তু সুমহান আল্লাহর কাছে তার মূল্য ও সম্মান আছে, তাহলে তাতে ক্ষতি কী?

মানুষের কাছে কিছু চাইলে যাকে কিছু দেওয়া হয় না। মানুষ তাকে 'দূর-দূর' ক'রে তাড়িয়ে দেয়, কিন্তু মহান আল্লাহর কাছে জান্নাত চাইলে তিনি তাকে তা দিয়ে সম্মানিত করেন। তাহলে কোন্ দাসত্ব গ্রহণ করবেন আপনি?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((رُبَّ أَشْعَثَ أَغبَرَ مَدْفُوعٍ بِالأَبْوابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبَرَّهُ)).

"বহু এমন লোকও আছে, যার মাথা উস্কখুস্ক ধুলোভরা, যাকে দরজা থেকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। (কিন্তু সে আল্লাহর নিকট এত প্রিয় যে,) সে যদি আল্লাহর উপর কসম খায়, তাহলে আল্লাহ তা পূর্ণ ক'রে দেন।" *(মুসলিম ৬৮-৪৮, ৭৩৬৯নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((كَمْ مِنْ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذِي طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ، مِنْهُمْ الْبَرَاءُ بْنُ مَالِكٍ)).

"কত এমন লোকও আছে, যার মাথা উস্কখুস্ক ধুলোভরা, দেহে পুরনো-ছেঁড়া কাপড়-পরা, যাকে তুচ্ছ করা হয়, (কিন্তু সে আল্লাহর নিকট এত প্রিয় যে,) সে যদি আল্লাহর উপর কসম খায়, তাহলে আল্লাহ তা পূর্ণ ক'রে দেন। তাদের মধ্যে একজন হল বারা' বিন মালেক।" *(তিরমিযী ৩৮-৫৪নং)*

রুবাইয়ে' বিন্তে নায্র একজন ক্রীতদাসীর সামনের দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিল। সুতরাং দাসীর লোকজন তাদের নিকট ক্ষতিপূরণ চাইল। তারা নবী ﷺ-এর নিকট এলে তিনি 'ক্বিস্বাস' (অনুরূপ দাঁতের বদলে দাঁত ভাঙ্গা)র আদেশ দিলেন। আনাস বিন নায্র বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! রুবাইয়ে'র দাঁত ভাঙ্গা হবে? না, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন! ওর দাঁত ভাঙ্গা হবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে আনাস! আল্লাহর কিতাবের বিধান হল ক্বিস্বাস।"

অতঃপর দাসীর পক্ষ রাযী হয়ে গেল এবং ক্বিস্বাস ক্ষমা ক'রে দিয়ে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করল। তখন নবী ﷺ বললেন,

((إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ)).

"আল্লাহর দাসদের মধ্যে এমন দাস আছে, সে যদি আল্লাহর উপর কসম খায়, তাহলে আল্লাহ তা পূর্ণ ক'রে দেন।" *(বুখারী ২৭০৩নং)*

সাহ্‌ল ইবনে সা'দ সায়েদী ﷺ থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর পাশ দিয়ে পার হয়ে গেল, তখন তিনি তাঁর নিকট উপবিষ্ট একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার মন্তব্য কী?" সে বলল, 'এ ব্যক্তি তো এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক। আল্লাহর কসম! সে কোথাও বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে এবং কারো জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হবে।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব থাকলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে আর এক ব্যক্তি পার হয়ে গেল। তিনি ঐ (উপবিষ্ট) লোকটিকে বললেন, "এ লোকটির ব্যাপারে তোমার অভিমত কী?" সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! এ তো একজন গরীব মুসলমান। সে এমন ব্যক্তি যে, সে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না, কারো জন্য সুপারিশ করলে তা কবুল করা হবে না এবং সে কোন কথা বললে, তার কথা শ্রবণযোগ্য হবে না।' তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

((هَذَا خَيْرٌ مِنْ مِلءِ الأَرْضِ مِثْلَ هَذَا)).

"এ ব্যক্তি দুনিয়া ভর্তি ঐরূপ লোকদের চাইতে বহু উত্তম।" *(বুখারী ৫০৯১, ৬৪৪৭, মুসলিম ? ইবনে মাজাহ ৪১২০নং)*

আবূ হুরাইরাহ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, (নবজাত শিশুদের মধ্যে) দোলনায় তিনজনই মাত্র কথা বলেছে; মারয়্যামের পুত্র ঈসা, আর (বনী ইস্রাঈলের) জুরাইজের (পবিত্রতার সাক্ষী) শিশু। ----আর (তৃতীয় হচ্ছে বনী ইস্রাঈলের) এক শিশু, যে তার মায়ের দুধ পান করছিল। এমন সময় তার পাশ দিয়ে উৎকৃষ্ট সওয়ারীতে আরোহী এক সুদর্শন পুরুষ চলে গেল। তার মা দুআ ক'রে বলল, 'হে আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে ওর মত করো।' শিশুটি তখনি মায়ের দুধ ছেড়ে দিয়ে সেই আরোহীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'হে আল্লাহ আমাকে ওর মত করো না।' তারপর মায়ের দুধের দিকে ফিরে দুধ চুষতে লাগল। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজের তর্জনী আঙ্গুলকে নিজ মুখে চুষে শিশুটির দুধ পান দেখাতে লাগলেন। আমি যেন তা এখনো দেখতে পাচ্ছি। পুনরায় (তাদের) পাশ দিয়ে একটি দাসীকে লোকেরা মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা বলছিল, 'তুই ব্যভিচার করেছিস, চুরি করেছিস!' আর দাসীটি বলছিল, 'হাসবিয়াল্লাহু অনি'মাল অকীল।' (আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট ও তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।) তা দেখে মহিলাটি দুআ করল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো না।' ছেলেটি সাথে সাথে মায়ের দুধ ছেড়ে দাসীটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো।' অতঃপর মা-বেটায় কথোপকথন করল। মা বলল, 'একটি সুন্দর আকৃতির লোক পার হলে আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো। তখন তুমি বললে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো না। আবার ওরা ঐ দাসীকে নিয়ে পার হলে

আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমার ছেলেকে ওর মত করো না। কিন্তু তুমি বললে, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো! (এর কারণ কী?)' শিশুটি বলল, '(তুমি বাহির দেখে বলেছ, আর আমি ভিতর দেখে বলেছি।) ঐ লোকটি স্বৈরাচারী, তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো না। আর ঐ দাসীটির জন্য ওরা বলছে, তুই ব্যভিচার করেছিস, চুরি করেছিস, অথচ ও এ সব কিছুই করেনি। তাই আমি বললাম, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে ওর মত করো।' *(বুখারী ৩৪৩৬, ৬৬৭৩নং)*

এক মরুবাসী সাহাবীর নাম ছিল যাহের বিন হারাম। তিনি মরু-অঞ্চল থেকে মহানবী ﷺ-এর জন্য (ফলমূল, শাক-সব্জি) উপঢৌকন নিয়ে আসতেন। আর তাঁর মরু এলাকায় যাওয়ার সময় তিনিও তাঁকে শহরের কোন কোন জিনিস প্রস্তুত করে তাঁর উপঢৌকনের বিনিময় প্রদান করতেন। একদা তিনি তাঁকে বললেন,

(إِنَّ زَاهِرًا بَادِيَتُنَا وَنَحْنُ حَاضِرُوهُ).

"যাহের আমাদের বেদুঈন। (অথবা যাহের আমাদেরকে মরু-অঞ্চল থেকে উপহার এনে দেয়।) আর আমরা তার শহুরে সাথী। (অথবা আমরা তাকে আমাদের শহরের প্রয়োজনীয় জিনিস উপহার দিই।)"

যাহেরকে মহানবী ﷺ ভালোবাসতেন। (ফলে তাঁর সাথে রসিকতা করতেন।) যাহের দেখতে ছিলেন কুশ্রী। একদা তিনি নিজের পণ্য বিক্রি করছিলেন। এমতাবস্থায় নবী ﷺ তাঁর কাছে এসে তাঁর পিছন থেকে বগলের নিচে হাত পার ক'রে জড়িয়ে ধরলেন। (অথবা তাঁর পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে তাঁর চোখ দুটিতে হাত রাখলেন।) যাতে তিনি দেখতে না পান।

যাহের বললেন, 'কে? আমাকে ছেড়ে দিন।' أرسلني من هذا

অতঃপর তিনি লক্ষ্য করলেন বা বুঝতে পারলেন, তিনি নবী ﷺ। সুতরাং নিজের পিঠকে ভালোভাবে তাঁর (অপার স্নেহময়) বুকে লাগিয়ে দিলেন।

নবী ﷺ বললেন, "কে গোলাম কিনবে?" من يشتري العبد ؟

যাহের বললেন, يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا

'আল্লাহর কসম! আমাকে সস্তা পাবেন!'

নবী ﷺ বললেন, لكن عند الله لست بكاسد.

"কিন্তু তুমি আল্লাহর কাছে সস্তা নও!"

(আহমাদ ১২৬৪৮, আবূ য়্যালা ৩৪৫৬, শারহুস সুন্নাহ, মুখতাসার শামায়েল ২০৪, মিশকাত ৪৮৮৯নং)

এ কেমন দাস? সুমহান প্রভুর দাসত্বে তাঁর মর্যাদা কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল!

এটাই হওয়া চাই মানুষের জীবনের অভীষ্ট।

একদা আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ আরাক গাছের ডাল ভেঙ্গে দাঁতন সংগ্রহ করছিলেন। তাঁর পায়ের রলা ছিল সরু সরু। বাতাসে তিনি দুলতে লাগলেন। তা দেখে লোকেরা হাসতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা কী নিয়ে হাসছ?" লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর নবী! ওর সরু পায়ের রলা নিয়ে।' তিনি বললেন,

((وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ)).

"সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! অবশ্যই ঐ (সরু) গোছাদুটি (কিয়ামতের) মীযানে উহুদ (পাহাড়) অপেক্ষা বেশি ভারী!" *(আহমাদ ৩৯৯১, ত্বাবারানী ৮৩৭১, আবূ য়্যা'লা ৫৩১০নং)*

তিনি ছিলেন কপর্দকশূন্য একজন সাহাবী। তাঁর দেহ ছিল কৃশ। পার্থিব জীবনে তাঁর কোন খ্যাতি ছিল না। তিনি কোন নেতা ছিলেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন সুমহান আল্লাহর এমন দাস যে, তিনি তাঁর নিকট বিশাল মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। ইল্ম ও আমলে তাঁর জীবন পরিপূর্ণ ছিল। মু'মিনদের মনে তাঁর প্রতি ভালোবাসার আধিক্য ছিল। তাই কিয়ামতের দাঁড়িপাল্লায় তাঁর পায়ের গোছা দুটি উহুদ পাহাড় থেকেও বেশি ভারী!

সুবহানাল্লাহ! এ কেমন সফলতা? এ কেমন কৃতকার্যতা?

হাকীম বিন হিযাম ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে এক বছর ইয়ামান গিয়েছিলেন। সেখানের এক বাজারে সেখানকার বাদশা যুল-য়্যাযানের সুন্দর এক জোড়া লেবাস পঞ্চাশ দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় ক'রে মদীনায় এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে উপহার দিতে গেলেন। তিনি বললেন, "আমরা মুশরিকদের উপহার গ্রহণ করি না। তবে এটা আমাকে বিক্রয় করতে পার।" তিনি তা ক্রয় ক'রে নিলেন এবং জুমআর দিন পরিধান ক'রে খুতবা দিলেন। কিন্তু তিনি বিলাস পছন্দ করতেন না। তাই তিনি সেটাকে উসামা বিন যায়দ ﷺ-কে উপহার স্বরূপ পরতে দিলেন। উসামা ছিলেন কৃষ্ণকায় কুশ্রী। তাঁর পিতা ছিলেন স্বাধীনকৃত ক্রীতদাস। বয়সেও ছিলেন ছোট। একদা তিনি তা পরে বাজারে গেলে হাকীম বিন হিযামের নজরে পড়ল। তিনি উসামাকে বললেন, 'তুমি বাদশা যুল-য়্যাযানের এই লেবাস পরেছ? (তুমি কি এই লেবাসের যোগ্য?!)'

প্রশ্ন শুনে উসামা ﷺ নির্দ্বিধায় উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ। (আমি এর যোগ্য।) অবশ্যই আমি যুল-য়্যাযান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমার পিতা তার পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আমার মাতা তার মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ!' *(হাকেম ৬০৫০, ত্বাবারানী ৩০২৪, ৩০৫৪নং)*

একজন গোলামের বেটা বলে, 'আমি বাদশা থেকে শ্রেষ্ঠ! আমার পিতামাতা একজন রাজার পিতামাতা থেকে শ্রেষ্ঠ!' কীসের ভিত্তিতে? কীসের স্পর্ধায়?

কীসের জন্য এ গর্ব?

গোলামী ও দাসত্বের ভিত্তিতে। যেহেতু উসামা ﷺ সুমহান প্রতিপালকের গোলাম ও দাস। আর যুল-য়্যাযান বাদশা হলেও, দুনিয়ার বাদশা। কিন্তু আখেরাতের মিসকীন। যেহেতু সে কাফের। যেহেতু সে অর্থের দাস। সুমহান স্রষ্টার দাস নয়।

হ্যাঁ। তাঁরাই বুঝেছিলেন জীবনের উদ্দেশ্য। আর সে উদ্দেশ্য তাঁদের সাধিত হয়েছে। এটাই হল পরিপূর্ণ সাফল্য। মানুষের চোখে গোলাম হয়েও সুমহান প্রতিপালকের গোলাম হতে পারা বিশাল মর্যাদার, বিশাল সম্মানের ব্যাপার।

আর এ নিয়ে গর্ব! কেবল আল্লাহর বান্দা, গোলাম বা দাস হতে পারলেই সেই গৌরব অর্জন হয়, যা নিয়ে মানুষ গর্ব করতে পারে। যেহেতু সে গৌরবময় সুমহান আল্লাহর দাস, যিনি সকল সম্মান ও গৌরবের অধিকারী।

আছে এ অনুভূতি বহু মুসলিমদের মাঝে? আছে এ অনুভূতি যে, সে সকল অবিশ্বাসী থেকে শ্রেষ্ঠ? সে যে কোন বর্ণ, জাতি, ভাষা, দেশ বা পরিবেশের হোক, তার জন্ম যে ভাবেই হোক, প্রতিপালন যেখানেই হোক, সামাজিক পজিশন যাই হোক, পেশা বা কর্ম যাই হোক, সে মুসলিম, সে সুমহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী দাস। সে কোন সৃষ্টির নয়, বরং স্রষ্টার গোলাম। সুতরাং সেই সর্বশ্রেষ্ঠ। আছে কি মনের মধ্যে সেই গর্ব ও আত্মমর্যাদা?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} (٧) سورة البينة

"নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।" *(বাইয়েনাহ ঃ ৭)*

তাহলে 'মুসলিম' বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা ও সংকোচ কেন? নিজের পরিচয় গোপন করার এ দুর্বলতা কেন? নিজেকে হেয় ও তুচ্ছজ্ঞান ক'রে অসম্মানীদের নিকট সম্মানের আশায় নিজের স্বকীয়তা বিক্রয় কেন? পার্থিব পদ বা সুখ লাভের জন্য? পৃথিবীতে সুখ্যাতি লাভের জন্য?

((تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ إِنْ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ)).

"ধ্বংস হোক দীনারের গোলাম, দিরহামের গোলাম ও উত্তম পোশাকের গোলাম (দুনিয়াদার)! যদি তাকে দেওয়া হয়, তাহলে সে সন্তুষ্ট হয়। আর না দেওয়া হলে অসন্তুষ্ট হয়। সে ধ্বংস হোক, লাঞ্ছিত হোক! তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে তা বের করতে

না পারুক।

ঐ বান্দার জন্য সুসংবাদ যে আল্লাহর পথে নিজের ঘোড়ার লাগাম ধরে প্রস্তুত আছে। যার মাথার কেশ আলুথালু, যার পদযুগল ধূলিমলিন। তাকে পাহারার কাজে নিযুক্ত করলে, পাহারার কাজে নিযুক্ত থাকে। আর তাকে সৈন্যদলের পশ্চাতে (দেখাশোনার কাজে) নিয়োজিত করলে, সৈন্যদলের পশ্চাতে থাকে। যদি সে কারো সাক্ষাতের অনুমতি চায়, তাহলে তাকে অনুমতি দেওয়া হয় না এবং কারো জন্য সুপারিশ করলে, তার সুপারিশ গ্রহণ করা হয় না।" *(বুখারী ২৮৮৭, মিশকাত ৫১৬১নং)*

সুসংবাদ মহান আল্লাহর সেই গোলামের জন্য, যে মানুষের কাছে নগন্য হলেও তাঁর কাছে নগন্য নয়। সমস্ত গোলাম থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ এ গোলাম। গর্ব তো হবেই। সে কার গোলাম দেখতে হবে না? সে যে বিশ্বাধিপতি সারা জাহানের পালনকর্তা আল্লাহর গোলাম। নিগ্রো হলেও পৃথিবীর যে কোন অবিশ্বাসী সুদর্শন রাজপুত্র অপেক্ষা কোটিগুণে শ্রেষ্ঠ। অনুরূপ বিশ্বাসী আত্মসমর্পণকারী কালো কুৎসিৎ নারী পৃথিবীর যে কোনও অবিশ্বাসী রাজকন্যা বা বিশ্বসুন্দরী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلاَ تُنكِحُواْ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُواْ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُوْلَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللّهُ يَدْعُوَ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (٢٢١)

"অংশীবাদী রমণী যে পর্যন্ত না (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস করে, তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো না। অংশীবাদী নারী তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও নিশ্চয় (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসী ক্রীতদাসী তার থেকেও উত্তম। (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাস না করা পর্যন্ত অংশীবাদী পুরুষের সাথে (তোমাদের কন্যার) বিবাহ দিও না। অংশীবাদী পুরুষ তোমাদেরকে চমৎকৃত করলেও (ইসলাম ধর্মে) বিশ্বাসী ক্রীতদাস তার থেকেও উত্তম। কারণ, ওরা তোমাদের আগুনের দিকে আহবান করে এবং আল্লাহ তোমাদেরকে স্বীয় ইচ্ছায় বেহেশ্ত ও ক্ষমার দিকে আহবান করেন। তিনি মানুষের জন্য স্বীয় নিদর্শনসমূহ সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, যাতে তারা তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করতে পারে।" (বাক্বারাহ ঃ ২২১)

যেহেতু বিশ্বাসী বান্দা-বান্দী সেই মহান সত্তার বন্দেগী ও গোলামী করে, যিনি সকল সম্মানের অধিকারী।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ} (١٨٠) سورة الصافات

"ওরা যা আরোপ করে, তা হতে তোমার প্রতিপালক পবিত্র ও মহান, যিনি

সকল সম্মানের অধিকারী।" (স্বাফ্ফাত ঃ ১৮০)

পরন্তু আল্লাহর বান্দা-বান্দী কাফেরদের কোন অসম্মানজনক কথায় দুঃখ পায় না। কারণ তিনি বলেছেন,

{وَلاَ يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} (٦٥) سورة يونس

"আর ওদের কথা যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। নিশ্চয়ই যাবতীয় শক্তি-সম্মান আল্লাহরই জন্য, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা।" (ইউনুস ঃ ৬৫)

নামধারী অনেক কপট মুসলিম আছে, যারা ধারণা করে, মুসলিমদের তুলনায় কাফেরদের মর্যাদা বেশি। তারা কাফেরদের দুনিয়ার সুখ-সমৃদ্ধি ও আয়-উন্নতি দেখে তাদেরকেই প্রকৃত সম্মানী ও ইজ্জতদার মনে করে। নিজেদেরকে তথাকথিত সম্মানে সম্মানিত করার জন্য কাফেরদের তোষামদ করে। প্রকৃতপ্রস্তাবে মুনাফিকরাও কাফের এবং মুসলিমদের ইজ্জতের সাথে তাদের ইজ্জতের কোন তুলনাই হয় না।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (٨) سورة المنافقون

"বস্তুতঃ যাবতীয় সম্মান তো আল্লাহরই এবং তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীদের। কিন্তু মুনাফিক (কপট)রা তা জানে না।" (মুনাফিক্বুন ঃ ৮)

{الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِـزَّةَ لِلّـهِ جَمِيعًا} (١٣٩) سورة النساء

"যারা বিশ্বাসীদের পরিবর্তে অবিশ্বাসীদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। তারা কি তাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? অথচ সমস্ত সম্মান তো আল্লাহরই।" *(নিসা ঃ ১৩৯)*

বলা বাহুল্য, দুনিয়ার মানুষ শোনো!

{مَن كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا} (١٠) سورة فاطر

"কেউ ক্ষমতা (ইজ্জত-সম্মান) চাইলে (সে জেনে রাখুক) সকল ক্ষমতা (ইজ্জত-সম্মান) তো আল্লাহরই।" (ফাত্বির ঃ ১০)

সুমহান ইজ্জত-ওয়ালার গোলাম হয়ে যাও, তাহলে তুমিই হবে পৃথিবীর সবার চাইতে বেশি ইজ্জত-ওয়ালা সম্মানী, তোমারই মাথায় পরানো হবে সম্মানের মুকুট; যদিও তুমি ক্রীতদাস হও।

একদা খলীফা উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ-এর সাথে উসফান নামক জায়গায় নাফে' বিন আব্দুল হারেষের সাক্ষাৎ হল। তিনি খলীফার পক্ষ থেকে মক্কার শাসক ছিলেন। খলীফা তাঁকে প্রশ্ন করলেন, 'উপত্যকাবাসী (মক্কা)র লোকেদের জন্য

কাকে শাসক বানিয়ে এলে?' তিনি বললেন, 'ইবনে আবযা কে।' খলীফা বললেন, 'ইবনে আবযা আবার কে?' তিনি বললেন, 'আমাদের একজন স্বাধীনকৃত ক্রীতদাস।' খলীফা বললেন, 'তুমি স্বাধীনকৃত ক্রীতদাসকে তাদের শাসক বানিয়ে এসেছ?' তিনি বললেন, 'তিনি আল্লাহর কিতাবের ক্বারী (হাফেয) এবং ফারায়েয বিষয়ে আলেম।' খলীফা বললেন, 'শোন! তোমাদের নবী ﷺ-ই তো বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الكِتَابِ أَقْوَاماً وَيَضَعُ بِهِ آخرِينَ)).

"মহান আল্লাহ এই গ্রন্থ দ্বারা বহু জনগোষ্ঠীর উত্থান ঘটান এবং এরই দ্বারা অন্য বহু জনগোষ্ঠীর পতন সাধন করেন।" *(মুসলিম ১৯৩৪নং)*

লোকচক্ষে তুচ্ছ হওয়া সত্ত্বেও যে মহান আল্লাহর দাসত্বের ফলে মর্যাদাবান হওয়া যায়, তার একটি প্রমাণ আবূ হুরাইরা ﷺ-এর বর্ণিত এই হাদীস। তিনি বলেন, কালোবর্ণের একজন মহিলা অথবা যুবক মসজিদ ঝাড়ু দিত। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাকে (একদিন) দেখতে পেলেন না। সুতরাং তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ বললেন, 'সে মারা গেছে।' তিনি বললেন, "তোমরা আমাকে সংবাদ দিলে না কেন?" তাঁরা যেন তার ব্যাপারটাকে নগণ্য ভেবেছিলেন। তিনি বললেন, "আমাকে তার কবরটা দেখিয়ে দাও।" সুতরাং তাঁরা তার কবরটি দেখিয়ে দিলেন এবং তিনি তার উপর জানাযা পড়লেন। অতঃপর তিনি বললেন,

((إِنَّ هذِهِ القُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَى أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِي عَلَيْهِمْ)).

"নিশ্চয় এ কবরসমূহ কবরবাসীদের জন্য অন্ধকারময়। আর আল্লাহ তাআলা তাদের জন্য আমার জানাযা পড়ার কারণে তা আলোময় ক'রে দেন।" *(বুখারী ৪৫৮, মুসলিম ২২৫৯নং)*

মহান আল্লাহর দাস হতে পারলে ক্রীতদাসেরও মর্যাদা যে কত বৃদ্ধি পেতে পারে, তার প্রমাণে আরও একটি হাদীস প্রণিধান করুন।

বায়আতে রিযওয়ানে অংশগ্রহণকারীদের একজন (সাহাবী) আবূ হুবাইরাহ আইয ইবনে আম্র মুযানী ﷺ বলেন, (হুদাইবিয়ার সন্ধি ও বায়আতের পর) আবূ সুফিয়ান (কাফের অবস্থায়) সালমান, সুহাইব ও বিলালের নিকট এল। সেখানে আরো কিছু সাহাবা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা (আবূ সুফিয়ানের প্রতি ইঙ্গিত ক'রে) বললেন, 'আল্লাহর তরবারিগুলো আল্লাহর শত্রুর হক আদায় করেনি।' (এ কথা শুনে) আবূ বাক্র ﷺ বললেন, 'তোমরা এ কথা কুরাইশের বয়োবৃদ্ধ ও তাদের নেতার সম্পর্কে বলছ?' অতঃপর আবূ বাক্র ﷺ নবী ﷺ-এর নিকট এলেন এবং (এর) সংবাদ দিলেন। নবী ﷺ বললেন,

((يَا أَبَا بَكْرٍ ، لَعَلَّكَ أَغْضَبْتَهُمْ ؟ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ)).

"হে আবু বাক্র! সম্ভবতঃ তুমি তাদেরকে (অর্থাৎ সালমান, সুহাইব ও

বেলালকে) অসন্তুষ্ট করেছ। তুমি যদি তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছ, তাহলে তুমি আসলে তোমার প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করেছ।" সুতরাং আবূ বাক্‌র তাঁদের নিকট এসে বললেন, 'ভাইয়েরা! আমি কি তোমাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছি?' তাঁরা বললেন, 'না। আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুক ভাইজান!' *(মুসলিম ৬৫৬৮-নং)*

আল্লাহু আকবার! এ কোন্ মর্যাদা! এ কোন্ আত্মসমর্পণকারীদের ধর্ম! মানুষের দাসরাও সুমহান প্রতিপালকের প্রকৃত দাস হয়ে এত বিশাল সম্মানে ভূষিত হতে পারে!

মুসলিমদের সকলেই চেনে কৃষ্ণকায় বেলাল ﷺ-কে। তিনি ছিলেন মদীনার মসজিদের রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুআয্যিন। জীবনের মর্ম তাঁরা বুঝে ছিলেন, তাই দাসত্বের শৃঙ্খল পরা অবস্থায় কালাতিপাত করেও সুমহান প্রভুর প্রকৃত দাস হয়ে গর্বিত ও ধন্য হয়েছেন।

ومما زادني فخراً وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثُّريَّا

دخولي تحت قولك يا عبادي وأَنْ أرسلت أحمدَ لي نبيا

(হে আল্লাহ!) যে সকল জিনিস আমার গর্ব ও ফখর বৃদ্ধি করেছে এবং তার ফলে আমার পদতল দিয়ে তারকাপুঞ্জ দলন করার উপক্রম হয়েছি, তা এই যে, আমি তোমার বাণী, 'হে আমার দাসগণ!'---এর অন্তর্ভুক্ত। আর তুমি আমার জন্য আহমাদ (ﷺ)কে নবীরূপে প্রেরণ করেছ।

জীবনের উদ্দেশ্য হতে উদাসকারী কতিপয় বিষয়

অধিকাংশ মানুষই নিজেদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উদাসীন। অধিকাংশ মানুষই উপলক্ষ্যকে লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত ক'রে জীবন যাপন করছে। নিজেদের আসল বাড়ি সাজানোর কাজ বর্জন ক'রে সরাইখানাকে সাজাতে ব্যস্ত রয়েছে। চিরস্থায়ী জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না ক'রে ক্ষণস্থায়ী জীবন নিয়ে বিভোল রয়েছে।

কেন এ ঔদাস্য? কেন এ বিপরীত আচরণ? জীবনের মূল উদ্দেশ্য থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার পিছনে কার হাত রয়েছে?

চলুন, জীবনের উদ্দেশ্য হতে উদাসকারী কতিপয় বিষয় নিয়ে আলোচনা ক'রে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি।

শয়তান

সুমহান প্রভুর একান্ত দাস হওয়ার অন্যতম বাধা হল শয়তান। সে মানুষের আদি শত্রু। সে চায় না যে, মানুষ আল্লাহর বান্দা হোক। সে চায় মানুষ তার গোলাম হোক, তার পূজারী হোক। সুতরাং তারই প্রলোভনে মানুষ ভ্রষ্ট হয়। তারই কুমন্ত্রণায় মানুষ শির্ক করে।

নবী নূহ ﷺ-এর কওমে অদ্দ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নস্‌র নামক পাঁচজন নেক ও সালেহ লোক ছিলেন। *(নূহ ঃ ২৩)* তাঁদের ইবাদত ও নেক আমলের কথা মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধও ছিল। তাঁদের গত হওয়ার পরও সেই প্রসিদ্ধি মানুষের মাঝে স্মরণীয় ছিল। কোন ইবাদত করার সময় লোকেরা তাঁদের ইবাদত স্মরণ করত। তাঁদের কথা মনে হলে যেন ইবাদতে অধিক মন বসত। তাই তারা তাঁদের কবর যিয়ারত করত। কিছুদিন পর তাঁদের কবরের ধারে-পাশে ইবাদত শুরু করল লোকেরা। সুযোগ পেয়ে শয়তান ওদের মনে আর এক নতুন কুমন্ত্রণা দিল যে, তাঁদের মূর্তি বানিয়ে যদি তারা তাদের মজলিসে (বৈঠকখানায়) স্থাপন করে, তাহলে তাঁদেরকে প্রায় সর্বক্ষণ নিকটে দেখে তাঁদের ইবাদতের কথা সর্বদা মনে পড়বে, ফলে তাদের ইবাদতে মনোযোগ বাড়বে। কিন্তু তারা এর পরিণাম বুঝতে পারল না। শয়তান কৃতার্থ হল। প্রতিমা বানিয়ে তাদের মজলিসে প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু তখন তাঁদের পূজা হত না। সে যুগের মানুষের মৃত্যুর পর পরবর্তী বংশধরদের মনে শয়তানী কুমন্ত্রণা পড়ল যে, এঁদেরকেই সম্মুখে রেখে তাদের পিতা-পিতামহরা ইবাদত করত; বরং এঁদেরই পূজা করত। তারা তাই সত্য ভেবে শুরু করল মূর্তিপূজা। আর তখন থেকেই সূচনা হল মূর্তিপূজার। *(বুখারী ৪৯২০নং)*

শয়তান তার পরিণতি জাহান্নাম তা জানে। তাই মানুষের পশ্চাতে তার দুশমনির প্রধান উদ্দেশ্য হল, যার কারণে সে জাহান্নামে যাবে, তাকে তারই কারণে যতটা সম্ভব জাহান্নামের সঙ্গী ক'রে নেওয়া।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ}

"শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে এ জন্য আহবান করে যে, ওরা যেন জাহান্নামী হয়।" (ফাত্বির ঃ ৬)

সুমহান স্রষ্টার পক্ষ থেকে অবকাশ ছিল এবং তার পণ ছিল,

{فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (١٦) ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ} (١٧) سورة الأعراف

"সে বলল, 'যাদের কারণে তুমি আমাকে ভ্রষ্ট করলে, আমিও তাদের জন্য

তোমার সরল পথে নিশ্চয় ওঁৎ পেতে থাকব; অতঃপর আমি অবশ্যই তাদের সম্মুখ, পশ্চাৎ, ডান ও বাম দিক হতে তাদের নিকট আসব এবং তুমি তাদের অধিকাংশকেই কৃতজ্ঞ পাবে না।" (আ'রাফ ঃ ১৬-১৭)

{لأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً (١١٨) وَلأُضِلَّنَّهُمْ وَلأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ} (١١٩) سورة النساء

"আমি তোমার দাসদের এক নির্দিষ্ট অংশকে (নিজের দলে) গ্রহণ করবই এবং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করবই; তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করবই, আমি তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব ফলে তারা পশুর কর্ণচ্ছেদ করবেই এবং তাদেরকে নিশ্চয় নির্দেশ দেব ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই।" *(নিসাঃ ১১৮-১১৯)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসঊদ ﷺ বলেন, রসূল ﷺ আমাদের জন্য স্বহস্তে একটি রেখা টানলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "এটি আল্লাহর সরল পথ।" অতঃপর ঐ রেখার ডাইনে ও বামে কতকগুলি রেখা টেনে বললেন,

(هَذِهِ سُبُلٌ قَالَ يَزِيدُ مُتَفَرِّقَةٌ عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ).

"এগুলি বিভিন্ন পথ। এই পথগুলির প্রত্যেটির উপর একটি করে শয়তান আছে; যে ঐ পথের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে।"

অতঃপর তিনি আল্লাহ তাআলার এই বাণী পাঠ করলেন,

{وَأَنَّ هذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوْا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ}.

অর্থাৎ, এবং নিশ্চয় এটি আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এ ভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা সাবধান হও। *(সূরা আনআম ১৫৩ আয়াত, আহমাদ ৪১৪২, নাসাঈ কুবরা ১১১৭৪, হাকেম ৩২৪১, মিশকাত ১/৫৯)*

বলা বাহুল্য, মানুষের পশ্চাতে সদা ফেরে শয়তান। মুসলিম ও নেক মানুষের কাছে তার বেশী আগমন। কারণ, কাফের তো কাফেরই। মৃতকে মেরে ফল কী? (তবে তাদেরকে মুমিনদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়।) তাই ঈমানে জীবিত মানুষকে মারার বিভিন্ন চক্র ফাঁদে। প্রথমতঃ তাকে কুফ্র ও শির্কে ফেলার চেষ্টা করে। কমজোর ঈমানের মানুষ রোগ-মসীবতে বা বন্ধ্যাত্বে পড়লে শয়তান বৃহৎ সুযোগ গ্রহণ করে। আল্লাহর দরজা ছাড়িয়ে তাদেরকে অন্যের দরজায় (দরগায়) চাওয়া করায়। কোন হিতাকাঙ্ক্ষীর বেশে এসে তাকে বলে, 'অমুক দরগায় যা, তোর সব আশা পূর্ণ হবে। তোর ছেলে মারা গেছে, এত টাকা নোকসান হয়েছে, আল্লাহ তোর

প্রতি যুলুম করেছে---' ইত্যাদি।

যদি কাফের ও মুশরিক নাও বানাতে পারে, তবে সে মানুষকে কোন মহাপাপে ফেলার চেষ্টা করে। তাদের প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতাকে উদ্বুদ্ধ করে, তাদের মধ্যে আপোষে হিংসা, দ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টি করে। সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে ভায়ে-ভায়ে ও স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনোমালিন্য ও ঝগড়া বাধিয়ে এক অপর থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ إِبْلِيسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ – قَالَ – فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ، فَيَلْتَزِمُهُ ».

"সমুদ্রের উপর শয়তান তার সিংহাসন রেখে মানুষকে বিভিন্ন পাপ ও ফিতনায় জড়িত করার উদ্দেশ্যে নিজের শিষ্যদল পাঠিয়ে থাকে। তার কাছে সেই শিষ্য সবচেয়ে বড় মর্যাদা (ও বেশী নৈকট্য) পায়, যে সবচেয়ে বড় পাপ বা ফিতনা সৃষ্টি করতে পারে। কোন শিষ্য এসে বলে, 'আমি এই করেছি।' ইবলীস বলে, 'তুই কিছুই করিসনি।' অন্যজন বলে 'আমি একজনের পিছনে লেগে তার স্ত্রীকে তালাক দেওয়া করিয়েছি।' তখন শয়তান তাকে নিকটে করে (জড়িয়ে ধরে) বলে, 'হ্যাঁ, তুমিই একটা কাজ করেছ!" *(মুসলিম ৭২৮৪নং)*

যখন কোন পাপেও ফেলতে পারে না, তখন সে মানুষকে তাদের মনে বিভিন্ন ভয়, কুমন্ত্রণা ও প্রলোভন দিয়ে আল্লাহর ইবাদতে বাধা দেয়।

কেউ মুসলিম হতে চাইলে বলে, 'বাপ-দাদার ধর্ম ত্যাগ করবি? লোকে কী বলবে?' হিজরত করতে চাইলে বলে, 'মাতৃভূমি ত্যাগ করবি, বিদেশে সুখ পাবি?' জিহাদ করতে চাইলে বলে, 'খুন হয়ে যাবি, তোর সম্পদ ও স্ত্রী-পুত্রের কী হবে?' নামাযী ফজরের নামায পড়তে চায় তো শয়তান বলে, 'এখনো বহু রাত বাকী। ঠান্ডায় ওযু করে নামায পড়া বড় কঠিন, ঘুমা।' কেউ মাদ্রাসায় পড়তে চাইলে বলে, 'ফকীরী বিদ্যা, ওতে পয়সা নেই, পেট চলবে কী করে? মেগে খেতে হবে' ইত্যাদি!

হজ্জ করতে চাইলে বলে, 'হজ্জ করবি? এত হাজার খরচ হয়ে যাবে, পয়সাটা অন্য কাজে লাগবে।' যাকাত দিতে গেলে বলে, 'যাকাত কিসের ? ওতে ধন কমে যাবে। ও জরিমানা কেন দিবি? ও তো তোর নিজের কামাই।' রোযা রাখতে চাইলে বলে, 'বড় কঠিন! স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাবে। কাজ হবে না, চাষ হবে না, পড়া হবে না' ইত্যাদি। স্ত্রী কন্যাকে বোরকা পরালে বা দাড়ি রাখলে বলে, 'ছিঃ! দেখতে ভুত লাগে, লোকে ঠাট্টা করবে। এ যুগে আর ও সব চলে না।' শরীয়তী

পর্দা করলে শয়তান আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার সুযোগ গ্রহণ ক'রে বলে, 'ছিঃ! ওদের বাড়ী যাবি কেন? মেয়েরা লুকোলুকি করে।' ইত্যাদি। *(দ্রঃ সহীহুল জামে' ১৬৫২নং)*

অবশ্য 'নাফ্সে আম্মারাহ'ও মানুষকে এ রকম বলতে পারে। তাই তো রমযানে দুর্দম শয়তান বন্দী থাকলেও এই নাফ্স শয়তানের কাজ করে। ফলে বহু পাপ বন্ধ হয় না।

শয়তান যখন মানুষকে কুমন্ত্রণা দেওয়া সত্ত্বেও ইবাদতে বাধা দিতে পারে না, তখন তার (মুমিনের) ইবাদতকেই সমূলে নষ্ট করার চেষ্টা করে। যাতে ইবাদতে সে কোন নেকী বা ফল না পায়। অতএব তার নামাযে এসে সাংসারিক যত কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এমনকি যে কথা নামাযের বাইরে মনে পড়ছিল না, তা নামাযে দাঁড়িয়ে মনে পড়ে যায়। আল্লাহর দরবার থেকে তার মন ফিরিয়ে নেয়। যার ফলে নামাযে বিভিন্ন ভুল হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِذَا نُودِيَ بِالصَّلاَةِ ، أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ ، وَلَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لاَ يَسْمَعَ التَّأذِينَ ، فَإِذَا قُضِيَ النِّدَاءُ أَقْبَلَ ، حَتَّى إِذَا ثُوِّبَ للصَّلاةِ أَدْبَرَ ، حَتَّى إِذَا قُضِيَ التَّثْوِيبُ أَقْبَلَ ، حَتَّى يَخْطِرَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ ، يَقُوْلُ : اذْكُرْ كَذَا وَاذْكُرْ كَذَا – لِمَا لَمْ يَذْكُرْ مِنْ قَبْلُ – حَتَّى يَظَلَّ الرَّجُلُ مَا يَدْرِيْ كَمْ صَلَّى)).

"যখন নামাযের জন্য আযান দেওয়া হয়, তখন শয়তান বাতকর্ম করতে করতে পিঠ ঘুরিয়ে পলায়ন করে, যাতে সে আযান শুনতে না পায়। তারপর আযান শেষ হলে ফিরে আসে। শেষ পর্যন্ত যখন 'তাকবীর' দেওয়া হয়, তখন আবার পিঠ ঘুরিয়ে পালায়। অতঃপর যখন 'তাকবীর' শেষ হয়, তখন আবার ফিরে আসে। পরিশেষে (নামাযী) ব্যক্তির মনে এই কুমন্ত্রণা প্রক্ষেপ করে যে, অমুক জিনিসটা স্মরণ কর, অমুক বস্তুটা খেয়াল কর। সে সমস্ত বিষয় (স্মরণ করায়) যা পূর্বে তার স্মরণে ছিল না। শেষ পর্যন্ত এ ব্যক্তি এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয় যে, সে বুঝতে পারে না, কত রাকআত নামায সে আদায় করল।" *(বুখারী ৬০৮, মুসলিম ১২৯৫নং)*

নামায সহ অন্যান্য সকল ইবাদতে 'রিয়া' ভরার চেষ্টা করে এবং আরো বিভিন্ন পথে তার ইবাদত বিনষ্ট করার চেষ্টা করে। অনেকের কাছে তার সে চেষ্টা সফল হয়। কিন্তু পাক্কা মুসলিমের কাছে শয়তানের কোন কু-বুদ্ধিই সফল হয় না।

প্রত্যেক সেই কাজ যাতে আল্লাহর নাফরমানী হয়, তাতে শয়তানের (অথবা মনের) তাবেদারী হয়। প্রত্যেক পূজা, উপাসনা, নযর-নিয়ায, বলিদান যা গায়রুল্লাহর নামে হয়, তা বস্তুতঃ শয়তানের নামেই। কারণ, শয়তানই এসবের আদেশ-নির্দেশ ও পরামর্শ দিয়ে থাকে। এই জন্য যারা ফিরিশ্তার পূজা করে, প্রকৃত

পক্ষে তারা শয়তানেরই পূজা করে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاء إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (٤٠) قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ} (٤١) سبأ

"যেদিন তিনি এদের সকলকে একত্রিত করবেন এবং ফিরিশ্তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন, 'এরা কি তোমাদেরই পূজা করত?' ফিরিশ্তারা বলবে, 'তুমি পবিত্র মহান! আমাদের সম্পর্ক তোমারই সাথে; ওদের সাথে নয়। বরং ওরা তো পূজা করত জ্বিনদের এবং ওদের অধিকাংশই ছিল তাদেরই প্রতি বিশ্বাসী।" *(সাবা' ঃ ৪০-৪১)*

{إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَّرِيدًا} (١١٧) سورة النساء

"তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে তারা কেবল নারীদেরকে (দেবীদেরকে) আহবান করে এবং তারা কেবল বিদ্রোহী শয়তানের পূজা করে।" (নিসা ঃ ১১৭)

মোট কথা, শয়তান প্রত্যেক ভালো ও ন্যায় কার্যে বাধা ও ভীতি এবং মন্দ ও অন্যায় কার্যে আদেশ ও উৎসাহ প্রদান ক'রে থাকে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (٢٦٨) سورة البقرة

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্র্যের ভয় দেখায় এবং জঘন্য কাজে উৎসাহ দেয়, পক্ষান্তরে আল্লাহ তোমাদেরকে তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। আল্লাহ বিপুল দাতা, সর্বজ্ঞ।" (বাক্বারাহ ঃ ২৬৮)

যেমন সূরা আ'রাফের ১৬- ১৭নং আয়াতেও উক্ত বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে।

তার মানুষ বন্ধুও আছে অনেক। বন্ধুবেশে মানুষকে পাপে ফাঁসিয়ে দূর থেকে হাসে। ধ্বংসের পথে বাড়িয়ে দিয়ে পশ্চাৎপদে পলায়ন করে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّيَ أَخَافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٤٨) سورة الأنفال

"স্মরণ কর, শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল এবং বলেছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না, আর আমি অবশ্যই তোমাদের সহযোগী (প্রতিবেশী)।' অতঃপর দু'দল যখন

পরস্পরের সম্মুখীন হল, তখন সে পিছু হটে সরে পড়ল ও বলল, 'নিশ্চয় তোমাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। নিশ্চয় আমি তা দেখি, যা তোমরা দেখতে পাও না। নিশ্চয় আমি আল্লাহকে ভয় করি।' আর আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর।" (আন্‌ফাল ঃ ৪৮)

{كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ} (١٦) سورة الحشر

"(ওরা) শয়তানের মতো, যে মানুষকে বলে, 'অবিশ্বাস কর।' অতঃপর যখন সে অবিশ্বাস করে, তখন শয়তান বলে, 'তোমার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, নিশ্চয় আমি বিশ্ব-জাহানের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।" (হাশ্‌র ঃ ১৬)

সংসারের নিয়মই এই। সৎ কম, অসৎ বেশী। পৃথিবীতে প্রত্যেক যুগে (ভাবী হযরত ঈসা ﷺ-এর যুগ ব্যতীত) কিয়ামত পর্যন্ত মুষ্টিমেয় কতক লোক ছাড়া সবাই তো শয়তানেরই চেলা-চামুন্ডা।

{وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ} (٢٠) سورة سبأ

"ওদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করল, ফলে ওদের মধ্যে একটি বিশ্বাসী দল ছাড়া সকলেই তার অনুসরণ করল।" (সাবা' ঃ ২০)

শয়তানের ভ্রষ্ট করার পদ্ধতি অসংখ্য। যার জন্য পথভ্রষ্ট মানুষের সংখ্যা অধিক। তার কিছু পদ্ধতি, যথা ঃ-

১। হককে বাতিল এবং বাতিলকে হক ক'রে প্রদর্শন।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٦٣) سورة النحل

"শপথ আল্লাহর! আমি তোমার পূর্বেও বহু জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করেছি; কিন্তু শয়তান ঐ সব জাতির কার্যকলাপ তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছিল; সুতরাং সে আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদেরই জন্য মর্মন্তুদ শাস্তি।" (নাহল ঃ ৬৩)

যাতে ফেঁসে অগণিত মানুষ নামায-রোযা ত্যাগ ক'রে কবর ও দর্গা পূজায় মন বসায়। সুন্নাতকে বিদআত ও বিদআতকে সুন্নাত মনে করে। প্রাচ্যের (ইসলামের) পবিত্র সামাজিক জীবনযাত্রা ও শিষ্টাচারকে পরাধীনতা এবং প্রতীচ্যের নগ্নতা, দ্বীনহীনতা ও দুর্গতিকে স্বাধীনতা ও প্রগতি বলে। যেখানে পুরুষরা তাদের নারীদের পবিত্রতা ও সতীত্বের জীবন অতিবাহিত করতে তাদেরকে লালায়িত কুকুরদের দৃষ্টি হতে হিফাযতে রাখে, সেখানে নারীকে ভোগ্যপণ্য বলে। আর

যেখানে পুরুষরা মাঠে, ঘাটে, পথে, বিদ্যালয়ে, অফিসে ইত্যাদিতে নারীর রূপ-সৌন্দর্য ও যৌবন নিয়ে খেলা খেলে, সেখানে তাদেরকে ধন্য-ধন্য বলে। আল্লাহর অনুগত বান্দাদের অবাধ্য স্ত্রী-পরিজনকে ব্যবহার ক'রে শয়তান তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট ক'রে মানুষের কাছে তাদেরকে তুচ্ছ করে এবং সম্মানীদেরকে জনসমক্ষে অসম্মানী ক'রে তোলে।

সত্য ও ন্যায়কে অসত্য ও অন্যায় করে দেখিয়ে শয়তান বড় সাফল্য অর্জন করেছে এবং মানুষ এই ফাঁসে ফেঁসে সর্বাধিক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সকল ভ্রষ্ট জাতিকে সঠিক পথ হতে দূরে রাখার শয়তানী এই কৌশল বড় প্রাচীন। মহান আল্লাহ সাবার রানীর ব্যাপারে বলেছেন,

{وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ} (٢٤) سورة النمل

"(হুদহুদ বলল,) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম, তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সিজদাহ করছে। শয়তান ওদের নিকট ওদের কার্যাবলীকে সুশোভন করেছে এবং ওদেরকে সৎপথ হতে বিরত রেখেছে, ফলে ওরা সৎপথ পায় না।" (নাম্‌ল ঃ ২৪)

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

{وَعَادًا وَثَمُودَ وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ} (٣٨) سورة العنكبوت

"আর আমি আ'দ ও সামূদকে ধ্বংস করেছিলাম; ওদের বাড়ি-ঘরই তোমাদের জন্য এর সুস্পষ্ট প্রমাণ। শয়তান ওদের কাজকে ওদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল এবং ওদেরকে সৎপথ অবলম্বনে বাধা দিয়েছিল; যদিও ওরা ছিল বিচক্ষণ।" *(আনকাবূত ঃ ৩৮)*

২। হারাম বা অবৈধ, অশ্লীল ও অসভ্য জিনিসের মনোলোভা, শ্লীল ও সভ্য নামকরণ।

যেমন জান্নাতে আদম ও হাওয়ার (আঃ) নিকট নিষিদ্ধ বৃক্ষের নাম দিয়েছিল অবিনশ্বর বৃক্ষ (যার ফল ভক্ষণ করে অবিনাশী জীবন লাভ হয়।)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى} (١٢٠)

"অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল। সে বলল, 'হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দেব অনন্ত জীবনপ্রদ বৃক্ষ ও অক্ষয় রাজ্যের কথা?" *(ত্বা-হা ঃ ১২০)*

আর আজও ধর্মহীনতার নাম ধর্ম-নিরপেক্ষতা, নগ্নতার নাম ফ্যাশান ও

সভ্যতা। সূদের নাম লভ্যাংশ ও ইনটারেষ্ট, মদ্যের নাম সুরা ও শারাব, ঘুষের নাম বখশিস, ব্যভিচারের বা অবৈধ সম্পর্কের নাম ভালোবাসা, গান-বাদ্যের নাম রূহের খোরাক, বেশ্যা ও কসবীর নাম যৌনকর্মী ইত্যাদি দিয়ে মানুষকে ধোকায় ফেলে তার আখেরাত বরবাদ করে।

৩। অতিরঞ্জন ও অভক্তি, অবজ্ঞা এবং অবহেলা সৃষ্টি করা।

যে মানুষের মনে দ্বীনী চেতনা বেশী দেখে, তার মনে অতিরঞ্জনের কুমন্ত্রণা দেয়, ফলে মানুষ আব্দকে মা'বুদের আসনে বসিয়ে মা'বুদ ছেড়ে আব্দের নিকট সব কিছু চেয়ে থাকে এবং প্রায় প্রত্যেক ইবাদতে কিছু না কিছু অতিরিক্ত (বিদআত) ক'রে থাকে।

পক্ষান্তরে যার মনে দ্বীনী চেতনা কম, তার মনে আরো অধিক অবজ্ঞা ও অবহেলা এনে তাকে প্রায় বে-আমল ক'রে ফেলে। আর দুজনকেই সিরাতে মুস্তাকীম হতে সুদূরে অপসারিত করে।

৪। মানুষকে অলস ও নিরুদ্যম ক'রে ফেলা।

যার ফলে মানুষ ইবাদতে ঢিল দিতে দিতে একদিন বিলকুল ত্যাগ ক'রে বসে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((يَعْقِدُ الشَّيطَانُ عَلَى قَافِيَةِ رَأسِ أَحَدِكُمْ ، إِذَا هُوَ نَامَ ، ثَـلاَثَ عُقَـدٍ ، يَـضْرِبُ عَلَـى كُلِّ عُقْدَةٍ : عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ فَارْقُدْ، فَإِن اسْتَيقَظَ ، فَذَكَرَ اللهَ تَعَالَى انحلَّتْ عُقْـدَةٌ ، فَـإِنْ تَوَضَّأَ ، انْحَلّتْ عُقدَةٌ ، فَإِنْ صَلَّى ، انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا ، فَأَصْبَحَ نَشِيطاً طَيِّبَ الـنَّفْسِ ، وَإِلاَّ أَصْبحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلاَنَ)).

"যখন তোমাদের কেউ নিদ্রা যায় তখন) তার গ্রীবাদেশে শয়তান তিনটি করে গাঁট বেঁধে দেয়; প্রত্যেক গাঁটে সে এই বলে মন্ত্র পড়ে যে, 'তোমার সামনে রয়েছে দীর্ঘ রাত, অতএব তুমি ঘুমাও।' অতঃপর যদি সে জেগে উঠে আল্লাহর যিক্র করে, তাহলে একটি গাঁট খুলে যায়। তারপর যদি ওযূ করে, তবে তার আর একটি গাঁট খুলে যায়। তারপর যদি নামায পড়ে, তাহলে সমস্ত গাঁট খুলে যায়। আর তার প্রভাত হয় স্ফূর্তিভরা ভালো মনে। নচেৎ সে সকালে ওঠে কলুষিত মনে ও অলসতা নিয়ে।" *(বুখারী ১১৪২, ৩২৬৯, মুসলিম ১৮৫৫নং আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

((إنَّ اللهَ يُحِبُّ العُطَاسَ ، وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ ، فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللهَ تَعَالَى كَـانَ حَقّاً عَلَى كُلِّ مُـسْلِمٍ سَمِعَهُ أَنْ يَقُـولَ لَـهُ : يَرْحَمُـكَ اللهُ ، وَأَمَّـا التَّثَـاؤُبُ فَإِنَّمَـا هُـوَ مِـنَ الشَّيْطَانِ ، فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ ، فَـإِنَّ أَحَـدَكُمْ إِذَا تَثَـاءَبَ ضَـحِكَ مِنْـهُ الشَّيْطَانُ)).

"আল্লাহ তাআলা হাঁচি ভালবাসেন, আর হাই তোলা অপছন্দ করেন। অতএব তোমাদের কেউ যখন হাঁচবে এবং 'আলহামদুলিল্লাহ' পড়বে তখন প্রত্যেক মুসলিম শ্রোতার উচিত হবে যে, সে তার জবাবে 'য়্যারহামুকাল্লাহ' বলবে। আর হাই তোলার ব্যাপারটা এই যে, তা হচ্ছে শয়তানের পক্ষ থেকে (আলস্য ও ক্লান্তির লক্ষণ)। অতএব কেউ যখন হাই তুলবে, তখন সে যেন যথাসাধ্য তা রোধ করে। কেননা, যখন তোমাদের কেউ হাই তোলে, তখন শয়তান তা দেখে হাসে।" *(বুখারী ৬২২৩, ৬২২৬নং)*

৫। বিভিন্ন অসৎকার্যে মানুষকে সফলতার অঙ্গীকার ও আশা প্রদান।

অবৈধ ও অসৎ ব্যবসায় অধিক লাভের আশাদান। নাহক লড়ায়ে বিজয়ের আশাদান ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلاَّ غُرُورًا} (١٢٠) سورة النساء

"সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের হৃদয়ে মিথ্যা বাসনার সৃষ্টি করে। আর শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ছলনা মাত্র।" (নিসা ঃ ১২০)

{وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لاَ غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَاءتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لاَ تَرَوْنَ إِنِّـيَ أَخَـافُ اللّهَ وَاللّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ} (٤٨) سورة الأنفال

"স্মরণ কর, শয়তান তাদের কার্যাবলীকে তাদের দৃষ্টিতে সুশোভিত করেছিল এবং বলেছিল, 'আজ মানুষের মধ্যে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হবে না, আর আমি অবশ্যই তোমাদের সহযোগী (প্রতিবেশী)।" (আন্‌ফাল ঃ ৪৮)

৬। হিতাকাঙ্ক্ষীর রূপে মানুষকে সর্বনাশে ফেলা।

পূর্বোক্ত আয়াতে এ কথার দলীল রয়েছে। আদম-হাওয়ার ইতিহাসেও রয়েছে অনুরূপ দলীল। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ (٢١) فَدَلاَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَـا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَـا رَبُّهُمَـا أَلَـمْ أَنْهَكُمَـا عَـن تِلْكُمَـا الشَّجَرَةِ وَأَقُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ} (٢٢) سورة الأعراف

"শয়তান তাদের উভয়ের নিকট শপথ ক'রে বলল, 'আমি তোমাদের হিতাকাঙ্ক্ষীদের একজন।' এভাবে সে তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে নিচে নামিয়ে দিল। অতঃপর যখন তারা সেই বৃক্ষের আস্বাদ গ্রহণ করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়ল এবং তারা উদ্যানের পত্র দ্বারা নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল। তখন তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সম্বোধন ক'রে

বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এ বৃক্ষ সম্বন্ধে সাবধান করিনি এবং শয়তান যে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু, তা আমি কি তোমাদেরকে বলিনি?' *(আ'রাফ ঃ ২১-২২)*

৭। মানুষের মঙ্গলজনক ও হিতকর স্মরণীয় বস্তুকে বিস্মৃত করা।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ } (٤٢) سورة يوسف

"(ইউসুফ) তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করল, তাকে বলল, 'তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বলো।' কিন্তু শয়তান তাকে তার প্রভুর কাছে তার বিষয় বলবার কথা ভুলিয়ে দিল; সুতরাং (ইউসুফ) কয়েক বছর কারাগারে থেকে গেল।" *(ইউসুফ ঃ ৪২)*

{قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا} (٦٣) سورة الكهف

"মূসার সঙ্গী বলল, 'আপনি কি লক্ষ্য করেছেন, আমরা যখন শিলাখন্ডে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন আমি মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম? শয়তানই ওর কথা আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছিল; মাছটি আশ্চর্যজনকভাবে নিজের পথ ক'রে সমুদ্রে নেমে গেল।" (কাহফ ঃ ৬৩)

ধর্মীয় অনুশাসন ও কর্তব্যকে বিস্মৃত করা।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (٦٨) سورة الأنعام

"তুমি যখন দেখ, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে ব্যঙ্গ আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে, তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে তুমি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না।" (আন্‌আম ঃ ৬৮)

বান্দার মন থেকে আল্লাহর স্মরণ ভুলিয়ে দেওয়া।

মহান আল্লাহ বলেন,

{اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ } (١٩) سورة المجادلة

"শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা হল শয়তানের দল। জেনে রেখো যে, নিশ্চয় শয়তানের

দলই ক্ষতিগ্রস্ত।" (মুজাদালাহ ঃ ১৯)

বলাই বাহুল্য যে, শয়তান মানুষকে স্মরণীয় জিনিস বিস্মৃত ক'রে তার ক্ষতিসাধন করে। কিন্তু অনেক সময় তাকে তার উপকারী জিনিস স্মরণ করিয়ে দিয়ে উপকার করে। আর তাতে তার বৃহত্তর স্বার্থলাভ হয়। মানুষের নামাযে তার ভুলে যাওয়া কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার উপকার করে। কিন্তু নামায নষ্ট ক'রে তার বিশাল ক্ষতি করে।

৮। তার চেলা-চামুন্ডাদেরকে মুসলিমদের সামনে বড় (উন্নত ও শক্তিশালী) করে দেখিয়ে তাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা।

মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءهُ فَلاَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (١٧٥)

"ঐ (বক্তা) তো শয়তান; যে (তোমাদেরকে) তার (কাফের) বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় কর।" (আলে ইমরান ঃ ১৭৫)

৯। মুমিনের মনে বিভিন্ন সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করা।

যেমন, এটা কে সৃষ্টি করেছে? ওটা কে সৃষ্টি করেছে? আল্লাহ সবকে সৃষ্টি করেছে, আল্লাহকে কে সৃষ্টি করেছে?! ইত্যাদি।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« يَأْتِى الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمْ فَيَقُولُ مَنْ خَلَقَ كَذَا وَكَذَا حَتَّى يَقُولَ لَهُ مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ فَإِذَا بَلَغَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ ».

"তোমাদের কারো কাছে শয়তান এসে বলে, 'এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে?' পরিশেষে সে তাকে বলে, 'তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করেছে?' সুতরাং এ পর্যন্ত পৌঁছলে সে যেন আল্লাহর কাছে (শয়তান থেকে) আশ্রয় প্রার্থনা করে এবং (এমন কুচিন্তা থেকে) বিরত হয়।" *(বুখারী ৩২৭৬, মুসলিম ৩৬২নং)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, এক সাহাবী এসে অভিযোগ করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ তার মনে এমন জঘন্য কল্পনা পায়, যা মুখে উচ্চারণ করার চাইতে কয়লা হয়ে যাওয়া তার নিকট অধিক পছন্দনীয়।' তিনি বললেন,

« اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى رَدَّ كَيْدَهُ إِلَى الْوَسْوَسَةِ ».

"আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার! সেই আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা যিনি তার (শয়তানের) চক্রান্তকে কুমন্ত্রণায় পরিণত ক'রে প্রতিহত করেছেন।" *(আবূ দাউদ ৫১১৪নং)*

মানুষকে বিপথগামী করার বিভিন্ন ফাঁদ, জাল বা হাতিয়ার রয়েছে শয়তানের।

যথাঃ মদ্য, জুয়া, মানুষের মনগড়া মা'বুদ, ফালকাঠি বা ফালনামা। *(মায়িদাহ ঃ ৯০-৯১)* যাদু *(বাক্বারাহ ঃ ১০২)* মানুষের প্রবৃত্তি ও রিপু; কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য, অর্থ, নারী, পার্থিব প্রেম, অশ্লীল ছবি, গান-বাজনা, গাফেল মন প্রভৃতি।

বস্তুতঃ এইসব ফাঁদ দ্বারা মানুষের ঈমান-ধর্ম শিকারে ইবলীস বড় সফলতা অর্জন করেছে। মানুষের সম্বন্ধে ইবলীসের প্রত্যাশা সফল হয়েছে। ওদের মধ্যে একটি মুমিন দল ছাড়া সকলেই তার অনুসরণ করেছে। অথচ ওদের উপর শয়তানের কোন আধিপত্য নেই।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (٢٠) وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ}

(٢١) سورة سبأ

ওদের উপর ইবলীস তার অনুমান সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করল, ফলে ওদের মধ্যে একটি বিশ্বাসী দল ছাড়া সকলেই তার অনুসরণ করল; ওদের ওপর শয়তানের কোন আধিপত্য ছিল না। কারা পরকালে বিশ্বাসী এবং কারা ওতে সন্দিহান তা জানাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। আর তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের তত্ত্বাবধায়ক। (সাবা' ঃ ২০-২১)

শয়তান মানুষের (মুসলিমের) চিরশত্রু। সেই শত্রুর সাথে মৃত্যু পর্যন্ত তার জিহাদ ([১]) চলে। যে জিহাদের অস্ত্র ঈমানের সজাগ দিল, কিতাব ও সুন্নাহর অনুসরণ, ইস্তিআযাহ (আল্লাহর নিকট শয়তান হতে আশ্রয় প্রার্থনা), আল্লাহর যিক্‌র,পূর্ণ ইসলামী সমাজে বাস, শয়তানের বিভিন্ন ধোকাদান পদ্ধতি ও মাধ্যমাদি

([১]) জিহাদ সত্য ও ন্যায়ের প্রতিবন্ধক দূরীকরণার্থে অসত্য ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে বলে। এর বিশেষ অর্থ, কুফরী ও শির্কের মূলোৎপাটন করে আল্লাহর এক দ্বীন প্রতিষ্ঠা, স্বদেশ ও আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা। সাধারণ অর্থে, আত্মা ও প্রবৃত্তির কুপ্ররোচনার বিরুদ্ধে, বিভিন্ন নোংরামী, অশ্লীলতা ও পাপের বিরুদ্ধে এবং শয়তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও লড়াই লড়াকে জিহাদ বলা হয়। যে জিহাদ হয় যুগোপযোগী অস্ত্রশস্ত্র, ইল্‌ম, লেখনী ও বাকতরবারী ইত্যাদির সাহায্যে। বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন শক্তি দ্বারা লড়া যেরূপ জিহাদ, তদনুরূপ কুপ্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচারিতা ও শয়তানের কুমন্ত্রণাকে পরাভূত করে আল্লাহর ইবাদত করাও এক জিহাদ। বাতিল মতবাদ এবং সত্য ও ন্যায়ের উপর আরোপিত অপবাদ খন্ডন করাও জিহাদ। কিন্তু এর জন্য ইল্‌মের ধারাল অস্ত্রের প্রয়োজন। তাই ইলম্ শিক্ষা করাও এক জিহাদ। কাল-পাত্র ভেদে জিহাদ ফরয অথবা ফরযে কিফায়াহ (যথেষ্ট পরিণামে কিছু লোক তা করলে অন্যের উপর ফরয নয়)। কিন্তু শয়তান ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ সকলের উপর ফরয।

সম্পর্কে জ্ঞান, তার বিরোধিতাকরণ ইত্যাদি। ([২])

এসব অস্ত্র মুসলিম যখন ব্যবহার করে, তখন শয়তান কাবু হয়ে পরাজয় স্বীকার করে। নেক ও মুমিন বান্দার কাছে সে কোনদিন জয়লাভ করতেই পারে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (٣٦) قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ الْمُنْظَرِينَ (٣٧) إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ (٣٨) قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الأَرْضِ وَلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (٣٩) إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ (٤٠) قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ (٤١) إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنْ اتَّبَعَكَ مِنْ الْغَاوِينَ (٤٢) وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ} (٤٣)

"সে (ইবলীস) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।' তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'যাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে। অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যে আমাকে বিপদগামী করলে তার জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কর্মকে অবশ্যই শোভনীয় ক'রে তুলব এবং আমি তাদের সকলকে অবশ্যই বিপথগামী ক'রে ছাড়ব। তবে তাদের মধ্যে তোমার একনিষ্ঠ বান্দাগণ ছাড়া।' তিনি বললেন, 'এটাই আমার নিকট পৌঁছনোর সরল পথ। বিভ্রান্তদের মধ্য হতে যারা তোমার অনুসরণ করবে তারা ছাড়া আমার (একনিষ্ঠ) বান্দাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য থাকবে না। অবশ্যই (তোমার অনুসারীদের) তাদের সবারই প্রতিশ্রুত স্থান হবে জাহান্নাম।" *(হিজ্‌রঃ ৩৬-৪৩)*

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

{إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (٩٩) إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ} (١٠٠) سورة النحل

"নিশ্চয় যারা বিশ্বাস করেছে ও তাদের প্রতিপালকের উপরই নির্ভর করে তাদের উপর তার কোন আধিপত্য নেই। তার আধিপত্য শুধু তাদেরই উপর, যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর অংশী করে। *(নাহলঃ ৯৯-১০০)*

পাঠক বলতেই পারেন, শয়তান যদি না হত, তাহলে মানুষ সরল পথে চলতে পারত এবং পাপ হতে বাঁচতে পারত, কিন্তু আল্লাহপাক তাকে কেন সৃষ্টি করলেন?

নিষ্পাপ সৃষ্টি ফিরিশ্তামন্ডলী। অগণিত ফিরিশ্তা কোন প্রকারের পাপ না করে সদা তাঁর ইবাদতে মগ্ন। কিন্তু তিনি এমন এক সৃষ্টি চাইলেন যারা ইবাদত করে

([২]) তবে শয়তানকে গালাগালি বা অভিসম্পাত করা মোটেই উচিত নয়। কারণ, তাতে সে স্ফীত ও গর্বিত হয়। (আবূ দাউদ ৪৯৮২নং, আহমাদ ৫/৫৯)

আবার পাপও করে এবং সাথে সাথে তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। কারো দরগায় না গিয়ে শুধু তাঁরই দরগাহে ভুলের মাথা অবনত করে ক্ষমা প্রার্থনার হস্ত উত্তোলন করে। কিন্তু শয়তান সৃষ্টি না করলে মানুষ হয়তো পাপ করতো না। আর মানুষ নিষ্পাপ হয়ে ইবাদত করলে, তাহলে তো ফিরিশ্তাই যথেষ্ট ছিল। আবার তাঁর আদেশ পালন করা যেমন ইবাদত, তেমনি তাঁর নিষেধ মানাও ইবাদত, পাপ না করাও ইবাদত। পাপের মহান নেতা (লিডার ও ডিলার) ইবলীসের বিরুদ্ধে লড়াই করাও ইবাদত।

তদনুরূপ ভালো-মন্দ বাছাই করার জন্যও শয়তান সৃষ্টির প্রয়োজন ছিল। যেহেতু অন্ধকার সৃষ্টি না করলে আলোর কদর হতো না। শয়তান সৃষ্টি না করলে নেকী বা পুণ্যের কদর হতো না। আল্লাহ জাল্লা শানুহুর এক ভীষণ পরীক্ষা। তিনি দেখতে চান, অসংখ্য বন্ধন ও বাধা সত্ত্বেও সমস্তকে উল্লঙ্ঘন ক'রে কে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে কেবল তাঁরই ইবাদত করছে। আর শয়তানের বাধা ও তার চক্রবন্ধন না হলে সে পরীক্ষা (বিনা প্রশ্নে) অসমাপ্ত থেকে যায়।

উক্ত পরীক্ষার বিষয়ে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} (١٦٨) سورة الأعراف

"দুনিয়ায় আমি তাদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করলাম, তাদের কতক সৎকর্মপরায়ণ ও কতক অন্যরূপ। আর মঙ্গল ও অমঙ্গলসমূহ দ্বারা আমি তাদেরকে পরীক্ষা করলাম, যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।" (আ'রাফ ঃ ১৬৮)

{إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ} (١٧) القلم

"আমি তাদেরকে পরীক্ষা করেছি, যেভাবে পরীক্ষা করেছিলাম বাগানের মালিকদেরকে; যখন তারা শপথ করল যে, তারা ভোর-সকালে তুলে আনবে বাগানের ফল।" (ক্বালাম ঃ ১৭)

{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} (٣٥) الأنبياء

"জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে থাকি। আর আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (আম্বিয়া ঃ ৩৫)

আর মানুষের জীবন তো পরীক্ষা, এ দুনিয়া তো একটি পরীক্ষাগার। সেই জন্যই তো মানুষের জন্য সুন্দর পৃথিবী ও জীবন-মরণ সৃষ্টি করা হয়েছে।

খেয়াল-খুশীর অনুসরণ

মন যা চায় তাই বলি,
তাই খাই, তাই পরি,
আমি আমার ইচ্ছামতো চলি,
যে পথে যাই আমার খুশি
যা লাগে মোর ভালো,
সেই কাজটাই করি।
আমি যে মন-পূজারী,
আমি যে স্বেচ্ছাচারী,
আমি কার ধার ধারি?

বিবেক, যুক্তি, প্রমাণ বা পরিণাম অগ্রাহ্য ক'রে সত্য ও ন্যায়ের বিপরীত নিজের মনোমতো চলা, নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করা, আবেগ-তাড়িত হয়ে কাজ করা মহান আল্লাহর ইবাদতের পথে অন্যতম বাধা।

যে নিজের মনের গোলামী করে, সে কি আল্লাহর গোলাম হতে পারে?

যে নিজ খেয়াল-খুশীর দাসত্ব করে, সে কি আল্লাহর দাস হতে পারে?

প্রবৃত্তি-পূজারী কি সুমহান স্রষ্টার বান্দা হতে পারে?

কক্ষনই না।

আসলে নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করলে মানুষ ভ্রষ্ট হয়। ঐ দেখুন মহান প্রতিপালক নিজ নবী দাউদ ﷺ-কে বলেছেন,

{يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ} (٢٦) سورة ص

"(আমি তাকে বললাম), 'হে দাউদ! আমি তোমাকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেছি, অতএব তুমি লোকদের মধ্যে সুবিচার কর এবং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না, করলে এ তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করবে। নিশ্চয় যারা আল্লাহর পথ পরিত্যাগ করে, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি, কারণ তারা বিচার দিনকে ভুলে থাকে।" (স্বাদ ঃ ২৬)

তিনি সর্বশেষ নবী ﷺ-কে বলেছেন,

{فَلاَ يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى} (١٦) سورة طـه

"সুতরাং যে ব্যক্তি কিয়ামতে বিশ্বাস করে না ও নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, সে

যেন তোমাকে তাতে বিশ্বাস স্থাপনে নিবৃত্ত না করে, নিবৃত্ত হলে তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।" (ত্বা-হা ঃ ১৬)

যে ব্যক্তি মহান আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর নির্দেশ ব্যতিরেকে নিজ মনমানি পথ চলে,

যে ব্যক্তি সুমহান স্রষ্টার বিধান ছাড়া নিজ খেয়াল-খুশী ও রুচিমতো দ্বীন গ্রহণ করে, পানাহার করে, আচরণ করে,

যে ব্যক্তি বিনা ইল্‌মে নিজ খেয়াল-খুশী মতো কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা করে, কথা বলে,

যে ব্যক্তি কেবল সেই ব্যক্তি থেকে দ্বীন বা শরয়ী বিধান গ্রহণ করে, যাকে সে ভালোবাসে ও অতিভক্তি করে, যার সে অন্ধানুকরণ করে,

তার চাইতে বড় পথভ্রষ্ট আর কেউ নেই।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (٥٠) سورة القصص

"অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য ক'রে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না।" *(ক্বাস্বাস্বঃ ৫০)*

বাস্তব এটাই যে, অনেক মানুষ বিনা ইল্‌মে আন্দাজে-অনুমানে, ধারণাবশতঃ নিজ খেয়াল-খুশী অনুযায়ী কথা বলে অপরকে ভ্রষ্ট করে। আল্লাহর বিধানের অনুসরণ না ক'রে নিজেদের মনোমতো হালাল-হারাম ক'রে থাকে।

তিনি বলেছেন,

{وَمَا لَكُمْ أَلاَّ تَأْكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ} (١١٩)

"আর তোমাদের কি হয়েছে যে, যার যবেহকালে আল্লাহর নাম নেওয়া হয়েছে, তোমরা তা ভক্ষণ করবে না? অথচ তোমরা নিরুপায় না হলে যা তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ, তা তিনি বিশদভাবেই তোমাদের নিকট বিবৃত করেছেন। অনেকে অজ্ঞানতাবশতঃ নিজেদের খেয়াল-খুশী দ্বারা অবশ্যই অন্যকে বিপথগামী করে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক সীমা লংঘনকারীদের সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত।" *(আন্‌আমঃ ১১৯)*

আলেম হয়েও ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করে না। আত্মমুগ্ধ হয়ে দুনিয়াদারীতে বিভোল হয়। ইল্‌মের আলো ব্যবহার না ক'রে মনের খেয়াল-খুশীর অন্ধকারে পথ

চলতে থাকে। ফলে সে পথভ্রষ্ট হয়। এমন আলেমকে মহান আল্লাহ কুকুরের সাথে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٧٦) سَاء مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ} (١٧٧)

"তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দান করেছিলাম, অতঃপর সে সেগুলিকে বর্জন করে, তারপর শয়তান তার পিছনে লাগে, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি ইচ্ছা করলে ঐ (আয়াতসমূহ) দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয় এবং নিজ কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। তার উদাহরণ কুকুরের মত, ওকে তুমি তাড়া করলে সে জিভ বের করে হাঁপায় এবং তুমি ওকে এমনি ছেড়ে দিলেও সে জিভ বের করে হাঁপাতে থাকে। যে সম্প্রদায় আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে, তাদের উদাহরণ এটা। সুতরাং তুমি কাহিনী বিবৃত কর, যাতে তারা চিন্তা করে। যে সম্প্রদায় আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে ও নিজেদের প্রতি অনাচার করে, তাদের উদাহরণ কত নিকৃষ্ট!" *(আ'রাফঃ ১৭৫-১৭৭)*

নিজ খেয়াল-খুশী অনুসারে যে পথ চলে, সে এক শ্রেণীর উদ্ধত ও অহংকারী। তার আচরণ হল হক প্রত্যাখ্যান করা এবং অপরকে তুচ্ছজ্ঞান করা। বিজ্ঞানী হলেও সে আসলে অজ্ঞানী। যেহেতু সে নিজ স্বেচ্ছাচারিতায় সুমহান স্রষ্টার আয়াতসমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে। ফলশ্রুতিতে তিনি তাকে সঠিক পথের দিশা পাওয়ার তওফীক দান করেন না। তিনি বলেছেন,

{سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْاْ كُلَّ آيَةٍ لاَّ يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الرُّشْدِ لاَ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ} (١٤٦) سورة الأعراف

"পৃথিবীতে যারা অন্যায়ভাবে গর্ব করে বেড়ায় তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী হতে ফিরিয়ে দেব; তারা আমার প্রত্যেকটি নিদর্শন দেখলেও ওতে বিশ্বাস করবে না। তারা সৎপথ দেখলেও ওকে পথ বলে গ্রহণ করবে না, কিন্তু তারা ভ্রান্ত পথ দেখলে তাকেই পথ হিসাবে গ্রহণ করবে। এটি এ কারণে যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা উদাসীন ছিল।" *(আ'রাফ ঃ ১৪৬)*

খেয়াল-খুশীর অনুসরণ বর্জন করলে সুপথ তথা জান্নাত লাভ হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى (٤٠) فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى} (٤١)

"পক্ষান্তরে যে স্বীয় প্রতিপালকের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রেখেছে এবং কুপ্রবৃত্তি হতে নিজেকে বিরত রেখেছে, জান্নাতই হবে তার আশ্রয়স্থল।"

(না-যিআতঃ ৪০-৪১)

মনের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করলে মনকে উপাস্য বানানো হয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا} (٤٣) سورة الفرقان

"তুমি কি দেখ না তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে।" (ফুরক্বানঃ ৪৩)

নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন মহান আল্লাহ। বিশেষ ক'রে বিচার-আচারে ও প্রাধান্য দানের ক্ষেত্রে। তিনি মু'মিনদেরকে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاء لِلّهِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ وَإِن تَلْوُواْ أَوْ تُعْرِضُواْ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (١٣٥) سورة النساء

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ন্যায় বিচারে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাক, তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দাও; যদিও তা তোমাদের নিজেদের অথবা পিতা-মাতা এবং আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধে হয়। সে বিত্তবান হোক অথবা বিত্তহীনই হোক, আল্লাহ উভয়েরই যোগ্যতর অভিভাবক। সুতরাং তোমরা ন্যায়-বিচার করতে খেয়াল-খুশীর অনুগামী হয়ো না। যদি তোমরা পেঁচালো কথা বল অথবা পাশ কেটে চল, তাহলে (জেনে রাখ) যে, তোমরা যা কর, আল্লাহ তার খবর রাখেন।" *(নিসাঃ ১৩৫)*

অন্যের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করতেও নিষেধ করেছেন সুমহান স্রষ্টা। তিনি নিজ প্রিয় নবী ﷺ-কে বলেছেন,

{ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (١٨)

"এরপর আমি তোমাকে ধর্মের বিশেষ বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি; সুতরাং তুমি ওর অনুসরণ কর এবং অজ্ঞদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।" *(জাষিয়াহঃ ১৮)*

{وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ} (١٤٥) البقرة

"তোমার নিকট জ্ঞান আসার পর তুমি যদি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ কর, তাহলে নিশ্চয়ই তুমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।" *(বাক্বারাহঃ ১৪৫)*

{قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ} (٥٦) سورة الأنعام

"বল, 'আমি তোমাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করি না; করলে আমি বিপথগামী হব এবং সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকব না।" (আন্আম ঃ ৫৬)

{وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ}

"যারা আমার আয়াত (বাক্যাবলী)কে মিথ্যা মনে করেছে, যারা পরকালে বিশ্বাস করে না এবং প্রতিপালকের সমকক্ষ দাঁড় করায়, তুমি তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।" (আন্আম ঃ ১৫০)

{وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} (٢٨) سورة الكهف

"আর তুমি তার আনুগত্য করো না, যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী ক'রে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।" (কাহফ ঃ ২৮)

তিনি আহলে কিতাবদের উদ্দেশ্যে বলেছেন,

{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لاَ تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِيلِ} (٧٧) سورة المائدة

"বল, 'হে ঐশীগ্রন্থধারিগণ! তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে অযথা বাড়াবাড়ি করো না এবং যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে ও অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে, তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না।" *(মায়িদাহ ঃ ৭৭)*

মনঃপূত হয়নি বলে বনী ইসরাঈল নবীগণের সাথে কী আচরণ করেছে, তার উল্লেখ রয়েছে কুরআনে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءكُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقاً كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ} (٨٧) سورة البقرة

"অবশ্যই আমি মূসাকে কিতাব (তওরাত গ্রন্থ) দিয়েছি এবং তার পরে পর্যায়ক্রমে রসূলগণকে প্রেরণ করেছি, মারয়্যাম-তনয় ঈসাকে সুস্পষ্ট প্রমাণ (মু'জিযা) দিয়েছি এবং পবিত্র আত্মা (বা জিব্রাঈল ফিরিশ্তা) দ্বারা তার শক্তি বৃদ্ধি করেছি। অতঃপর যখনই কোন রসূল এমন কিছু নির্দেশ নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছে যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখনই তোমরা অহংকার করেছ। পরিশেষে একদলকে মিথ্যাজ্ঞান করেছ এবং একদলকে করেছ হত্যা।" *(বাক্বারাহ ঃ ৮৭)*

{لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلاً كُلَّمَا جَاءهُمْ رَسُولٌ بِمَا لاَ تَهْوَى

أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ} (৭০) سورة المائدة

"বনী ইস্রাঈলের নিকট হতে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলাম ও তাদের নিকট বহু রসূল প্রেরণ করেছিলাম। যখনই কোন রসূল তাদের নিকট এমন কিছু নিয়ে আগমন করে, যা তাদের মনঃপূত নয়, তখনই তারা (তাদের) কতককে মিথ্যাবাদী বলে ও কতককে হত্যা করে।" (মায়িদাহ ঃ ৭০)

কতিপয় হাদীসেও খেয়াল-খূশীর অনুসরণের ব্যাপারে নিন্দা প্রকাশ করা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه)).

"---আর ধ্বংসকারী কর্মাবলী হল; এমন কৃপণতা যার আনুগত্য করা হয়, এমন প্রবৃত্তি যার অনুসরণ করা হয় এবং মানুষের আত্মমুগ্ধতা।" *(বাযযার ৬৪৯১, বাইহাকী প্রমুখ, সহীহ তারগীব ৫৩নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((إِنَّ مِمَّا أَخْشَى عَلَيْكُمْ شَهَوَاتِ الْغَيِّ فِي بُطُونِكُمْ وَفُرُوجِكُمْ وَمُضِلَّاتِ الْهَوَى)).

"আমি তোমাদের জন্য যে সকল জিনিস ভয় করি, তার মধ্যে অন্যতম হল তোমাদের উদর ও যৌন-সংক্রান্ত ভ্রষ্টকারী কুপ্রবৃত্তি এবং ভ্রষ্টকারী খেয়াল-খুশী।" *(আহমাদ ১৯৭৮৭, ত্বাবারানীর স্বাগীর ৫১১, সঃ তারগীব ৫২নং)*

নিশ্চিতরূপে মনের খেয়াল-খুশীর পূজা বড় মারাত্মক ও ভয়ঙ্কর। তাইতো তার বিরুদ্ধে জিহাদ করতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে এবং সেই জিহাদকে সব চাইতে শ্রেষ্ঠ জিহাদ বলা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل نفسه و هواه)).

"স্বীয় আত্মা ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ হল মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ।" *(ইবনে নাজ্জার, সঃ জামে' ১০১৯নং)*

মনপূজারী মানুষ ও জাতি আসবে ও থাকবে। মহানবী ﷺ তাদের ব্যাপারে সতর্ক ক'রে বলেছেন,

« وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِى أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الأَهْوَاءُ كَمَا يَتَجَارَى الْكَلَبُ لِصَاحِبِهِ لاَ يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلاَ مَفْصِلٌ إِلاَّ دَخَلَهُ ».

"আমার উম্মতের কয়েকটি সম্প্রদায় বের হবে, যাদের মাঝে ঐ খেয়াল-খুশী প্রতিক্রিয়াশীল হবে, যেমন কুকুরে কামড় দেওয়া লোকের ভিতরে জলাতঙ্ক রোগ প্রতিক্রিয়াশীল হয়। প্রত্যেক শিরা-উপশিরা ও জোড়ে-জোড়ে তা প্রবেশ করে।" *(আবূ দাউদ ৪৫৯৯, হাকেম ৪৪৩, ত্বাবারানী, সঃ তারগীব ৪৯নং)*

সুতরাং সাধু সাবধান!

ইমাম আহমাদ বলেন, 'যারা খেয়াল-খুশী মত চলে (বিদআতী) তাদের কাছ থেকে কম-বেশী কিছুই লিখ না। বরং তোমরা সুন্নাহ (হাদীস) ও আসার-ওয়ালাদের সাহচর্য গ্রহণ কর।' *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা' ১১/২৩১)*

ইমাম শাফেয়ী বলেন, 'খেয়াল-খুশীর কোন বিদআত নিয়ে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করার চাইতে শির্ক ছাড়া অন্য কোন গোনাহ নিয়ে সাক্ষাৎ করা বান্দার জন্য অপেক্ষাকৃত ভাল।' *(শারহুস সুন্নাহ, বার্বাহারী ১২৪পৃঃ, আল-ই'তিক্বাদ, বাইহাক্বী ১৫৮পৃঃ)*

হাসান বাসরী ও ইবনে সীরীন বলেন, (খেয়াল-খুশীর পূজারী) বিদআতীদের সাথে ওঠা-বসা করো না, তাদের সাথে বিতর্ক (ও বাহাস-মুনাযারা) করো না এবং তাদের কাছ থেকে কিছু শোনো না।' *(আল-ইবানাহ ২/৪৪৪, ৩৯৫নং, দারেমী ১/১২১, ৪০১নং)*

শা'বী বলেছেন, 'প্রবৃত্তিপূজার নাম هوى এইজন্য হয়েছে যে, তা পূজারীকে يهوي পতিত করে।' *(দারেমী ৩৯৫নং)*

আরবী কবি বলেছেন,

نون الهوان من الهوى مسروقة فإذا هويت فقد لقيت هوانا

هوى থেকে هوان এর ن চুরিকৃত। সুতরাং هوى (খেয়াল-খুশী) মতো চললে তুমি هوان (লাঞ্ছনা) পাবে।

অন্য এক কবি বলেছেন,

إن المرآة لا تريك عيوب وجهك مع صداها

وكذلك نفسك لا تريك عيوب نفسك مع هواها

আয়নাতে জং বা ময়লা থাকলে তা তোমাকে তোমার চেহারার ত্রুটি দেখায় না।

অনুরূপ মনে খেয়াল-খুশী থাকলে তোমার মন তোমাকে তোমার ত্রুটি দেখায় না।

অন্য কবি বলেছেন,

وكل امرئ يدري مواقع رشده ولكنه أعمى أسير هواه

يشير عليه الناصحون بجهدهم فيأبى قبول النصح وهو يراه

هوى نفسه يعميه عن قصد رشده ويبصر عن فهم عيوب سواه

প্রত্যেক মানুষই নিজের ভালো বিষয়গুলি জানে। কিন্তু যে প্রবৃত্তির কাছে বন্দী, সে অন্ধ।

উপদেষ্টাগণ সচেষ্ট হয়ে তাকে পরামর্শ দেয়, কিন্তু হক জানা সত্ত্বেও সে উপদেশ

গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

সঠিক পথে চলা হতে তার মনের খেয়াল-খুশী তাকে অন্ধ ক'রে রাখে। আর নিজের ছাড়া পরের দোষত্রুটি বুঝতে বিচক্ষণ থাকে!

বলাই বাহুল্য যে, মনপূজারীর মনোমতো চলা এই কথারই দলীল যে, তার বিবেক দুর্বল, জ্ঞান অসম্পূর্ণ, ঈমান ক্ষীণ এবং প্রতিপালকের প্রতি ভয় অযথেষ্ট।

হয়তো-বা তার অন্তর বিকল, হৃদয় কলুষিত। তাতে আছে পাপ, হিংসা, ঔদ্ধত্য, প্রসিদ্ধি ও নেতৃত্বলোভ ইত্যাদি। এমন মনের লোকেরা তাদের মতো, যাদের ব্যাপারে মহান প্রতিপালক বলেছেন,

{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ}

"আর আমি তো বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দর্শন করে না এবং তাদের কর্ণ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। এরা চতুস্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত! তারাই হল উদাসীন।" (আ'রাফঃ ১৭৯)

মোটের উপর কথা হল, কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে খেয়াল-খুশীর অনুবর্তী হলে মানুষ ভ্রষ্ট হয়। তাই কেবল আত্মসমর্পণকারী মুসলিম হয়ে সুমহান স্রষ্টার ইচ্ছার অধীন হতে হয়; সঠিক মা'বূদ (উপাস্য) নির্বাচনে এবং সঠিক আবেদ (উপাসক) হওয়ার লক্ষ্যে।

নানা ফিতনা

জীবনের নানা ফিতনা মানুষকে জীবনের উদ্দেশ্য থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। ফিতনার লতায় পা জড়িয়ে গেলে দাসত্বের পথে চলতে গিয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উদ্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে চলার পথে থমকে দাঁড়িয়ে যায়। পথের দুই পাশের নানা চাকচিক্যের ফিতনায় চোখে ধাঁধাঁ লাগে। রাস্তা চলা বন্ধ হয়। বর্তমানের রঙিন জীবন সঙ্গিন ব্যস্ততা আনে। ভবিষ্যতের অদেখা সৌন্দর্য আর আকর্ষণ করতে পারে না।

বলা বাহুল্য, প্রসিদ্ধি ও পদের ফিতনা মানুষের জন্য সুমহান প্রতিপালকের দাসত্বের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

যশের ফিতনা মানুষকে তাঁর গোলামীর পথ থেকে ভ্রষ্ট ক'রে ছাড়ে।

রাজনৈতিক গৃহদ্বন্দের ফিতনায় মানুষ মহান আল্লাহর বন্দেগী করতে ভুলে বসে অথবা বাধাপ্রাপ্ত হয়।

ফতোয়াবাজির ফিতনায় অনেক সময় মানুষ আনুগত্যের পথ হারিয়ে ফেলে।

মালের ফিতনায় মানুষ অনেক সময় দাসত্বের পথ বর্জন করে। মালের অভাব অথবা মালের প্রাচুর্য মানুষকে মহান প্রভুর গোলামীর স্বভাব থেকে মালের গোলামীর দিকে টেনে নিয়ে যায়।

স্ত্রী ও নারীর ফিতনা মানুষকে মহান আল্লাহর দাসত্ব থেকে পথচ্যুত করে।

তেমনি সন্তান-সন্ততির ফিতনাও মানুষকে তাঁর গোলামীর পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

সুমহান স্রষ্টা আমাদেরকে সতর্ক ক'রে বলেছেন,

{وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} (٢٨) سورة الأنفال

"আর জেনে রাখ যে, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো পরীক্ষার বস্তু এবং নিশ্চয় আল্লাহর নিকটে রয়েছে মহা পুরস্কার।" (আন্‌ফাল ঃ ২৮)

{إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ} (١٥) سورة التغابن

"তোমাদের সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তো তোমাদের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ। আর আল্লাহরই নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার।" (তাগাবুন ঃ ১৫)

হ্যাঁ, সুমহান স্রষ্টা অনেক মানুষকে পরীক্ষা করেন। পার্থিব ধন-সম্পদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। আর অধিকাংশ মানুষ সেই পরীক্ষায় ফেল ক'রে তাঁর গোলামীর মর্তবা থেকে নিচে নেমে আসে। তাঁর অনেক গোলামের চোখ তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাদের সুখ-সমৃদ্ধি ও ঋদ্ধি-বৃদ্ধি দেখে চমৎকৃত হয়। কিন্তু সুমহান প্রভু বলেন,

{وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى} (١٣١) سورة طه

"আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য-স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনোও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করো না। তোমার প্রতিপালকের জীবিকাই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী।" *(ত্বা-হাঃ ১৩১)*

পার্থিব সুখ-সম্পদ ফিতনা। তার আসল দাতা হলেন সুমহান স্রষ্টা। কিন্তু কারূনের মতো অনেকেই ধারণা করে, তা নিজস্ব পরিশ্রম ও প্রচেষ্টারই ফল। ফলে তাঁর দাসত্বের কথা বিস্মৃত হয়। অজ্ঞরা এও জানতে পারে না যে, তা আসলে পরীক্ষা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ بَلْ هِيَ

فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ} (٤٩) سورة الزمر

"মানুষকে দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করলে সে আমাকে আহবান করে; অতঃপর যখন আমি তাকে অনুগ্রহ প্রদান করি, তখন সে বলে, 'আমি তো এ আমার জ্ঞানের মাধ্যমে লাভ করেছি।' বস্তুতঃ এ এক পরীক্ষা, কিন্তু ওদের অধিকাংশই জানে না।" (যুমার ঃ ৪৯)

ধন না দিয়েও সুমহান স্রষ্টা পরীক্ষা করেন মানুষকে। অভাব দিয়ে ঈমান ও দাসত্বের পরীক্ষা হয়। সে পরীক্ষাতেও ফেল করে অনেকে। মহান আল্লাহ বলেন,

{كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ} (٣٥) الأنبياء

"জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে; আমি তোমাদেরকে মন্দ ও ভাল দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা ক'রে থাকি। আর আমারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।" (আম্বিয়া ঃ ৩৫)

অনেকে অভাব-অনটনে পড়ে দ্বীনের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে যায়। এমন ফিতনায় আক্রান্ত হয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয় এবং মহান প্রতিপালকের দাসত্ব লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

এমনই এক শ্রেণীর মানুষের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} (١١) سورة الحج

"মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আল্লাহর ইবাদত করে দ্বিধার সাথে; তার কোন মঙ্গল হলে তাতে সে প্রশান্তি লাভ করে এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়; সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ইহকালে ও পরকালে; এটাই তো সুস্পষ্ট ক্ষতি।" *(হাজ্জ ঃ ১১)*

দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তি, যে ব্যক্তি দ্বীনের ব্যাপারে সন্দেহ, সংশয় ও অমূলক ধারণার শিকার, সে বিচলিত ও অস্থির হয়; দ্বীনের উপর দৃঢ়তা অবলম্বন তার ভাগ্যে জোটে না। কারণ তার উদ্দেশ্য হয় শুধু পার্থিব স্বার্থ। যদি তা অর্জিত হয়, তাহলে ভাল। নচেৎ পূর্বধর্মে, অর্থাৎ কুফ্‌রী ও শির্কের দিকে ফিরে যায়। এর বিপরীত যারা সত্যিকার মুসলিম, ঈমান ও ইয়াকীনে সুদৃঢ়, তারা পার্থিব সুখ-দুঃখ না দেখেই দ্বীনের উপর অটল থাকে। আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং দুঃখ-দুর্দশায় ধৈর্য ধারণ করে।

উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ হিসাবে এক দ্বিধাগ্রস্ত ব্যক্তির অনুরূপ আচরণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। *(বুখারী, সূরা হাজ্জের তফসীর)* কোন কোন ব্যক্তি মদীনায় হিজরত ক'রে আসত। অতঃপর তার পরিবারের সন্তান হলে অথবা গৃহপালিত পশুর মধ্যে বরকত হলে সে বলত, 'ইসলাম ভালো ধর্ম।' আর

বিপরীত হলে বলত, 'এ ধর্ম ভালো নয়।' কিছু কিছু বর্ণনায় এ আচরণ মরুবাসী নও-মুসলিমদের বলে উল্লেখ হয়েছে। *(ফাতহুল বারী, আহসানুল বায়ান দ্রঃ)*

শয়তানের ফিতনার ব্যাপারে পূর্বে অনেক কথা উল্লিখিত হয়েছে। মহান আল্লাহ মানব-জাতিকে সতর্ক ক'রে বলেছেন,

{يَا بَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْءَاتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ} (٢٧) سورة الأعراف

"হে আদমের সন্তানগণ! শয়তান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই ফিতনায় জড়িত না করে; যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে (ফিতনায় জড়িত ক'রে) বেহেশ্ত হতে বহিষ্কৃত করেছিল, তাদের লজ্জাস্থান তাদেরকে দেখাবার জন্য বিবস্ত্র ক'রে ফেলেছিল। নিশ্চয় সে নিজে এবং তার দলবল তোমাদেরকে এমন স্থান হতে দেখে থাকে যে, তোমরা তাদেরকে দেখতে পাও না। যারা বিশ্বাস করে না, শয়তানকে আমি তাদের অভিভাবক (বন্ধু) করেছি।" (আ'রাফ ঃ ২৭)

নাস্তিক, কাফের, মুশরিক, মুনাফিকদের সৃষ্ট ফিতনাও এমন বিশাল ফিতনা, যার ফলে অনেক মানুষ সুমহান স্রষ্টার দাসত্বের মর্যাদা থেকে দূরে সরে যায়। তাদের অবিশ্বাস ও সন্দেহের বেড়াজালে ফেঁসে গিয়ে সুমহান প্রভুর গোলামীর সম্মান থেকে বঞ্চিত থেকে যায়। এমন ফিতনা যুগে-যুগে ছিল, আছে ও থাকবে।

মহান আল্লাহ তাঁর শেষ নবী ﷺ-কে সতর্ক ক'রে বলেছেন,

{وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ} (٤٩) سورة المائدة

"(পুনঃ বলছি) আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, তুমি তদনুযায়ী তাদের মধ্যে বিচার-নিষ্পত্তি কর এবং তাদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করো না। আর এ সম্বন্ধে সতর্ক থাক, যাতে আল্লাহ যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছেন, ওরা তার কিছু থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে না পারে। যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাহলে জেনে রাখ যে, তাদের কোন কোন পাপের জন্য আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিতে চান এবং মানুষের মধ্যে অনেকেই তো সত্যত্যাগী।" (মায়িদাহ ঃ ৪৯)

অনেক সময় অবিশ্বাসীরা নিজেই ফিতনায় পড়ে এবং হক ও বাতিলের মাঝে পার্থক্য-বোধ হারিয়ে ফেলে। সুমহান স্রষ্টার এই পরীক্ষায় সেই আত্মমুগ্ধ হিরোরা জিরো পায়। ফলে উত্তীর্ণ হতে পারে না তাঁর সেই দাসত্বের মর্যাদায়।

তিনি বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لِّيَقُولواْ أَهَؤُلاء مَنَّ اللّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ} (٥٣) سورة الأنعام

"এভাবে তাদের এক দলকে অন্য দল দ্বারা পরীক্ষা করেছি, যেন তারা বলে যে, 'আমাদের মধ্যে কি তাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন?' আল্লাহ কি কৃতজ্ঞগণ সম্বন্ধে সবিশেষ অবহিত নন?" (আন্‌আম ঃ ৫৩)

ইসলামের শুরুতে বেশীরভাগ গরীব এবং ক্রীতদাস শ্রেণীর লোকেরাই মুসলমান হয়েছিল। এই জন্য এই জিনিসটাই কাফের ধনী নেতাদের পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়ালো এবং তারা এই গরীবদেরকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপও করত এবং যাদের উপর এদের কর্তৃত্ব চলত, তাদের উপর যুলুম-নির্যাতনের রোলার চালাত ও বলত যে, 'এরাই কি সেই লোক, যাদের উপর আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন?' উদ্দেশ্য তাদের এই ছিল যে, ঈমান ও ইসলাম যদি বাস্তবিকই আল্লাহর অনুগ্রহ হত, তবে তা সর্বপ্রথম আমাদের উপর হতো।

যেমন তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُونَا إِلَيْهِ} (١١) سورة الأحقاف

"বিশ্বাসীদের সম্পর্কে অবিশ্বাসীরা বলে, 'এটা ভাল হলে তারা এর দিকে আমাদের অগ্রগামী হতো না।" (আহক্বাফ ঃ ১১)

অর্থাৎ, এই দুর্বলদের পূর্বে আমরাই মুসলমান হয়ে যেতাম।

অথচ মহান আল্লাহ কারো পার্থিব জগতের বাহ্যিক চাকচিক্য, মান-মর্যাদা এবং নেতাসুলভ ভাব-ভঙ্গিমার প্রতি লক্ষ্য করেন না। তিনি তো অন্তরের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করেন এবং এই দিক দিয়ে তিনি জানেন যে, কে তাঁর কৃতজ্ঞ বান্দা এবং সত্যকে চিনেছে কে? তাই তিনি যার মধ্যে কৃতজ্ঞতার গুণ দেখেছেন, তাকে ঈমানের সৌভাগ্য দানে ধন্য করেছেন। যেমন, হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى أَجْسَادِكُمْ ، وَلاَ إِلَى صُوَرِكُمْ ، وَلَكِن يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعمَالِكُم)).

"নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা তোমাদের দেহ এবং তোমাদের আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন।" *(মুসলিম ৬৭০৭-৬৭০৮নং)*

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম গরু-পূজার ইতিহাস অনেকের জানা আছে। আসলে সেটাও ছিল একটা বড় ফিতনা।

লোহিত সাগর পার করার পর মূসা ﷺ বানী ইস্রাঈলের সম্মানিত লোকদেরকে সাথে নিয়ে তূর পাহাড়ের দিকে রওয়ানা হলেন। তাঁর যাওয়ার পর এদিকে সামেরী নামক এক ব্যক্তি অবশিষ্ট বানী-ইস্রাঈলদেরকে বাছুর-পূজায় লাগিয়ে দিল। যার

সংবাদ আল্লাহ তাআলা মূসা ﷺ-কে তূর পাহাড়েই দিলেন।

{قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ} (৮৫) سورة طـه

"তিনি বললেন, 'তুমি (চলে আসার) পর আমি তোমার সম্প্রদায়কে ফিতনায় (পরীক্ষায়) ফেলেছি এবং সামেরী ওদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে।" (ত্বা-হা ঃ ৮৫)

ফিতনা বা পরীক্ষায় ফেলার সম্পর্ক আল্লাহ নিজের দিকেই করেছেন শুধু সৃষ্টিকর্তা হিসাবে। নচেৎ এই পথভ্রষ্টতার কারণ হল সামেরী; যেমন أَضَلَّهمُ السَّامري (সামেরী ওদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে) বাক্য দ্বারা পরিষ্কার।

সুতরাং সেই গরু-পূজা ছিল ফিতনা। আর যে কোন শির্ক হল সবচেয়ে বড় ফিতনা ও মহা পরীক্ষা।

{وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي} (৯০) سورة طـه

"হারূন ওদেরকে পূর্বেই বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! এর দ্বারা তোমাদের কেবল পরীক্ষা করা হয়েছে। নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক পরম দয়াময়। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল।" (ত্বা-হা ঃ ৯০)

পৌত্তলিকতার এই বড় ফিতনাও বিশাল সংখ্যক মানুষকে সুমহান স্রষ্টার দাসত্বের মর্যাদা থেকে নিচে নামিয়ে রেখেছে। অনুরূপভাবে যে কোন গায়রুল্লাহ পূজার ঘটা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত থেকে সুদূরে সরিয়ে রাখে। অনেকে গায়রুল্লাহর সাথে আল্লাহর ইবাদত করলেও সে ইবাদত কোন কাজে আসে না। কারণ যে সৃষ্টির দাসে পরিণত হয়, সে আল্লাহর দাস হতে পারে না।

অনেক সময় কাফের ক্ষমতাসীন মানুষদের অত্যাচারের শিকার হয়ে সুমহান স্রষ্টার প্রতি কুধারণা ক'রে বসে এবং তাঁর দাসত্বের মর্যাদার আসন থেকে সুদূরে ছিটকে পড়ে।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِن جَاء نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ } (১০)

"মানুষের মধ্যে কিছু লোক বলে, 'আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি'; কিন্তু আল্লাহর পথে যখন ওদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়, তখন ওরা মানুষের পীড়নকে আল্লাহর শাস্তির মত গণ্য করে। আর তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে কোন সাহায্য এলে অবশ্যই ওরা বলতে থাকে, 'আমরা তো তোমাদেরই সঙ্গী।' বিশ্ববাসী (মানুষের) অন্তরে যা কিছু আছে, আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন?" *(আনকাবূত ঃ ১০)*

উক্ত আয়াতে মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের লোকদের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে যে, যখন ঈমান আনার কারণে কোন আপদ-বিপদ আসে, তখন তা আল্লাহর আযাবের মতই তাদের নিকট অসহনীয় হয়ে ওঠে। যার ফলে সে ঈমান হতে ফিরে যায় এবং সাধারণের ধর্মকে বেছে নেয়।

পক্ষান্তরে মহান প্রতিপালকের প্রকৃত দাসদের আচরণ আলাদা।

উদাহরণ স্বরূপ, ফিরআউন ও তার পারিষদবর্গ নির্যাতন করবে এই আশঙ্কায় মূসার প্রতি তার গোত্রের লোকদের মধ্যে শুধু অল্প সংখ্যক লোক ব্যতীত আর কেউ বিশ্বাস স্থাপন করল না। বাস্তবিকপক্ষে ফিরআউন ছিল সেই দেশে উদ্ধত, আর অবশ্যই সে ছিল সীমালংঘনকারীদের একজন। মূসা বলল, 'হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর উপর বিশ্বাস রাখ, তাহলে তাঁরই উপর ভরসা কর; যদি তোমরা মুসলিম হও।' তারা বলল,

{عَلَى اللّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لاَ تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (٨٥) وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ} (٨٦) سورة يونس

'আমরা আল্লাহরই উপর ভরসা করলাম। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে যালেম সম্প্রদায়ের ফিতনার পাত্র করো না। আর তুমি তোমার নিজ করুণায় অবিশ্বাসী সম্প্রদায় হতে আমাদেরকে রক্ষা কর।' *(ইউনুস ঃ ৮৩-৮৬)*

{رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} (٥)

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে অবিশ্বাসীদের জন্য ফিতনার কারণ করো না, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" *(মুমতাহিনাহ ঃ ৫)*

"তুমি আমাদেরকে যালেম সম্প্রদায়ের ফিতনার পাত্র করো না।" "আমাদেরকে অবিশ্বাসীদের জন্য ফিতনার কারণ করো না।" এর অর্থ হল, তুমি তাদেরকে আমাদের উপর আধিপত্য দিয়ো না। তাদেরকে আমাদের শাসক বানায়ো না। নচেৎ তারা আমাদেরকে ফিতনাগ্রস্ত করবে। আমাদেরকে তোমার দ্বীন পালন করতে দেবে না। তারা আমাদেরকে তাদের দাস বানাবে এবং তোমার দাসত্ব করতে দেবে না। তারা আমাদের প্রতি অন্যায় ও অত্যাচার চালাবে।

অথবা এই আধিপত্যের কারণে তারা নিজেরা ফিতনায় পড়বে এবং এই ধারণা করবে যে, মুসলিমরা হকপন্থী হলে পরাভূত হতো না। আর তার ফলে তাদের যুলুম ও অবিশ্বাস (কুফরী) আরো বর্ধমান হবে।

এই রাজনৈতিক ফিতনা ও স্বৈরাচারী শাসকের অত্যাচারের সময় প্রায় প্রত্যেক জালসায় সবল-দুর্বল সকল মু'মিনদের উচিত বিশেষ প্রার্থনা করা।

ইবনে উমার ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, খুব কম মজলিসই এমন হতো,

যেখান থেকে নবী ﷺ এই দুআ না পড়ে উঠতেন, (অর্থাৎ, অধিকাংশ মজলিস থেকে উঠার আগে এই দুআ পড়তেন,)

((اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا ، اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا ، وَأَبْصَارِنَا ، وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا ، وَاجْعَلْهُ الوَارِثَ مِنَّا ، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا ، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا ، وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا ، وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا ، وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا ، وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَ يَرْحَمُنَا)).

অর্থাৎ, আল্লাহ গো! আমাদের জন্য তোমার ভীতি বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদের ও তোমার অবাধ্যাচরণের মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি কর। তোমার আনুগত্য বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদেরকে তোমার জান্নাতে পৌঁছাও। আমাদের জন্য এমন একীন (প্রত্যয়) বিতরণ কর, যার দ্বারা তুমি আমাদের উপর দুনিয়ার বিপদ সমূহকে সহজ ক'রে দাও। হে আল্লাহ! তুমি আমাদের কর্ণ, চক্ষু ও শক্তি দ্বারা যতদিন আমাদেরকে জীবিত রাখ, ততদিন আমাদেরকে উপকৃত কর এবং তা আমাদের মৃত্যু পর্যন্ত অবশিষ্ট রাখ। যারা আমাদের উপর অত্যাচার করেছে, তাদের নিকট আমাদের প্রতিশোধ নাও। যারা আমাদের সাথে শত্রুতা করেছে তাদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য কর। আমাদের দ্বীনে আমাদেরকে বিপদগ্রস্ত করো না। দুনিয়াকে আমাদের বৃহত্তম চিন্তার বিষয় এবং আমাদের জ্ঞানের শেষ সীমা করো না, আর যারা আমাদের উপর রহম করে না, তাদেরকে আমাদের উপর ক্ষমতাসীন করো না। *(তিরমিযী ৩৫০২নং)*

মুনাফিকদের ফিতনা থেকে উদ্ধার পেয়ে যে মু'মিনরা মহান প্রতিপালকের সঠিক বান্দা রূপে প্রতিষ্ঠিত থেকে মৃত্যুবরণ করতে পারবে, তারা কিয়ামতে সফল হবে। মুনাফিকরা কীভাবে ফিতনাগ্রস্ত হয়ে তাঁর বান্দা হতে পারেনি, তার কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

{يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ (١٣) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاء أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ} (١٤) سورة الحديد

"সেদিন মুনাফিক্ব (কপট) পুরুষ ও মুনাফিক্ব নারী বিশ্বাসীদেরকে বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের আলো কিছু গ্রহণ করতে পারি।' বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান

কর।' অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর, যাতে একটি দরজা থাকবে; ওর অভ্যন্তরে থাকবে করুণা এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। মুনাফিক্বরা বিশ্বাসীদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, 'আমরা কি (দুনিয়ায়) তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' তারা বলবে, 'অবশ্যই, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ, তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং আল্লাহর হুকুম (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত অলীক আশা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল; আর আল্লাহ সম্পর্কে মহাপ্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল।" (হাদীদ ঃ ১৩-১৪)

আমভাবে ফিতনার কবল থেকে মুক্তি পেতে কী করা উচিত?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((سَلَامَةُ الرَّجُلِ فِي الْفِتْنَةِ أَنْ يَلْزَمَ بَيْتَهُ)).

"ফিতনার সময় মানুষের নিরাপত্তার উপায় তার স্বগৃহে অবস্থান।" *(দাইলামী, সঃ জামে' ৩৬৪৯নং)*

মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ফিতনা হবে দাজ্জালের ফিতনা। মহানবী ﷺ সতর্ক ক'রে বলেছেন,

« مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهْوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ مِمَّا يُبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ ».

"যে ব্যক্তি দাজ্জালের কথা শুনবে, সে যেন তার নিকট থেকে দূরে থাকে। নচেৎ আল্লাহর কসম! মানুষ নিজেকে মু'মিন ধারণা ক'রে তার নিকট আসবে। অতঃপর নানা সন্দেহমূলক কর্মকান্ড দেখে তার অনুসারী হয়ে যাবে।" *(আহমাদ ১৯৮-৭৫, আবূ দাউদ ৪৩২১, হাকেম ৮৬১৫-৮৬১৬, ত্বাবারানী ১৪৯৫৪নং)*

শুরাইহ আল-ক্বাযী বলেছেন,

إذا جاءت الفتن فلا تستخبر ولا تخبر.

"ফিতনা আপতিত হলে খবর নিয়ো না এবং খবর দিয়ো না।" *(উসূলুস সুন্নাহ, ইবনে আবী যামানাইন)*

অর্থাৎ, ফিতনার ব্যাপারে আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ ক'রে তার খবর জানার চেষ্টা করা উচিত নয়। যেমন তার খবর কানে এলে তা অপরের নিকট পৌঁছে দেওয়া বা প্রচার করার কাজে লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। কারণ তাতে ফিতনার আগুন দ্বিগুণ হতে থাকে এবং তা ব্যাপক আকার ধারণ করে।

হ্যাঁ, ফিতনার সময় আল্লাহর দাস হয়ে টিকে থাকা এবং সঠিকভাবে তাঁর ইবাদত করা বড় কঠিন। আর তার জন্য তার বিনিময়ও অনেক বেশি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((العِبَادَةُ في الهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِليَّ)).

"ফিতনা-ফাসাদের সময় ইবাদত-বন্দেগী করা, আমার দিকে 'হিজরত' করার সমতুল্য।" *(মুসলিম ৭৫৮৮, মিশকাত ৫৩৯১নং)*

ঈমান ও দ্বীন বাঁচানোর জন্য স্বদেশত্যাগ বা 'হিজরত' করা আবশ্যক। কিন্তু তাতে সক্ষম বা তা সহজ না হলে ঈমান ও দ্বীন বাঁচিয়ে রেখে ফিতনার মাঝেই মহান আল্লাহর দাসত্ব করা হিজরত করারই সমান।

মহান আল্লাহর বান্দা হতে হলে ফিতনার সম্মুখীন যে হতে হবে, তা একটি কঠিন বাস্তব। তিনি বলেছেন,

{أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ (٢) وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ} (٣) سورة العنكبوت

"আমি অবশ্যই এদের পূর্ববর্তীদেরকেও পরীক্ষা করেছিলাম; সুতরাং আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন, কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী।" (আনকাবূত ঃ ৩)

আর যারা ফিতনার সময় ধৈর্যধারণ ক'রে মহান প্রভুর দাসত্বে অটল ও অবিচল থাকে, তাদের শুভ পরিণামের ব্যাপারে তিনি বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ} (١٣)

"নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' অতঃপর এই বিশ্বাসে অবিচলিত থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।" *(আহক্বাফ ঃ ১৩)*

তিনি আরো বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ} (٣٠) سورة فصلت

"নিশ্চয় যারা বলে, 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ' তারপর তাতে অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট ফিরিশ্তা অবতীর্ণ হয় (এবং বলে), 'তোমরা ভয় পেয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সুসংবাদ নাও।" *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩০)*

পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য

যাদের পরকালে বিশ্বাস নেই, তারা তো পার্থিব এই জীবনকেই সব কিছু ও শেষ ধারণা করে। সুতরাং তারা যে জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হয়েছে, তা অবশ্যই নয়। এ কথা তাদের কথাবার্তা ও আচরণে স্পষ্ট। যেমন তারা বলে,

'দুনিয়াটা মস্ত বড়
খাও-দাও ফূর্তি কর
আগামী কাল বাঁচবে কি না
বলতে পারো?'

তারা বলে,

'এই বেলা ভাই মদ খেয়ে নাও কাল নিশিথের ভরসা কই,
চাঁদনী জাগিবে যুগ-যুগ ধরে আমরা তো আর রব না সই!'
'মিশ্‌ব ধুলায় তার আগেতে সময়টুকুর সদ্‌-ব্যভার,
স্ফূর্তি ক'রে নাই করি কেন দিন কয়েকেই সব কাবার?'

কিন্তু যারা মরণের পরপারের জীবনকে বিশ্বাস করে, তাদেরও অধিকাংশই পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দেয়। ফলে সুমহান প্রভুর দাসত্বের মর্যাদা লাভে বাধাপ্রাপ্ত হয় তারা। তাদের আচরণ দেখে মনে হয়, তারা যেন এই পৃথিবীতে চিরকাল জীবিত থাকবে।

সুমহান স্রষ্টা মানুষের সেই অবস্থার কথা উল্লেখ করেছেন কুরআনে।

হূদ নবী ﷺ তাঁর জাতি আদকে বলেছিলেন,

{أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ (١٢٨) وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (١٢٩) وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ} (١٣٠) سورة الشعراء

"তোমরা তো প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা ইমারত (স্তম্ভ) নির্মাণ করছ (পথিকের সাথে হাসি-তামাশা করার জন্য); তোমরা প্রাসাদ নির্মাণ করছ এ মনে করে যে, তোমরা (পৃথিবীতে) চিরস্থায়ী হবে। আর যখন তোমরা আঘাত হানো, তখন নিষ্ঠুরভাবে আঘাত হেনে থাক।" (শুআ'রা ঃ ১২৮- ১৩০)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} (١٦) سورة الأعلى

"বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাক।" (আ'লা ঃ ১৬)

{يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ} (٣) سورة الهمزة

"সে ধারণা করে যে, তার অর্থ তাকে অমর ক'রে রাখবে।" (হুমাযাহ ঃ ৩)

{كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ} (٢٠) سورة القيامة

"না, তোমরা বরং ত্বরান্বিত (পার্থিব) জীবনকে ভালবাস।" (ক্বিয়ামাহ ঃ ২০)

{وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا} (٢٠) سورة الفجر

"তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালোবেসে থাক।" (ফাজ্‌র ঃ ২০)

{وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ} (٨) سورة العاديات

"অবশ্যই সে ধন-সম্পদের আসক্তিতে অত্যন্ত প্রবল।" (আদিয়াত ঃ ৮)

{إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا} (٢٧) سورة الإنسان

"নিশ্চয় তারা ত্বরান্বিত (পার্থিব) জীবনকে ভালবাসে এবং তারা পরবর্তী কঠিন দিবসকে উপেক্ষা ক'রে চলে।" (দাহর ঃ ২৭)

প্রত্যেক মানুষের কাম্য পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি, আর্থিক ঋদ্ধি-বৃদ্ধি। কিন্তু অনেকে তাতে হালাল-হারামের তমীয ও তোয়াক্কাই করে না। যেহেতু দুনিয়াতে তাদেরকে প্রতিষ্ঠা লাভ করতেই হবে।

অনেকে চায় নেতৃত্ব, যশ, খ্যাতি ও প্রসিদ্ধি, যার মাধ্যমে তারা পৃথিবীতে পুরস্কৃত হয় এবং মানুষের মাঝে সম্যক প্রতিষ্ঠা লাভে সফল হয়।

অভিনয়, খেলাধূলা, গান-বাজনাকে মাধ্যম বানিয়েও পার্থিব সুখ ও বিলাসিতা লাভের আশা করে অনেকে। বৈধতা-অবৈধতার খেয়াল রাখা হয় না সেখানে।

পার্থিব সুখের একটি চাবিকাঠি হল একটি মনোমতো সঙ্গী। সেই সঙ্গী নির্বাচন তথা বিবাহের সময়ও দুনিয়াকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

যেখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ فَزَوِّجُوهُ ، إِلاَّ تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ)).

"তোমাদের নিকট যখন এমন ব্যক্তি (বিবাহের পয়গাম নিয়ে) আসে; যার দ্বীন ও চরিত্রে তোমরা মুগ্ধ তখন তার সাথে (মেয়ের) বিবাহ দাও। যদি তা না কর তাহলে পৃথিবীতে ফিৎনা ও মহাফাসাদ সৃষ্টি হয়ে যাবে।" *(তিরমিযী ১০৮৪, ইবনে মাজাহ ১৯৬৭, মিশকাত ৩০৯০, সিঃ সহীহাহ ১০২২নং)*

«تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ».

"মহিলার চারটি জিনিস দেখে বিবাহ করা হয়; তার সম্পদ, উচ্চ বংশ, রূপ ও দ্বীন দেখে। তুমি দ্বীনদার মহিলা পেতে সফল হও, তোমার হাত ধূলিধূসরিত হোক।" *(বুখারী ৫০৯০, মুসলিম ৩৭০৮-নং)*

সেখানে অনেক মানুষের বাস্তবতা তার বিপরীত। দ্বীনহীন অর্থশালী পাত্র পছন্দ করে এবং প্রতিবাদ করলে বা উপদেশ দিলে বলে, 'পরে দ্বীনদার হয়ে যাবে।'

বেনামাযী হলে বলে, 'পরে নামায ধরবে।'

পক্ষান্তরে দ্বীনদার গরীব পাত্র পছন্দ ক'রে এ কথা বলে না যে, 'পরে ধনী হয়ে যাবে।' মোটকথা, পছন্দের ক্ষেত্রে পার্থিব বিষয়কেই প্রাধান্য দেওয়া হয়।

আর অভিভাবকের সাথে অধিকাংশ তরুণীর বাস্তবতা বলে,

'রসের নাগর, রূপের সাগর, যদি ধন পাই,
আদর ক'রে করি তারে বাপের জামাই।'

সন্তান প্রতিপালনে আমাদের প্রবণতা দুনিয়াদারি। ইসলামী শিক্ষাকে গুরুত্ব ও প্রাধান্য না দিয়ে পার্থিব সুখের খোঁজে সন্তানকে স্কুল-কলেজে পাঠাই।

অনেকে সউদী আরবে পড়তে পাঠাতে চায় দুনিয়ার জন্যই। আবার অনেকে সউদিয়ায় বসবাস ক'রে এম্বেসি স্কুলে অথবা দেশে পাঠিয়ে পড়াতে চায় সেই দুনিয়ার জন্যই।

সরকারী স্কুল ছেড়ে বেসরকারী মিশন বা স্কুলে পড়াতে চায়, বিলেতে পড়াতে চায় একই কারণে।

এমনকি দ্বীনী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসায় পড়াতে চায় সেই দুনিয়ার জন্যই।

কওমী মাদ্রাসায় পড়ে সরকারী চাকরী পাওয়া যায় না বলে অনেকে পড়তে চায় না, সেই দুনিয়ার জন্যই। বুখারী পড়াতে পড়াতে সরকারী চাকরী পেলে কায়দা পড়াতে চলে যান অনেক শিক্ষক, সেই দুনিয়ার জন্যই।

এই জন্যই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে অনেকানেক শিক্ষিত তৈরি হয় ঠিকই, কিন্তু মানুষ তৈরি হয় নেহাতই কম, সেই পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য।

শিশুর প্রাথমিক জীবনের ভাবনা নিয়ে একজন কবি কত সুন্দরই না বলেছেন,

'বাবার ইচ্ছে ইঞ্জিনিয়ার মায়ের ইচ্ছে ডাক্তারি,
দাদুর ইচ্ছে উকীল হব নানুর ইচ্ছে মাস্টারি।
ইচ্ছেগুলি কেমন যেন ভেবেই আমি থ,
কেউই আমায় বলল না তো 'খোকা মানুষ হ'।'

অধিকাংশ মানুষের মন যেন নগদ পাওয়ার পক্ষপাতী। দুনিয়ার সত্বর লাভকে প্রাধান্য দিতে অভ্যস্ত প্রায় সবাই। তাদের অবস্থার জিভ যেন বলে,

'নগদ যা পাও হাত পেতে নাও
বাকীর খাতা শূন্য থাক,
দূরের আওয়াজ লাভ কি শুনে
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।'

মানুষের দুনিয়াদারির বাস্তব চিত্র তুলে ধরতে গিয়ে এক কবি বলেছেন,

'মুনির চিন্তা চিন্তামণি নাই অন্য আশা,
নিষ্কর্মা লোকের চিন্তা তাস আর পাশা।
ধনীর চিন্তা ধন আর নিরানব্বয়ের ধাক্কা,
যোগীর চিন্তা জগন্নাথ, ফকীরের চিন্তা মক্কা।
গৃহস্থের চিন্তা বজায় রাখতে চারি চালের ঠাট্টা,
শিশুর চিন্তা সদাই মা-কে, পশুর চিন্তা পেটটা।'

পার্থিব সুখ-সম্ভোগই মানুষের অভীষ্ট। যথাসাধ্য পরিপূর্ণরূপে দুনিয়ার সুখ ভোগ করতেই হবে। তাতে সাধুতা-সততা না থাকলেও বাধা নেই, অপরকে দুঃখ-কষ্ট দিয়ে হলেও কোন সমস্যা নেই!

আর যারা উক্ত অভীষ্ট লাভে সক্ষম হয় না, তারা ভাবে, তারা স্রষ্টা কর্তৃক অত্যাচারিত। তারা জানে না তাদের জীবনে উদ্দেশ্য কী? সুখ-সম্ভোগ ছাড়া বুঝে না তাদের কর্তব্য কী? তবে তারা প্রধান শত্রু মৃত্যুকে ভয় করে। কিন্তু মরণের পরপারে কী হবে তার ধারণা, বিশ্বাস বা তোয়াক্কা রাখে না।

পার্থিব জীবনের নানা সমস্যা আমাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কী?

সাংসারিক, রাজনৈতিক ও রুযীরুটির নানা বিষয় অনেককে জীবনের উদ্দেশ্য বোঝার তওফীক থেকে বঞ্চিত রেখেছে।

মানুষ যে পার্থিব বিষয়াবলীকে প্রাধান্য দিয়ে পরকালের বিষয়াবলীকে ভুলে আছে এবং সুমহান প্রভুর দাসত্ব থেকে দূরে সরে আছে, সে কথা স্বয়ং প্রভুই বলেছেন। আর বাস্তব এই যে, মানুষ পার্থিব সৌন্দর্য দর্শন ক'রে পরকালের জীবনকে বিস্মৃত হয়েছে। তাই সেই বাস্তবতা আল-কুরআনের বহু জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। আমি কেবল কিছু আয়াত উল্লেখ ক'রে পাঠকের বিবেক ও বিচারের কাছে সেগুলির বক্তব্য অনুধাবন করার আবেদন জানাব।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الـذَّهَبِ وَالْفِـضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ}

"নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভান্ডার, পছন্দসই (চিহ্নিত) ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকটেই উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে।" (আলে ইমরান ঃ ১৪)

{وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُـلَّ عَـدْلٍ لاَّ يُؤْخَـذْ مِنْهَـا أُوْلَئِـكَ

الَّذِينَ أُبْسِلُواْ بِمَا كَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُواْ يَكْفُرُونَ} (৭০)

"যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়াকৌতুকরূপে গ্রহণ করে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করে, তুমি তাদের সঙ্গ বর্জন কর এবং এ (কুরআন) দ্বারা তাদের উপদেশ দাও, যাতে কেউ নিজ কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়, যখন আল্লাহ ব্যতীত তার কোন অভিভাবক ও সুপারিশকারী থাকবে না এবং বিনিময়ে সব কিছু দিলেও তা গৃহীত হবে না। এরাই নিজ কৃতকার্যের জন্য ধ্বংস হবে। তাদের অবিশ্বাস হেতু তাদের জন্য রয়েছে উত্তপ্ত পানীয় ও মর্মন্তুদ শাস্তি।" (আন্আম ঃ ৭০)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ} (৩৮)

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়। তবে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন নিয়ে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস তো পরকালের তুলনায় অতি সামান্য।" (তাওবাহ ঃ ৩৮)

{فَلَمَّا أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُم مَّتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَينَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (২৩) سورة يونس

"অতঃপর যখনই আল্লাহ তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা ভূ-পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করতে থাকে। হে লোক সকল! (শুনে রাখ) তোমাদের বিদ্রোহাচরণ তোমাদেরই (জন্য ক্ষতিকর) হবে, (এ হল) পার্থিব জীবনের উপভোগ্য, তারপর আমারই দিকে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম জানিয়ে দেব।" (ইউনুস ঃ ২৩)

{اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَقْدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ} (২৬) سورة الرعد

"আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন, তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন। কিন্তু তারা পার্থিব জীবন নিয়েই উল্লসিত; অথচ ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় নগণ্য ভোগ মাত্র।" (রা'দ ঃ ২৬)

{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا} (٤٦) سورة الكهف

"ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। আর সৎকার্য, যার ফল স্থায়ী ওটা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং আশা প্রাপ্তির

ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট।" (কাহফ ঃ ৪৬)

{وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ} (٦٠) سورة القصص

"তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও সৌন্দর্য এবং যা আল্লাহর নিকট আছে, তা উত্তম এবং স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না?" (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৬০)

{فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (٣٦) سورة الشورى

"বস্তুতঃ তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ; কিন্তু আল্লাহর নিকট যা আছে, তা উত্তম ও চিরস্থায়ী তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে।" (শূরা ঃ ৩৬)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَا الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ أُصْبُعَهُ فِي اليَمِّ ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ)).

"আখেরাতের মুকাবেলায় দুনিয়ার দৃষ্টান্ত ঐরূপ, যেমন তোমাদের কেউ সমুদ্রে আঙ্গুল ডুবায় এবং (তা বের ক'রে) দেখে যে, আঙ্গুলটি সমুদ্রের কতটুকু পানি নিয়ে ফিরছে।" *(মুসলিম ৭৩৭৬নং)*

পরকালের জীবন, অনন্ত কালের জীবন। মানুষ পৃথিবীর এই ৬০/৭০/১০০ বছরের জীবন পেয়ে সেই অনন্ত কালের জীবনকে ভুলে বসেছে। বিস্মৃত হয়েছে এ জীবনের প্রকৃতত্ব সম্বন্ধে।

এ দুনিয়ার যে কোন মূল্য নেই, তা অনেকেরই ধারণা নেই।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((لَوْ كَانَت الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، مَا سَقَى كَافِراً مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ)).

"যদি আল্লাহর নিকট মশার ডানার সমান দুনিয়ার (মূল্য বা ওজন) থাকত, তাহলে তিনি কোন কাফেরকে তার (দুনিয়ার) এক ঢোক পানিও পান করাতেন না।" *(তিরমিযী ২৩২০, ইবনে মাজাহ ৪১১০, মিশকাত ৫১৭৭ নং)*

এ দুনিয়া যে অভিশপ্ত, তা হয়তো অনেকের জানা নেই।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلاَّ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى، وَمَا وَالاهُ، وَعَالِماً وَمُتَعَلِّماً)).

"শোনো! নিঃসন্দেহে দুনিয়া অভিশপ্ত। অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে

(সবই)। তবে আল্লাহর যিক্‌র এবং তার সাথে সম্পৃক্ত জিনিস, আলেম ও তালেবে-ইল্‌ম নয়।" *(তিরমিযী ২৩২২, ইবনে মাজাহ ৪১১২, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ৭০নং)*

((الدُّنْيا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ ما فِيها إلاَّ ما ابْتُغي بِهِ وَجْهُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ)).

"পৃথিবী অভিশপ্ত এবং অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে সে সকল (পার্থিব বিষয় ও) বস্তুও। তবে সেই বস্তু (বা কর্ম) নয় যার মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভের আশা করা হয়।" *(ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৯নং)*

অনেকে হয়তো জানে না, দুনিয়ার এ জীবন হল সুখ-দুঃখ মিশ্রিত ঘোলা পানির মতো। আর পরকালের জীবন হল দুঃখ-কষ্টহীন স্বচ্ছ পানির মতো।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إنّ اللَّهَ تعالى جَعَلَ الدُّنْيا كُلها قَلِيلاً وما بَقِيَ منها إلاَّ القَلِيلُ كالثَّغِبِ شُرِبَ صَفْوُهُ وبَقِيَ كَدَرُهُ)).

"মহান আল্লাহ সমগ্র দুনিয়াকেই বানিয়েছেন সামান্য। আর দুনিয়ার যা অবশিষ্ট আছে তা সামান্য। তা হলো সেই পুকুরের মতো, যার স্বচ্ছ পানিটুকু পান করা হয়েছে এবং ঘোলা পানিটুকু অবশিষ্ট রয়েছে।" *(হাকেম ৭৯০৪, সিঃ সহীহাঃ ১৬২৫ সহীহুল জামে' ১৭৩৭, বুখারী ২৯৬৪নং)*

দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা দুনিয়ার জীবনের উপমা পেশ করেছেন।

এ জীবন হল সবুজ ফসলের মতো, যা সাময়িক নয়নাভিরাম থাকে। অতঃপর পেকে হলুদ হলে নষ্ট হয়ে যায় অথবা কেটে নেওয়া হয়। তিনি বলেছেন,

{إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالأَنْعَامُ حَتَّىَ إِذَا أَخَذَتِ الأَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (٢٤) سورة يونس

"বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত তো বৃষ্টির মত, যা আমি আসমান হতে বর্ষণ করি। অতঃপর তার দ্বারা উৎপন্ন হয় ভূপৃষ্ঠের উদ্ভিদগুলো অতিশয় ঘন হয়ে, যা হতে মানুষ ও পশুরা ভক্ষণ করে। অতঃপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে এবং তার মালিকরা মনে করে যে, তারা এখন তার পূর্ণ অধিকারী, তখন দিনে অথবা রাতে তার উপর আমার (আযাবের) আদেশ এসে পড়ে, সুতরাং আমি তা এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে দিই, যেন গতকাল তার অস্তিত্বই ছিল না। এরূপেই আয়াতগুলোকে আমি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য বিশদরূপে বর্ণনা ক'রে থাকি।" (ইউনুস ঃ ২৪)

{وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاء أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاء فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا} (٤٥) سورة الكهف

"তাদের কাছে পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের; এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যার দ্বারা ভূমির উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়। অতঃপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস ওকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।" (কাহফ ঃ ৪৫)

দুনিয়ার এ জীবন হল ধোঁকাবাজ প্রতারক। ছলনাময় সুখ-সম্ভোগ।

তিনি বলেছেন,

{كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ} (١٨٥) سورة آل عمران

"জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। সুতরাং যাকে আগুন (দোযখ) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেশ্তে প্রবেশলাভ করবে, সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।" (আলে ইমরান ঃ ১৮৫)

পার্থিব এ জীবন হল এক প্রকার খেলা। খেলা শেষ হলে যেমন ঘরে ফিরতে হয়, তেমনি এ জীবন শেষ হলে আমাদের আসল ঘরে ফিরতে হবে।

তিনি বলেছেন,

{وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ} (٣٢)

"আর পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বই আর কিছুই নয় এবং যারা সাবধানতা অবলম্বন করে, তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়, তোমরা কি (তা) অনুধাবন কর না?" (আন্আম ঃ ৩২)

{وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ}

"এ পার্থিব জীবন তো খেল-তামাশা ছাড়া কিছুই নয়। আর পারলৌকিক জীবনই তো প্রকৃত জীবন; যদি ওরা জানত।" (আনকাবূত ঃ ৬৪)

{إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ}

"পার্থিব জীবন তো শুধু খেল-তামাশা মাত্র। যদি তোমরা বিশ্বাস কর ও আল্লাহ-ভীরুতা অবলম্বন কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে পুরস্কার দেবেন। আর তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চান না।" (মুহাম্মাদ ঃ ৩৬)

{اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ

شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} (٢٠) سورة الحديد

"তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা বৃষ্টি; যার দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা টুকরা-টুকরা (খড়-কুটায়) পরিণত হয় এবং পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।" (হাদীদ ঃ ২০)

এ দুনিয়া মহান স্রষ্টার নিকট মৃত ছাগল-ছানা অপেক্ষা মূল্যহীন, তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট।

জাবের ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বাজারের পাশ দিয়ে গেলেন। এমতাবস্থায় যে, তাঁর দুই পাশে লোকজন ছিল। অতঃপর তিনি ছোট কানবিশিষ্ট একটি মৃত ছাগল ছানার পাশ দিয়ে গেলেন। তিনি তার কান ধরে বললেন, "তোমাদের কেউ কি এক দিরহামের পরিবর্তে এটাকে নেওয়া পছন্দ করবে?" তাঁরা বললেন, 'আমরা কোন জিনিসের বিনিময়ে এটা নেওয়া পছন্দ করব না এবং আমরা এটা নিয়ে করবই বা কি?' তিনি বললেন, "তোমরা কি পছন্দ কর যে, (বিনামূল্যে) এটা তোমাদের হোক?" তাঁরা বললেন, 'আল্লাহর কসম! যদি এটা জীবিত থাকত তবুও সে ছোট কানের কারণে দোষযুক্ত ছিল। এখন তো সে মৃত (সেহেতু একে কে নেবে)?' তিনি বললেন,

((فوَاللهِ للدُّنْيَا أهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ)).

"আল্লাহর কসম! তোমাদের নিকট এই মৃত ছাগল ছানাটা যতটা নিকৃষ্ট, দুনিয়া আল্লাহর নিকট তার চেয়ে বেশি নিকৃষ্ট।" *(মুসলিম ৭৬০৭নং)*

এ দুনিয়া হল মানুষের গু বা পায়খানার থেকেও নিকৃষ্ট।

যাহহাক ইবনে সুফিয়ান আল-কিলাবী থেকে বর্ণিত যে, তাঁকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "হে যাহহাক! তোমার খাদ্য কী?" তিনি বললেন, 'মাংস এবং দুধ।' রাসূল ﷺ বললেন, "(খাওয়ার পর) এর অবস্থা কী হয়?" তিনি বললেন, '(খাওয়ার পর) এর অবস্থা যা হয়, তা তো আপনি ভালোভাবেই জানেন।' তখন তিনি ﷺ বললেন,

((فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ضَرَبَ مَا يَخْرُجُ مِنْ ابْنِ آدَمَ مَثَلًا لِلدُّنْيَا)).

"বরকতময় মহান আল্লাহ সেই জিনিসকে দুনিয়ার দৃষ্টান্ত হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা আদম সন্তানদের (পেট) থেকে নির্গত হয়।" *(আহমাদ ১৫৭৪৭, সিঃ সহীহাহ ৩৮২নং)*

এ দুনিয়া হল ক্ষণস্থায়ী, মুসাফিরের জন্য একটি ছায়াদার গাছের মতো।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা চাটাই-এর উপর শুলেন। অতঃপর তিনি এই অবস্থায় উঠলেন যে, তাঁর পার্শ্বদেশে তার দাগ পড়ে গিয়েছিল। আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! যদি (আপনার অনুমতি হয়, তাহলে) আমরা আপনার জন্য নরম গদি বানিয়ে দিই।' তিনি বললেন,

((مَا لِي وَلِلدُّنْيَا ؟ مَا أَنَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ كَرَاكِبٍ اسْتَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا)).

"দুনিয়ার সাথে আমার কী সম্পর্ক? আমি তো (এ) জগতে ঐ সওয়ারের মত যে (ক্লান্ত হয়ে একটু বিশ্রামের জন্য) গাছের ছায়ায় থামল। পুনরায় সে চলতে আরম্ভ করল এবং ঐ গাছটি ছেড়ে দিল।" *(আহমাদ ২৭৪৪, তিরমিযী ২৩৭৭, ইবনে মাজাহ ৪১০৯, মিশকাত ৫১৮৮ নং)*

বলাই বাহুল্য যে, দুনিয়ার উক্ত সকল প্রকৃতত্ব ও উদাহরণ জেনে অথবা না জেনে অনেকে তারই পশ্চাতে তার প্রেমে পাগল হওয়ার মতো ছুটে চলেছে। দুনিয়া হয়েছে তাদের শিক্ষার বিষয় ও উদ্দেশ্য। দুনিয়া হয়েছে তাদের কামনা ও বাসনা। দুনিয়াই তাদের একমাত্র সাফল্য। তাইতো তাদেরকে দেখতে পাবেন, তারা তারই বিলাস-সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। তারই ক্ষণস্থায়ী সুখলাভের পিছনে নিজের আয়ু ক্ষয় করছে। তারই প্রেমের শীরীন শারাব পান করার জন্য নিজের সকল প্রচেষ্টা ব্যয় করছে! আর ভুলে বসেছে জীবনের আসল উদ্দেশ্য।

দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়ার পরিণাম নিশ্চয়ই শুভ নয়। আখেরাতে বিশ্বাস রেখেও যদি কেউ দুনিয়াকে তার উপর প্রাধান্য ও গুরুত্ব দেয়, তাহলে তার ফলাফল বড় অশুভ হয়।

দাম্ভিক কারূনের ইতিহাসে দেখুন, মহান আল্লাহ তাকে এত ধনভান্ডার দান করেছিলেন যে, যার চাবিগুলি বহন করা একদল বলবান লোকের পক্ষেও কষ্টসাধ্য ছিল!

{فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} (٧٩) سورة القصص

"সুতরাং কারূন তার সম্প্রদায়ের সম্মুখে জাঁকজমক সহকারে বের হল। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল, 'আহা! কারূনকে যা দেওয়া হয়েছে, সেরূপ যদি আমাদেরও থাকত; প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান।" (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৭৯)

এ ছিল পার্থিব জগৎকে প্রাধান্যদাতাদের দৃষ্টিভঙ্গি। পক্ষান্তরে জ্ঞানী মু'মিনদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল আলাদা। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ} (٨٠) سورة القصص

"আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, 'ধিক্ তোমাদের! যারা ঈমান রাখে ও সৎকাজ করে, তাদের জন্য আল্লাহর পুরস্কারই শ্রেষ্ঠ। আর ধৈর্যশীল ব্যতীত তা অন্য কেউ পায় না।" (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৮০)

পরিশেষে কারূনের পরিণতির ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

{فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ} (٨١) سورة القصص

"অতঃপর আমি কারূনকে ও তার প্রাসাদকে মাটিতে ধসিয়ে দিলাম। তার স্বপক্ষে এমন কোন দল ছিল না, যে আল্লাহর শাস্তির বিরুদ্ধে তাকে সাহায্য করতে পারত এবং সে নিজেও আত্মরক্ষায় সক্ষম ছিল না।" (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৮১)

যারা পার্থিব জীবনকেই প্রাধান্য দেয়, তারা সুপথপ্রাপ্ত নয়, তারা বিশাল ভ্রষ্ট ও কাফের। মহান আল্লাহ বলেন,

{الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَئِكَ فِي ضَلاَلٍ بَعِيدٍ} (٣) سورة إبراهيم

"যারা ইহজীবনকে পরজীবনের উপর প্রাধান্য দেয়, মানুষকে আল্লাহর পথ হতে নিবৃত্ত করে এবং তাতে বক্রতা অনুসন্ধান করে; তারাই তো ঘোর বিভ্রান্তিতে রয়েছে।" (ইব্রাহীম ঃ ৩)

{ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ}

"এটা এ জন্য যে, তারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দেয় এবং এই জন্য যে, আল্লাহ অবিশ্বাসী সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না।" *(নাহল ঃ ১০৭)*

যে ব্যক্তি দুনিয়াকেই গুরুত্ব দেয় এবং দুনিয়াতেই সকল সুখ লুটতে চায়, তার পরিণতি জাহান্নামের ইন্ধন ছাড়া আর কী হতে পারে?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ (١٥) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (١٦) سورة هود

"যারা শুধু পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মসমূহ (এর ফল) পৃথিবীতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান ক'রে দিই এবং সেখানে তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই, আর তারা যা কিছু করেছে, তা সবই পরকালে নিষ্ফল হবে এবং যা কিছু করে থাকে, তাও নিরর্থক হবে।" (হূদ ঃ ১৫-১৬)

{مَّن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاء لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَـهُ جَهَـنَّمَ يَـصْلاهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا} (١٨) سورة الإسراء

"কেউ পার্থিব সুখ-সম্ভোগ কামনা করলে আমি যাকে যা ইচ্ছা সত্বর দিয়ে থাকি, পরে তার জন্য জাহান্নাম নির্ধারিত করি; সেখানে সে প্রবেশ করবে নিন্দিত ও অনুগ্রহ হতে দূরীকৃত অবস্থায়।" (বানী ইস্রাঈল ঃ ১৮)

{إِنَّ الَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ لِقَاءنَا وَرَضُواْ بِالْحَياةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّواْ بِهَـا وَالَّـذِينَ هُـمْ عَـنْ آيَاتِنَـا غَافِلُونَ (٧) أُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} (٨) سورة يونس

"যারা আমার সাথে সাক্ষাতের আশা পোষণ করে না এবং পার্থিব জীবন নিয়েই পরিতৃপ্ত থাকে এবং এতেই যারা নিশ্চিন্ত থাকে এবং যারা আমার নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে উদাসীন; এই লোকদের নিজেদের কৃতকর্মের ফলে ঠিকানা হবে জাহান্নাম।" (ইউনুস ঃ ৭-৮)

{فَأَمَّا مَنْ طَغَى (٣٧) وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (٣٨) فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى} (٣٩) النازعات

"সুতরাং যে সীমালংঘন করেছে এবং পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে, জাহীম (জাহান্নাম)ই হবে তার আশ্রয়স্থল।" (না-যিআত ঃ ৩৭-৩৯)

পার্থিব জীবনের চাকচিক্যে ধোঁকা খেয়ে যারা সুমহান প্রভুর দাসত্ব ভুলে বসে, তাদের পরিণাম জাহান্নাম ব্যতীত আর কী হতে পারে? কিয়ামতের দিন তিনি বলবেন,

{يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُـلٌ مِّـنكُمْ يَقُـصُّونَ عَلَـيْكُمْ آيَـاتِي وَيُنـذِرُونَكُمْ لِقَـاء يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَى أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَافِرِينَ} (١٣٠) سورة الأنعام

"(আমি ওদেরকে বলব,) 'হে জিন ও মানব-সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্য হতে কি রসূলগণ তোমাদের নিকট আসেনি, যারা আমার নিদর্শন তোমাদের নিকট বিবৃত করত এবং তোমাদেরকে এদিনের সম্মুখীন হওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করত?' ওরা বলবে, 'আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করলাম।' বস্তুতঃ পার্থিব জীবন ওদেরকে প্রতারিত করেছিল। আর ওরা যে অবিশ্বাসী (কাফের) ছিল এটিও ওরা স্বীকার করবে।" (আন্আম ঃ ১৩০)

তিনি আরো বলেছেন,

{الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنـسَاهُمْ كَمَـا نَـسُواْ لِقَـاء يَوْمِهِمْ هَذَا وَمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ} (٥١) سورة الأعراف

"যারা তাদের ধর্মকে ক্রীড়া-কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং আজ আমি তাদেরকে বিস্মৃত হব, যেভাবে তারা তাদের এ দিনের সাক্ষাৎকে ভুলেছিল এবং যেভাবে তারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছিল।" (আ'রাফ ঃ ৫১)

{وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاء يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ (٣٤) ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَغَرَّتْكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ} (٣٥) سورة الجاثية

"ওদেরকে বলা হবে, 'আজ আমি তোমাদেরকে ভুলে যাব, যেমন তোমরা এ দিনের সাক্ষাৎকারকে ভুলে গিয়েছিলে। তোমাদের আশ্রয়স্থল হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না।' এ জন্য যে, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে নিয়ে বিদ্রূপ করেছিলে এবং পার্থিব জীবন তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। সুতরাং আজ ওদেরকে জাহান্নাম হতে বের করা হবে না এবং তাদের ওজর-আপত্তিও গ্রহণযোগ্য হবে না।" (জাষিয়াহ ঃ ৩৪-৩৫)

{مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ} (٢٠) سورة الشورى

"যে ব্যক্তি পরলোকের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য পরলোকের ফসল বর্ধিত করে দিই এবং যে কেউ ইহলোকের ফসল কামনা করে, আমি তাকে তারই কিছু দিই, আর পরলোকে এদের জন্য কোন অংশ থাকবে না।" (শূরা ঃ ২০)

আসলেই এ দুনিয়া হল আখেরাতের ক্ষেত স্বরূপ। আর ক্ষেতকে চাষী কখনও আপন বাড়ির সমতুল্য ভাবতে পারে না। দুনিয়ার ক্ষেত থেকে আখেরাতের ফসল সংগ্রহ করাই বান্দা চাষীর কর্তব্য। নচেৎ ক্ষেতকেই নিজ ঘর ধারণা করলে আসল ঘর থেকে সে বঞ্চিত হবে।

পার্থিব সংসারকে প্রাধান্য দেওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ جَعَلَ الْهُمُومَ هَمًّا وَاحِدًا هَمَّ الْمَعَادِ كَفَاهُ اللَّهُ هَمَّ دُنْيَاهُ وَمَنْ تَشَعَّبَتْ بِهِ الْهُمُومُ فِي أَحْوَالِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَالِ اللَّهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَتِهِ هَلَكَ)).

"যে সমুদয় চিন্তারাশীকে একই চিন্তা ক'রে নেয়, কেবলমাত্র পরলোকের চিন্তা। আল্লাহ তার ইহলোকের চিন্তার জন্য যথেষ্ট হন। আর যার চিন্তারাজী ইহলৌকিক বিষয়ে শাখা-প্রশাখাবিশিষ্ট হয়, সে যে কোনও উপত্যকায় ধ্বংস হয় আল্লাহর তাতে কোন পরোয়া নেই।" *(হাকেম ৩৬৫৮নং, ইবনে মাজাহ ৪১০৬নং)*

কেবল 'দুনিয়া-দুনিয়া' চিন্তা করার ফলে তার পরিণতি হয় ধ্বংস। পরন্তু মহান

প্রতিপালক এমন লালসাপূর্ণ চিন্তা থেকে তাঁর মু'মিন বান্দাকে রক্ষা করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا حَمَاهُ الدُّنْيَا كَمَا يَظَلُّ أَحَدُكُمْ يَحْمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ)).

"যখন আল্লাহ কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তাকে দুনিয়াদারী থেকে ঠিক সেইরূপ বাঁচিয়ে নেন; যেরূপ তোমাদের কেউ তার রোগী ব্যক্তিকে পানি থেকে সাবধানে রাখে।" *(তিরমিযী ২০৩৬, হাকেম ৭৭৬৪, সহীহুল জামে' ২৮২ নং)*

নিশ্চয়ই আল্লাহর দাস ও ধনদাস এক নয়। ঈমানদার ও দুনিয়াদার একাকার হতে পারে না। আর উভয়ের পরিণাম এক রকম হতে পারে না।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ (٦٠) أَفَمَن وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ} (٦١) سورة القصص

"তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও সৌন্দর্য এবং যা আল্লাহর নিকট আছে, তা উত্তম এবং স্থায়ী। তোমরা কি অনুধাবন করবে না? যাকে আমি উত্তম (পুরস্কারের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যা সে লাভ করবে, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান যাকে আমি পার্থিব জীবনের ভোগসম্ভার দিয়েছি, যাকে পরে কিয়ামতের দিন (অপরাধীরূপে) উপস্থিত করা হবে?" *(ক্বাস্বাস্ব ঃ ৬০-৬১)*

কেবল ধনদাস হলে আল্লাহর দাস হওয়া যায় না। দুনিয়ার লোভ থাকলে পরকালের লোভ মনে স্থান পায় না। একটি জিনিসের প্রেম যখন মনের মাঝে প্রবল থাকে, তখন অন্য কোন জিনিসের প্রেম সেই আসনে জায়গা লাভ করতে পারে না। তাই সুমহান প্রভু তাঁর দাস হতে নির্দেশ দেন এবং দুনিয়ার দাস হতে নিষেধ করেন। সদা সতর্ক করেন, যেন ঈমানদার মানুষ দুনিয়ার সুখ-সামগ্রীর প্রতি ঝুঁকে না পড়ে, দুনিয়ার প্রতি আসক্ত না হয়ে যায়।

তিনি স্বীয় নবী ﷺ-কে সতর্ক ক'রে বলেছেন,

{وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا} (٢٨) سورة الكهف

"তুমি নিজেকে তাদেরই সংসর্গে রাখ, যারা সকাল ও সন্ধ্যায় তাদের প্রতিপালককে তাঁর মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে আহবান করে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে, তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি

ফিরিয়ে নিয়ো না। আর তুমি তার আনুগত্য করো না, যার হৃদয়কে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী ক'রে দিয়েছি, যে তার খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে ও যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে।" (কাহফ ঃ ২৮)

{وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى} (١٣١) سورة طه

"আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য-স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনোও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করো না। তোমার প্রতিপালকের জীবিকাই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী।" *(ত্বা-হা ঃ ১৩১)*

তিনি মু'মিনগণকে সতর্ক ক'রে বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِندَ اللّهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُواْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (٩٤) سورة النساء

"হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে বের হবে, তখন তদন্ত ক'রে নাও। আর কেউ তোমাদেরকে সালাম জানালে তাকে বলো না যে, 'তুমি বিশ্বাসী নও।' ইহজীবনের সম্পদ চাইলে আল্লাহর কাছে গনীমত (অনায়াসলভ্য সম্পদ) প্রচুর রয়েছে। তোমরা তো পূর্বে এরূপই ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। সুতরাং তোমরা পরীক্ষা ক'রে নাও। তোমরা যা কর, আল্লাহ সে বিষয়ে সবিশেষ অবহিত।" (নিসা ঃ ৯৪)

তিনি সাবধান করেছেন, যেন দুনিয়ার সুখ-সৌন্দর্য তাদেরকে প্রতারিত না করে। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ} (٣٣)

"হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং সেদিনকে ভয় কর, যেদিন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবে না, সন্তানও তার পিতার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং শয়তান যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে।" (লুক্বমান ঃ ৩৩)

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ}

"হে মানুষ! নিশ্চয় আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য; সুতরাং পার্থিব জীবন যেন

কিছুতেই তোমাদেরকে প্রতারিত না করে এবং কোন প্রবঞ্চক যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে প্রবঞ্চিত না করে।" (ফাত্বির ঃ ৫)

প্রত্যেক মু'মিনের উচিত স্ব-স্ব জাতি-গোত্রকে সতর্ক করা,

{يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ} (৩৯) سورة غافر

"হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। আর নিশ্চয় পরকাল হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস।" (মু'মিন ঃ ৩৯)

মহান প্রতিপালক আল্লাহ-ভোলা দুনিয়া-ওয়ালা মানুষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (২৯) ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى} (৩০) سورة النجم

"অতএব তাকে উপেক্ষা ক'রে চল, যে আমার স্মরণে বিমুখ এবং যে শুধু পার্থিব জীবনই কামনা করে। তাদের জ্ঞানের দৌড় এই পর্যন্ত। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকই ভাল জানেন, কে তাঁর পথ হতে বিচ্যুত এবং তিনিই ভাল জানেন, কে সৎপথপ্রাপ্ত।" (নাজ্ম ঃ ২৯-৩০)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ)).

"দুনিয়া হচ্ছে সুমিষ্ট ও সবুজ শ্যামল এবং আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে তাতে প্রতিনিধি করেছেন। অতঃপর তিনি দেখবেন যে, তোমরা কিভাবে কাজ কর। অতএব তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে সাবধান হও এবং সাবধান হও নারীজাতির ব্যাপারে।" *(মুসলিম ৭১২৪নং)*

সাহ্ল ইবনে সা'দ ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাকে এমন কর্ম বলে দিন, আমি তা করলে যেন আল্লাহ আমাকে ভালবাসেন এবং লোকেরাও আমাকে ভালবাসে।' তিনি বললেন,

((ازْهَدْ فِي الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ ، وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ)).

"দুনিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা আনো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে ভালবাসবেন। আর লোকেদের ধন-সম্পদের প্রতি বিতৃষ্ণা আনো, তাহলে লোকেরা তোমাকে ভালবাসবে।" *(ইবনে মাজাহ ৪১০২, প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৪৪নং)*

দুনিয়ার ধনমাল ও যশ-খ্যাতির লোভ দ্বীনদার মানুষের মনে স্থান পেতে পারে না। আর যদি স্থান পেয়ে যায়, তাহলে তার দ্বীনের প্রভূত ক্ষতি হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ أُرْسِلاَ فِي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِدِينِهِ)).

"ছাগলের পালে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছেড়ে দিলে ছাগলের যতটা ক্ষতি করে, তার চেয়ে মানুষের সম্পদ ও সম্মানের প্রতি লোভ-লালসা তার দ্বীনের জন্য বেশী ক্ষতিকারক।" *(তিরমিযী ২৩৭৬নং)*

আলী ইবনে আবূ ত্বালিব ﷺ বলেছেন,

ارْتَحَلَتْ الدُّنْيَا مُدْبِرَةً وَارْتَحَلَتْ الْآخِرَةُ مُقْبِلَةً وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَنُونَ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابَ وَغَدًا حِسَابٌ وَلَا عَمَلٌ.

"দুনিয়া পেছনের দিকে চলেছে এবং আখেরাত সামনের দিকে আসছে, আর দু'টি জায়গাই মানুষ একান্তভাবে কামনা করে। তবে তোমরা আখেরাতের কামনাকরী হয়ে যাও, দুনিয়ার কামনাকারী হয়ো না। কেননা, আজকের দিন (দুনিয়ায়) কর্ম আছে, হিসাব (গ্রহণ) নেই। আর কাল (আখেরাতে) হিসেব (গ্রহণ) থাকবে, কিন্তু কর্ম থাকবে না।" *(বুখারী ৬৪১৭নং এর আগে)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ পার্থিব সুখ-সম্ভোগে মত্ত হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক ক'রে বলেছেন,

((لاَ تَتَّخِذُوا الضَّيْعَةَ فَتَرْغَبُوا فِي الدُّنْيَا)).

"তোমরা জমি-জায়গা, বাড়ি-বাগান ও শিল্প-ব্যবসায় বিভোর হয়ে পড়ো না। কেননা, (তাহলে) তোমরা দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়বে।" *(তিরমিযী ২৩২৮নং)*

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনুল আ'স ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এমতাবস্থায় যে, আমরা আমাদের একটি কুঁড়েঘর সংস্কার করছিলাম। তিনি বললেন, "এটা কী?" আমরা বললাম, 'কুঁড়ে ঘরটি দুর্বল হয়ে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, তাই আমরা তা মেরামত করছি।' তিনি বললেন,

((مَا أَرَى الأَمْرَ إِلاَّ أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ)) .

"আমি ব্যাপারটিকে (মৃত্যুকে) এর চাইতেও নিকটবর্তী ভাবছি।" *(আবূ দাউদ ৫২৩৮, তিরমিযী ২৩৩৫নং)*

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার দুই কাঁধ ধরে বললেন,

((كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ ، أَو عَابِرُ سَبِيلٍ)) .

"তুমি এ দুনিয়াতে একজন মুসাফির অথবা পথচারীর মতো থাকো।"

আর ইবনে উমার ﷺ বলতেন,

إِذَا أَمْسَيتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلاَ تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ ، وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ

لِمَرَضِكَ ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ .

'তুমি সন্ধ্যায় উপনীত হলে আর ভোরের অপেক্ষা করো না এবং ভোরে উপনীত হলে সন্ধ্যার অপেক্ষা করো না। তোমরা সুস্থতার অবস্থায় তোমার পীড়িত অবস্থার জন্য কিছু সঞ্চয় কর এবং জীবিত অবস্থায় তোমার মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।' *(বুখারী ৬৪১৬, তিরমিযী, মিশকাত ১৬০৪নং)*

তাহলে কি সংসার করাই যাবে না? অর্থোপার্জন করাই যাবে না? বাড়ি-ঘর বানানোই যাবে না? চাষ-চাকরি করাই যাবে না?

উলামাগণ বলেন, উক্ত বাণীসমূহের অর্থ হল, দুনিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়ো না এবং তাকে নিজের আসল ঠিকানা বানিয়ে নিয়ো না। মনে মনে এ ধারণা করো না যে, তুমি তাতে দীর্ঘজীবী হবে। তুমি তার প্রতি যত্নবান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করো না। তার সাথে তোমার সম্পর্ক হবে ততটুক, যতটুক একজন প্রবাসী তার প্রবাসের সাথে রেখে থাকে। তাতে সেই বিষয়-বস্তু নিয়ে বিভোল হয়ে যেয়ো না, যে বিষয়-বস্তু নিয়ে সেই প্রবাসী ব্যক্তি হয় না, যে স্বদেশে নিজের পরিবারের নিকট ফিরে যেতে চায়। আর আল্লাহই তওফীক দাতা। (রিয়াযুস স্বালিহীন)

মহান আল্লাহ কারূনের ইতিহাসে উল্লেখ করেছেন, তাকে তার সম্প্রদায়ের লোকে উপদেশ দিয়ে বলেছিল,

{وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّـهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} (٧٧) سورة القصص

"আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন তার মাধ্যমে পরলোকের কল্যাণ অনুসন্ধান কর। আর তুমি তোমার ইহলোকের অংশ ভুলে যেয়ো না। তুমি (পরের প্রতি) অনুগ্রহ কর, যেমন আল্লাহ তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চেয়ো না। আল্লাহ অবশ্যই বিপর্যয় সৃষ্টিকারীকে ভালবাসেন না।" *(ক্বাস্বাস্ব ঃ ৭৭)*

দুনিয়া মু'মিনের কাছে ব্রাত্য নয়। প্রয়োজন মতো দুনিয়ার দরকার অবশ্যই আছে। আখেরাতকে লক্ষ্য রেখে দুনিয়া প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে হবে। দুনিয়াতে মুসলিমকে সফল ও উন্নত হতে হবে। জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধন-সম্পদে শক্তিশালী হতে হবে। দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠালাভ ও আত্মরক্ষার জন্য বিজ্ঞান ও ধনবলের অবশ্যই প্রয়োজন আছে। ভালো খাওয়া ও ভালো থাকা নিন্দনীয় নয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (٣٢) سورة الأعراف

"বল, 'আল্লাহ স্বীয় দাসদের জন্য যে সব সুশোভন বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তা কে নিষিদ্ধ করেছে?' বল, 'পার্থিব জীবনে বিশেষ করে কিয়ামতের দিনে এ সমস্ত তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে।' এরূপে আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করি।" (আ'রাফ ঃ ৩২)

সমূলেই দুনিয়া বর্জনীয় নয়। মহান আল্লাহর দাস হওয়ার জন্য তিনি মানুষকে সংসারত্যাগী হতে আদেশ দেননি। দুই শ্রেণীর মানুষের চাহিদা ও প্রার্থনা উল্লেখ ক'রে তিনি বলেছেন,

{فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنْ خَلاَقٍ (٢٠٠) وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (٢٠١) أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَاللّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (٢٠٢) سورة البقرة

"এমন কিছু লোক আছে যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে পৃথিবীতে (সওয়াব) দান কর।' বস্তুতঃ তাদের জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। পক্ষান্তরে তাদের মধ্যে (এমন কিছু লোক আছে) যারা বলে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের ইহকালে কল্যাণ দান কর এবং পরকালেও কল্যাণ দান কর। আর আমাদেরকে দোযখ-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা কর।' তারা যা অর্জন করেছে, তার প্রাপ্ত অংশ তাদেরই। বস্তুতঃ আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অত্যন্ত তৎপর।" *(বাক্বারাহ ঃ ২০০-২০২)*

প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা

পার্থিব সুখ-সামগ্রীর প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা মানুষকে সুমহান প্রভুর দাস হওয়ার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত রাখে।

ওর প্রচুর ধনবল হয়েছে, আমার প্রচুর হতে হবে।

ওর অনেক জনবল আছে, আমার প্রচুর হতে হবে।

এইভাবে 'ওর প্রচুর আছে, আমার প্রচুর হতে হবে'---এই প্রতিযোগিতা মানুষকে তার জীবনের মূল উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে রাখে।

সুমহান সৃষ্টিকর্তা পার্থিব জীবনের এই বাস্তবতার ব্যাপারে সতর্ক করেছেন এবং বলেছেন,

{اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} (٢٠) سورة الحديد

"তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক,

পারস্পরিক গর্ব প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা বৃষ্টি; যার দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা টুকরা-টুকরা (খড়-কুটায়) পরিণত হয় এবং পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়।" (হাদীদ ঃ ২০)

মানুষ উদাসীন, সে আল্লাহতে বিশ্বাস রাখে না।

মানুষ মোহাচ্ছন্ন, সে সুমহান প্রভুর দাসত্ব করে না।

মানুষ অনাগ্রহী, সে আল্লাহর ইবাদত করে না।

হে মানুষ! তোমাদেরকে কীসে উদাসীন করল? কোন্ ব্যস্ততা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করল? কোন্ কর্মাসক্তি তোমাদেরকে বিভোল ক'রে রাখল? সুমহান প্রভু নিজেই তার উত্তর দিয়ে বলেছেন,

{أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ} (١) سورة التكاثر

"প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে।" *(তাকাষুর ঃ ১)*

আব্দুল্লাহ ইবনে শিখ্খীর ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর নিকট এলাম, এমতাবস্থায় যে, তিনি 'আলহাকুমুত তাকাষুর' অর্থাৎ, প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। *(সূরা তাকাষুর)* পড়ছিলেন। তিনি বললেন,

((يَقُولُ ابْنُ آدَمَ : مَالِي ، مالي ، وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ ، أَو لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ ؟!))

"আদম সন্তান বলে, 'আমার মাল, আমার মাল।' অথচ হে আদম সন্তান! তোমার কি এ ছাড়া কোন মাল আছে, যা তুমি খেয়ে শেষ ক'রে দিয়েছ অথবা যা তুমি পরিধান ক'রে পুরাতন ক'রে দিয়েছ অথবা সাদকাহ ক'রে (পরকালের জন্য) জমা রেখেছ।" *(মুসলিম ৭৬০৯নং)*

মুসলিম শরীফেরই অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

((وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ ذَاهِبٌ وَتَارِكُهُ لِلنَّاسِ)).

"এ ছাড়া বাকী সব চলে যাবে এবং মানুষের জন্য রেখে যেতে হবে।" *(মুসলিম ৭৬১১নং)*

অন্যত্র আমরা জেনেছি যে, আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুতে ভরবে না। সুতরাং সে যদি তার সকল আশা পূরণ করতে চায়, তাহলে পার্থিব প্রাচুর্যের প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ ক'রে দুনিয়ার দাস হয়ে যাবে, আর তার ফলে সুমহান প্রভুর দাস হওয়ার সুযোগ লাভ করা হতে চির বঞ্চিত থেকে যাবে।

পার্থিব প্রতিদ্বন্দ্বিতা

পার্থিব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা বা পার্থিব কোন বিষয়ে অপরকে টেক্কা ও পাল্লা দেওয়ায় একটা নেশা আছে, যার ফলশ্রুতিতে মানুষ জীবনের মূল লক্ষ্য বিস্মৃত হতে পারে।

ও ধনী হয়েছে, আমি কীভাবে হব? ওর বাড়ি-গাড়ি হয়েছে, আমার কীভাবে হবে? ওর এসি হয়েছে, আমার কীভাবে হবে? ওর ২টি দোকান হয়েছে, আমার কীভাবে হবে? ও অমুক পদ পেয়েছে, আমি ঐ পদ কীভাবে পাব? আমি ওর থেকে উন্নত হব, আমি জিতব, আমি ওকে হারাব, আমিই হব অগ্রগামী।

পার্থিব সুখ-সম্ভারের জন্য এই শ্রেণীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেক সময় মানুষকে জীবনের আসল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উদাস ক'রে ফেলে। বরং অনেক সময় এমন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে নিজেকে ধ্বংস ক'রে ফেলে।

আম্‌র ইবনে আউফ আনসারী ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ একবার আবূ উবাইদাহ ইবনে জার্রাহকে জিযিয়া (ট্যাক্স) আদায় করার জন্য বাহরাইন পাঠালেন। অতঃপর তিনি বাহরাইন থেকে (প্রচুর) মাল নিয়ে এলেন। আনসারগণ তাঁর আগমনের সংবাদ শুনে ফজরের নামাযে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে শরীক হলেন। যখন তিনি নামায পড়ে (নিজ বাড়ি) ফিরে যেতে লাগলেন, তখন তারা তাঁর সামনে এলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে দেখে হেসে বললেন,

((أَظُنُّكُمْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ ؟))

"আমার মনে হয়, আবূ উবাইদাহ বাহরাইন থেকে কিছু (মাল) নিয়ে এসেছে, তোমরা তা শুনেছ।"

তারা বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন,

((أَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللهِ مَا الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ ، وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا ، فَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ)).

"সুসংবাদ গ্রহণ কর এবং তোমরা সেই আশা রাখ, যা তোমাদেরকে আনন্দিত করবে। তবে আল্লাহর কসম! তোমাদের উপর দারিদ্র্য আসবে আমি এ আশংকা করছি না। বরং আশংকা করছি যে, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতের ন্যায় তোমাদেরও পার্থিব জীবনে প্রশস্ততা আসবে। আর তাতে তোমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে, যেমন তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল। অতঃপর তা তোমাদেরকে ধ্বংস ক'রে দেবে, যেমন তাদেরকে ধ্বংস ক'রে দিয়েছিল।" *(বুখারী ৪০১৫, মুসলিম ২৯৬১নং)*

উক্ববাহ ইবনে আমের ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ (একবার) উহুদের

শহীদদের (কবরস্থানের) দিকে বের হলেন এবং যেন জীবিত ও মৃত ব্যক্তিদেরকে বিদায় জানাবার উদ্দেশ্যে আট বছর পর তাঁদের উপর জানাযা পড়লেন (অর্থাৎ তাঁদের জন্য দুআ করলেন)। তারপর মিম্বরে চড়ে বললেন,

((إِنِّي بَيْنَ أَيْدِيكُمْ فَرَطٌ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَوْضُ ، وَإِنِّي لأَنْظُرُ إِلَيْهِ مِنْ مَقَامِي هَذَا ، أَلاَ وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوهَا)).

"আমি পূর্বে গমনকারী তোমাদের জন্য সুব্যবস্থাপক এবং সাক্ষীও। তোমাদের প্রতিশ্রুত স্থান হওযে (কাউসার)। আমি অবশ্যই ওটাকে আমার এই স্থান থেকে দেখতে পাচ্ছি। শোনো! তোমাদের ব্যাপারে আমার এ আশংকা নেই যে, তোমরা শির্ক করবে। তবে তোমাদের জন্য আমার আশংকা এই যে, তোমরা দুনিয়ার ব্যাপারে আপোসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।"

(সাহাবী ﷺ বলেন,) 'এটাই আমার শেষ দৃষ্টি ছিল যা আমি নবী ﷺ-এর প্রতি নিবদ্ধ করেছিলাম (অর্থাৎ, এরপর তিনি দেহত্যাগ করেন)।' *(বুখারী ৪০৪২, মুসলিম ৬১১৭)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে যে,

((وَلَكِنِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا ، وَتَقْتَتِلُوا فَتَهْلِكُوا كَمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ)) .

"কিন্তু তোমাদের জন্য আমার আশংকা এই যে, তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদে আপোসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে এবং সে জন্য পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হবে এবং (পরিণামে) তোমরা ধ্বংস হয়ে যাবে; যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা ধ্বংস হয়েছে।"

উক্ববা ﷺ বলেন, 'মিম্বরের উপরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এটাই ছিল আমার শেষ দর্শন।'

অপর এক বর্ণনায় আছে,

((إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ وَإِنِّي وَاللهِ لأَنْظُرُ إِلَى حَوْضِي الآنَ، وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الأَرْضِ، أَوْ مَفَاتِيحَ الأَرْضِ، وَإِنِّي وَاللهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، وَلَكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهَا)) .

"আমি তোমাদের অগ্রদূত এবং তোমাদের জন্য সাক্ষী। আল্লাহর শপথ! আমি এই মুহূর্তে আমার হওয (হওযে কাওসার) দেখছি। আমাকে পৃথিবীর ভান্ডারসমূহের চাবিগুচ্ছ প্রদান করা হয়েছে। আর আমি তোমাদের ব্যাপারে এ জন্য শংকিত নই যে, তোমরা আমার (তিরোধানের) পর শির্ক করবে; বরং এ

আশংকা বোধ করছি যে, তোমরা পার্থিব ধন-সম্পদের ব্যাপারে আপোসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।”

পার্থিব বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এক প্রকার জুয়া খেলার মতো। প্রত্যেক দানেই জুয়ারী মনে করে, এবার সে জিতবে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, জুয়ারী নিঃস্ব হয়ে বাড়ি ফেরে।

এক দ্বীনী ভাইয়ের কাহিনী। অন্যান্য ভাইদেরকে বিদেশ এসে বড়লোক হতে দেখে সে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামল। এজেন্টের মাধ্যমে টাকা জমা ক'রে প্রতারণার ফাঁদে পা দিল। ফলে তার টাকাও গেল, বিদেশও আসা হল না।

আর এক ভাই তার অযোগ্য ভিসাতে বিদেশ গিয়ে ২/৩ মাস পরে ফিরে এল। অন্যান্যদের মতো অর্থোপার্জনের স্বপ্ন তার স্বপ্নই থেকে গেল। বরং তার কোমর ভেঙ্গে গেল উক্তরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ময়দানে ছুটতে গিয়ে।

হ্যাঁ, এমনটাই হয়।

‘বাণিজ্য করিতে গেল দরিয়ার কূল,
কেউ করল দুনো লাভ কেউ হারাল মূল।’

অবশ্যই ভাগ ও ভাগ্য। কিন্তু এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হিংসা ও অতিলোভ থাকলে অনেক ক্ষেত্রেই মূল হারিয়ে কূল হারিয়ে যায়। হাতির মতো লাদদে চাইলে মহিষের কী দশা হয়, তা তো অনুমেয়। ‘পরের দেখে তুলো হাঁই, যা আছে তাও নাই।’ সুতরাং এ ক্ষেত্রে মহানবী ﷺ-এর বাণী মনে রাখা দরকার। তিনি বলেছেন,

((انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلاَ تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ ؛ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لاَ تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ)).

“(দুনিয়ার ধন-দৌলত ইত্যাদির দিক দিয়ে) তোমাদের মধ্যে যে নীচে তোমরা তার দিকে তাকাও এবং যে তোমাদের উপরে তার দিকে তাকায়ো না। যেহেতু সেটাই হবে উৎকৃষ্ট পন্থা যে, তোমাদের প্রতি যে আল্লাহর নিয়ামত রয়েছে তা তুচ্ছ মনে করবে না।” *(মুসলিম ৭৬১৯নং)*

বুখারীর বর্ণনায় আছে,

((إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فُضِّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلَ مِنْهُ)).

“তোমাদের কেউ যখন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যাকে সম্পদে ও দৈহিক গঠনে তার থেকে বেশি শ্রেষ্ঠত্ব দেওয়া হয়েছে, তখন সে যেন এমন ব্যক্তির দিকে তাকায়, যে এ বিষয়ে তার চেয়ে নিম্নস্তরের।” *(বুখারী ৬৪৯০নং)*

ক্ষণস্থায়ী এই সংসারে অবৈধ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা! অন্যায়ভাবে পরকে টেক্কা দেওয়া, তাকে টপকে যাওয়ার চেষ্টা করা, তাকে পিছে ফেলার মানসিকতা নিয়ে ময়দানে দৌড় দেওয়া আল্লাহর দাসদের কাজ হতে পারে না।

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্‌র ইবনুল আ'স ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন। এমতাবস্থায় যে, আমরা আমাদের একটি কুঁড়েঘর সংস্কার করছিলাম। তিনি বললেন, "এটা কী?" আমরা বললাম, 'কুঁড়ে ঘরটি দুর্বল হয়ে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, তাই আমরা তা মেরামত করছি।' তিনি বললেন,

((مَا أَرَى الأَمْرَ إِلاَّ أَعْجَلَ مِنْ ذَلِكَ)) .

"আমি ব্যাপারটিকে (মৃত্যুকে) এর চাইতেও নিকটবর্তী ভাবছি।" *(আবূ দাউদ ৫২৩৮, তিরমিযী ২৩৩৫নং)*

হ্যাঁ, মানুষের জীবন আসলেই সংক্ষিপ্ত। তবুও ভালোরূপে থাকতে হয়। তবে তার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। সংক্ষিপ্ত যাত্রার জন্য যেমন কোন কোন যাত্রী গাড়িতে উঠে সিট নিয়ে কলহ করে। কারো পাশে বসলে তার সাথে নানা অসুবিধায় খুটখাট করে। অথচ একটু পরেই তাকে সিট ছেড়ে নেমে যেতে হয়।

একটি গল্প পড়েছিলাম। বাসের একটি সিটে একটি মহিলা বসে ছিল। ঐ সিটে দুইজন যাত্রী বসা যায়। সামনের স্টপেজে একজন মহিলা যাত্রী বাসে উঠলে সে তার পাশে বসল। তার সাথে কিছু ব্যাগ-পত্র বেশি ছিল। তাতে আগের মহিলা কষ্ট পেতে লাগল। বসার শ্রীও ছিল বিশ্রী। বাসে একজন পরিচিত পুরুষ ছিল। সে তার হয়ে প্রতিবাদ করলে সে তাকে বলল, 'ছাড়ো না। সংক্ষিপ্ত যাত্রা। আমি আগের স্টপেজে নেমে যাব।'

'সংক্ষিপ্ত যাত্রা' কথাটি স্বর্ণাক্ষরে লেখার উপযুক্ত। প্রত্যেকটি মানুষ যদি এই ছোট্ট কথাটি নিজের মনের মণিকোঠায় স্থান দেয়, তাহলে নিশ্চয় সে কোন বিষয়ে কারো প্রতি হিংসা করবে না, কারো অভব্য আচরণে ধৈর্যচ্যুত হবে না, তুচ্ছ ব্যাপারে অন্যের অন্যায়াচরণে কলহ করবে না, প্রতিবেশীর এক ফুট জায়গা, শিশু-কলহ, অথবা হাস-মুরগী নিয়ে ঝগড়া করবে না।

প্রত্যেক তুচ্ছ বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং অপরের সাথে বাদানুবাদে লিপ্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ 'যাত্রা সংক্ষিপ্ত।'

আমাদের প্রত্যেকেই যদি সতর্ক হয় যে, আমরা আসলে সফরের যাত্রী এবং আমাদের যাত্রা অতি সংক্ষিপ্ত, তাহলে আমাদের কেউ কারো প্রতি যুলুম করবে না, কলহ-বিবাদ করবে না। অন্যের অসদাচরণে ক্ষমাশীলতা প্রদর্শন করবে। সহমর্মিতা ও সৌজন্যবোধ প্রয়োগ করবে। চরিত্রবান হতে সচেষ্ট হবে। অল্পে তুষ্ট হবে এবং যা পেয়েছে তার কৃতজ্ঞতা আদায়ে প্রয়াসী হবে। আর তাহলেই আমরা ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাব।

কেউ আপনার মন ভেঙ্গেছে?

প্রকৃতিস্থ থাকুন। যেহেতু 'যাত্রা সংক্ষিপ্ত।'

কেউ আপনার খিয়ানত করেছে? কেউ আপনার সাথে প্রতারণা করেছে? কেউ আপনাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করেছে?

উত্তেজিত হবেন না। যেহেতু 'যাত্রা সংক্ষিপ্ত।'

কেউ আপনার প্রতি যুলুম করেছে?

যুলুম যত বড়ই হোক না, আপনি ধৈর্যশীল হন। যেহেতু 'যাত্রা সংক্ষিপ্ত।'

কেউ আপনার প্রতি নেমকহারামি করেছে?

আপনি প্রতিশোধ নেওয়ার চেষ্টা করবেন না। যেহেতু 'যাত্রা সংক্ষিপ্ত।'

কেউ আপনার অধিকার হরণ করেছে? কেউ আপনার অসম্মান ও অপমান করেছে?

দুঃখিত হবেন না। উদার হন। যেহেতু 'যাত্রা সংক্ষিপ্ত।'

ক্ষমাশীলতা ও সৌজন্যবোধ চরিত্রবানদের গুণ। অসদাচারীদের আচরণে মনঃক্ষুণ্ন হবেন না। যেহেতু 'যাত্রা সংক্ষিপ্ত।'

'যাত্রা অতি সংক্ষিপ্ত।' আর এর পরে আর কেউ এখানে যাত্রী হতে আসবে না। কেউ জানে না, তার যাত্রার সময় কতটুক? যাত্রা তো অবশ্যই শেষ হবে। সুতরাং মানুষের উচিত, পরস্পরের জন্য ধৈর্যধারণ করা, ক্রোধ সংবরণ করা, সহিষ্ণুতা অবলম্বন করা, উদারতা ও ক্ষমাশীলতা প্রয়োগ করা। যেহেতু 'যাত্রা সংক্ষিপ্ত।' সকলকেই মৃত্যুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

প্রত্যেক মানুষের মনে বিশ্বকবির এই অনুভূতি থাকা প্রয়োজন,

'যাত্রী আমি ওরে
পারবে না কেউ রাখতে আমায় ধরে।
দুঃখসুখের বাঁধন সবই মিছে
বাঁধা এ ঘর রইবে কোথায় পিছে---
বিষয়-বোঝা টানে আমায় নীচে,
ছিন্ন হয়ে ছড়িয়ে যাবে পড়ে।'

ক্ষণস্থায়ী এ সংসারে প্রতিদ্বন্দ্বী মন রেখে লাভ কী হবে? সংক্ষিপ্ত এ যাত্রা শেষ হলে তরী ছেড়ে নেমে যেতে হবে যথা সময়ে।

'যাত্রী আছে নানা।
নানা ঘাটে যাবে তারা, কেউ কারো নয় জানা।
তুমিও গো ক্ষনেক-তরে
বসবে আমার তরী-'পরে
যাত্রা যখন ফুরিয়ে যাবে মানবে না মোর মানা।
এলে যদি তুমিও এসো। যাত্রী আছে নানা।।'

তবে হ্যাঁ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা করুন ভালোর জন্য; বরং হিংসা করুন

তাতে দোষ নেই। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لا حَسَدَ إلاَّ في اثْنَتَيْنِ : رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً ، فَسَلَّطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في الحَقّ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ حِكْمَةً ، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا)).

"কেবলমাত্র দু'টি বিষয়ে ঈর্ষা করা যায় (১) ঐ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন, অতঃপর তাকে হক পথে অকাতরে দান করার ক্ষমতা দান করেছেন এবং (২) ঐ ব্যক্তির প্রতি যাকে মহান আল্লাহ হিকমত দান করেছেন, অতঃপর সে তার দ্বারা ফায়সালা করে ও তা শিক্ষা দেয়।" *(বুখারী ৭৩, মুসলিম ১৯৩০নং)*

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুন জান্নাতের মহলের জন্য, যার দেওয়াল স্বর্ণ-রৌপ্যের, যার উদ্যান নয়নাভিরাম।

দুনিয়ার রূপসী প্রেমিকার জন্য নয়, বরং প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা করুন অনন্ত যৌবনা হুরীর জন্য, যার রূপ-সৌন্দর্য অবর্ণনীয়, অকল্পনীয়।

মহান প্রতিপালক বলেছেন,

{سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} (٢١) سورة الحديد

"তোমরা অগ্রণী হও তোমাদের প্রতিপালকের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে, যার প্রশস্ততা আকাশ ও পৃথিবীর প্রশস্ততার মত, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণে বিশ্বাসীদের জন্য। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল।" (হাদীদ ঃ ২১)

{وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ}

"তোমরা প্রতিযোগিতা (ত্বরা) কর, তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে ক্ষমা এবং বেহেশ্তের জন্য, যার প্রস্থ আকাশ ও পৃথিবীর সমান, যা ধর্মভীরুদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।" (আলে ইমরান ঃ ১৩৩)

{إِنَّ الأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (٢٢) عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ (٢٣) تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ (٢٤) يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَّخْتُومٍ (٢٥) خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} (٢٦) سورة المطففين

"পুণ্যবানগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে। তারা সুসজ্জিত আসনে বসে দেখতে থাকবে। তুমি তাদের মুখমন্ডলে স্বাচ্ছন্দ্যের সজীবতা দেখতে পাবে। তাদেরকে মোহর আঁটা বিশুদ্ধ মদিরা হতে পান করানো হবে। এর মোহর হচ্ছে কস্তুরীর। আর তা লাভের জন্যই প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করুক।" *(মুত্বাফ্ফিফীন ঃ ২২-২৬)*

জীবনের নানা সমস্যা ও ব্যস্ততা

জীবনের নানা সমস্যা আমাদেরকে জীবনের উদ্দেশ্য ভুলিয়ে দিয়েছে।

সাংসারিক সমস্যা, রাজনৈতিক সমস্যা, রুযীরুটির ব্যস্ততা, রোগ-জ্বালার বিরক্তি ইত্যাদি অনেক মানুষকেই আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

অনেকে বলে, 'ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে ধর্মের বাণী শুনাইয়ো না।' তাদের ধারণা, পেটে ক্ষুধা থাকলে ধর্ম পালন করতে হয় না। অথচ যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সামনেও আল্লাহর ইবাদত মাফ নয়।

অনেকে বলে, 'সারা দিনটা খেটেখুটে মাইনের বেলায় দু-আনা, আল্লাহ বলে ডাকব কি ভাই সময় পেলাম না।' অথচ যথা সময়ে সময় না পেলেও পরবর্তী অবসর সময়েও ইবাদত কাযা করা যায়। সারা দিনটার চব্বিশ ঘন্টাই কেউ খাটাখাটনি করে না।

নামায পড়েন না কেন? বাপ! আমার উযু থাকে না গো। রোগের জ্বালায় নামায পড়া হয় না বাবা! নামায পড়ার সময় হয় না বাপধন!

রোযা রাখেন না কেন? ভাই! আমার গ্যাস আছে গো। রোযা রাখলে চাষ করতে পারব না। গতরে না খাটলে পেট চলবে না।

কোন ইবাদত যথা সময়ে পালন করতে কেউ অক্ষম হলে তার বিকল্প ব্যবস্থা ও পদ্ধতি আছে। তবুও উক্ত প্রকার কোন অজুহাত দিয়ে ইবাদত মাফ নয়। মানুষের জ্ঞান থাকতে ইবাদত থেকে অব্যাহতি নেই। ইবাদত মানুষের জীবনের মূল উদ্দেশ্য।

বলা বাহুল্য, পার্থিব নানা সমস্যা, কষ্ট বা কর্মব্যস্ততার মাঝেও ইবাদতের বহিঃপ্রকাশ ঘটবে। সুমহান স্রষ্টার দাস যারা, তারা খোঁড়া অজুহাত দেখাবে না। তিনি অন্তরের খবর জানেন, তিনি কারো অচল ছল-বাহানা ক্ষমা করবেন না।

প্রণিধান করুন ঃ-

{فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ} (٨١)

"যারা (তাবুক অভিযানে) পশ্চাতে রয়ে গেল, তারা রসূলের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে বসে থাকতে আনন্দবোধ করল এবং তারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করাকে অপছন্দ করলো। অধিকন্তু বলতে লাগল, 'তোমরা গরমে (জিহাদে) বের হয়ো না।' তুমি বলে দাও, 'জাহান্নামের আগুন (এর চেয়ে) অধিকতর গরম'; যদি তারা বুঝতে পারত!" (তাওবাহ ঃ ৮১)

{يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لاَّ تَعْتَذِرُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا اللّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ

وَسَيَرَى اللّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} (٩٤) سورة التوبة

"যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, তখন তারা তোমাদের কাছে অজুহাত পেশ করবে। তুমি বলে দাও, তোমরা অজুহাত পেশ করো না; আমরা কখনই তোমাদেরকে বিশ্বাস করব না। আল্লাহ আমাদেরকে তোমাদের খবর জানিয়ে দিয়েছেন। আর ভবিষ্যতেও আল্লাহ এবং তাঁর রসূল তোমাদের কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করবেন। অতঃপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে এমন সত্তার কাছে যিনি অদৃশ্য এবং প্রকাশ্য সকল বিষয়ই অবগত আছেন, অনন্তর তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দেবেন যা কিছু তোমরা করতে।" (তাওবাহ ঃ ৯৪)

{سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا} (١١) سورة الفتح

"(যুদ্ধ থেকে) পশ্চাতে থাকা মরুবাসীরা তোমাকে বলবে, 'আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজন আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল, অতএব আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর।' তারা মুখে তা বলে, যা তাদের অন্তরে নেই। তাদেরকে বল, 'আল্লাহ তোমাদের কারো কোন ক্ষতি কিংবা মঙ্গল চাইলে কে তাঁকে নিবৃত্ত করতে পারে? বস্তুতঃ তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত।" (ফাত্হ ঃ ১১)

{وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا} (١٣) سورة الأحزاب

"ওদের একদল বলেছিল, 'হে ইয়াসরিব (মদীনা)বাসিগণ! এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই; তোমরা ফিরে চল।' আর ওদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা ক'রে বলেছিল, 'আমাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত।' যদিও ওগুলি অরক্ষিত ছিল না। আসলে পলায়ন করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য।" *(আহযাব ঃ ১৩)*

মহান সৃষ্টিকর্তা সৃষ্টির মনের খবর জানেন। আর অচল ওযর পেশকারী মানুষও মনের গোপন অন্তরালে জানে যে, সে আসলেই অপরাধী। তিনি বলেছেন,

{بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (١٤) وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرَهُ} (١٥) سورة القيامة

"বস্তুতঃ মানুষ নিজের সম্বন্ধে সম্যক অবগত। যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।" *(কিয়ামাহ ঃ ১৪-১৫)*

সুতরাং নানা মিথ্যা অজুহাতে দাসত্ব ও আনুগত্য করতে ফাঁকি দেওয়া দাসকে যে শাস্তি পেতেই হবে, সে কথা অতি সহজে অনুমেয়।

কর্মব্যস্ততা আল্লাহর ইবাদতে বাধা সৃষ্টি করে। আবার আল্লাহর ইবাদতও ব্যস্ততাময় জীবনকে সহজ ক'রে দেয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ} (٤٠) سورة الحج

"আল্লাহ নিশ্চয়ই তাকে সাহায্য করেন, যে তাঁকে (তাঁর দ্বীনকে) সাহায্য করে।" *(হাজ্জঃ ৪০)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

((يقولُ ربُّكم تبارك وتعالى: يا ابنَ آدم تفَرَّغْ لعبادتي أملأ قلبَك غنًى، وأملأ يديك رزقًا، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأ قلبَك فقرًا، وأملأ يديك شُغْلاً)).

"তোমাদের প্রতিপালক বলেন, 'হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতে নিরত হও, আমি তোমার হৃদয়কে ধনবত্তায় এবং উভয় হাতকে রুযীতে ভরে দেব। হে আদম সন্তান! আমার নিকট থেকে দূরে সরে যেয়ো না। নচেৎ তোমার হৃদয়কে অভাব দিয়ে এবং উভয় হাতকে কর্মব্যস্ততা দিয়ে ভরে দেব।" *(হাকেম ৭৯২৬, ত্বাবারানী ১৬৮৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৩৫৯নং)*

পার্থিব কর্মসমূহকেও কীভাবে ইবাদত বানাবেন?

ইবাদত তো ইবাদতই, কিন্তু আপনার দৈনন্দিন জীবনের সাংসারিক কাজকর্মকে কীভাবে ইবাদতে পরিণত করতে পারেন, তা জেনে রাখা দরকার।

যে কোনও বৈধ সাংসারিক কাজ, যেমন আবিষ্কার করা, ব্যবসা করা, চাষ করা, চাকরি করা, রান্না করা, ঘর ঝাড়ু দেওয়া, পানাহার করা, সহবাস করা ইত্যাদি ইবাদতে পরিণত হতে পারে; যদি আপনি ঃ-

প্রথমতঃ মু'মিন হন।

দ্বিতীয়তঃ তাতে সওয়াবের আশা রাখেন অথবা তার পশ্চাতে সুমহান স্রষ্টার সন্তুষ্টি উদ্দেশ্য থাকে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (١٦٢) سورة الأنعام

"বল, 'নিশ্চয়ই আমার নামায, আমার উপাসনা (কুরবানী), আমার জীবন ও আমার মরণ, বিশ্ব-জগতের প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য।" *(আন্‌আমঃ ১৬২)*

বলা বাহুল্য, আপনার জীবনের সকল কর্ম যেন সুমহান প্রতিপালকের জন্য হয়। আর তা করতে হবে আমাদের সকলকে। যেহেতু আমরা সকলেই তাঁর বান্দা এবং

তাঁরই দেওয়া দানের উপর জীবনধারণ করছি।

ব্যবসা বা চাকরির মাধ্যমে অর্থোপার্জনের কথা ধরা যাক। তাতে যদি নিয়ত হয় উপার্জিত টাকা পেয়ে হারাম থেকে বাঁচব, আল্লাহর পথে ব্যয় করব, পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণ করব ইত্যাদি, তাহলে তাতে মহান আল্লাহ খুশি হবেন এবং তা হয়ে যাবে ইবাদত।

সা'দ বিন আবী অক্কাস ﵁, যে দশজন সাহাবীকে জান্নাতের সুসংবাদ দেওয়া হয়েছিল ইনি তাঁদের মধ্যে একজন, তিনি বলেন, বিদায় হজ্জের বছর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার রুগ্ন অবস্থায় আমাকে দেখা করতে এলেন। সে সময় আমার শরীরে চরম ব্যথা ছিল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার (দৈহিক) জ্বালা-যন্ত্রণা কঠিন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে---যা আপনি স্বচক্ষে দেখছেন। আর আমি একজন ধনী মানুষ; কিন্তু আমার উত্তরাধিকারী বলতে আমার একমাত্র কন্যা। তাহলে আমি কি আমার মাল-সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ দান ক'রে দেব?' তিনি বললেন, "না।" আমি বললাম, 'তাহলে অর্ধেক মাল হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "না।" আমি বললাম, 'তাহলে কি এক তৃতীয়াংশ দান করতে পারি?' তিনি বললেন,

((الثُّلُثُ والثُّلُثُ كَثيرٌ ـ أَوْ كبيرٌ ـ إنَّكَ إنْ تَذَرْ وَرَثَتَكَ أغنِيَاءَ خيرٌ مِنْ أنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يتكفَّفُونَ النَّاسَ ، وَإنَّكَ لَنْ تُنفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغي بِهَا وَجهَ اللهِ إلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ في فِيِّ امْرَأَتِكَ)).

"এক তৃতীয়াংশ (দান করতে পার), তবে এক তৃতীয়াংশও অনেক। কারণ এই যে, তুমি যদি তোমার উত্তরাধিকারীদের ধনবান অবস্থায় ছেড়ে যাও, তাহলে তা এর থেকে ভাল যে, তুমি তাদেরকে কাঙ্গাল করে ছেড়ে যাবে এবং তারা লোকের কাছে হাত পাতবে। (মনে রাখ,) আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তুমি যা ব্যয় করবে তোমাকে তার বিনিময় দেওয়া হবে। এমনকি তুমি যে গ্রাস তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তারও তুমি বিনিময় পাবে।"

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি কি আমার সঙ্গীদের ছেড়ে পিছনে (মক্কায়) থেকে যাব?' তিনি বললেন,

((إنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعملَ عَمَلاً تَبتَغي بِهِ وَجْهَ اللهِ إلاَّ ازْدَدتَ بِهِ دَرَجةً ورِفعَةً ، وَلَعلَّكَ أنْ تُخَلَّفَ حَتّى يَنتَفِعَ بِكَ أقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ آخرونَ...))

"তুমি যদি তোমার সঙ্গীদের মরার পর জীবিত থাক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কোন কাজ কর, তাহলে তার ফলে তোমার মর্যাদা ও সম্মান বর্ধন হবে। আর সম্ভবতঃ তুমি বেঁচে থাকবে। এমনকি তোমার দ্বারা কিছু লোক (মু'মিনরা) উপকৃত হবে। আর কিছু লোক (কাফেররা) ক্ষতিগ্রস্ত হবে।---" *(বুখারী ১২৯৫,*

৩৯৩৬, মুসলিম ৪২৯৬নং)

বরং অর্থোপার্জন আল্লাহর পথে জিহাদের সমতুল্য হতে পারে। আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। এমন সময় পাহাড়ের পাদদেশ থেকে একজন (সুস্বাস্থ্যবান) যুবক বের হয়ে এল। আমরা যখন তাকে দেখলাম এবং তার প্রতি দৃষ্টি ফেলে রাখলাম, তখন বললাম, যদি এই যুবক তার যৌবন, উদ্যম ও শক্তিকে আল্লাহর পথে (জিহাদে) ব্যয় করত! (তাহলে কতই না উত্তম হতো।) আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের এ কথা শুনে বললেন,

« وَمَا سَبِيلُ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ قُتِلَ؟ مَنْ سَعَى عَلَى وَالِدَيْهِ فَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ سَعَى عَلَى عِيَالِهِ فَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ سَعَى عَلَى نَفْسِهِ لِيُعِفَّهَا فَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ سَعَى عَلَى التَّكَاثُرِ فَهُوَ فِى سَبِيلِ الشَّيْطَانِ ».

"(যুদ্ধে) খুন হওয়া ছাড়া কি আর আল্লাহর পথ (জিহাদ) নেই? যে ব্যক্তি নিজ পিতামাতার জন্য রুযী-সন্ধান করে, তার কাজ আল্লাহর পথে, যে ব্যক্তি নিজ ছেলেমেয়ের জন্য রুযী-সন্ধান করে, তার কাজ আল্লাহর পথে এবং যে ব্যক্তি নিজেকে সৎ রাখার জন্য রুযী-সন্ধান করে, তার কাজও আল্লাহর পথে। কিন্তু যে ব্যক্তি ধনবৃদ্ধিতে গর্ব করার জন্য কর্ম করে, তার কাজ তাগূত অথবা শয়তানের পথে।" *(বায্যার, বাইহাকী ১৮২৮০, প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ২২৩২নং)*

আমরা যে পানাহার করি, ঘুমাই ও স্বামী-স্ত্রী মিলন করি, তাতেও সওয়াব রয়েছে। কেবল নিয়তটাকে সঠিক ক'রে নেওয়ার প্রয়োজন আছে। এর মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর ইবাদতে সহযোগিতা গ্রহণ করব। স্বাস্থ্য ও মন ভালো রেখে আল্লাহর ইবাদতে বেশি মনোযোগী হব এবং অনেক হারাম থেকে রক্ষা পাব।

আবূ যার্র ﷺ বলেন, কিছু সাহাবা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ধনীরাই তো বেশী নেকীর অধিকারী হয়ে গেল। তারা নামায পড়ছে যেমন আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে যেমন আমরা রাখছি এবং (আমাদের চেয়ে তারা অতিরিক্ত কাজ এই করছে যে,) নিজেদের প্রয়োজন-অতিরিক্ত মাল থেকে তারা সাদকাহ করছে।' তিনি বললেন,

((أَوَلَيسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ بِهِ : إنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكبِيرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحمِيدَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً ، وَأَمْرٌ بِالمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهيٌ عَنِ المُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ)) قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أجْرٌ ؟ قَالَ : ((أرَأيتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرامٍ أَكَانَ عَلَيهِ وِزرٌ ؟ فكذَلِكَ إذَا وَضَعَهَا فِي الحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ)).

"আল্লাহ কি তোমাদের জন্য সাদকাহ করার মত জিনিস দান করেননি? নিঃসন্দেহে প্রত্যেক তাসবীহ সাদকাহ, প্রত্যেক তাকবীর সাদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল সাদকাহ, ভাল কাজের নির্দেশ দেওয়া সাদকাহ ও মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা সাদকাহ এবং তোমাদের স্ত্রী-মিলন করাও সাদকাহ।" সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কেউ স্ত্রী-মিলন ক'রে নিজের যৌনক্ষুধা নিবারণ করে, তবে এতেও কি তার পুণ্য হবে?' তিনি বললেন, "কী রায় তোমাদের, যদি কেউ অবৈধভাবে যৌন-মিলন করে, তাহলে কি তার পাপ হবে? (নিশ্চয় হবে।) অনুরূপ সে যদি বৈধভাবে (স্ত্রী-মিলন করে) নিজের কামক্ষুধা নিবারণ করে, তাহলে তাতে তার পুণ্য হবে।" *(মুসলিম ২৩৭৬নং)*

আল্লাহু আকবার! করুণাময় প্রতিপালক কতভাবে আমাদের প্রতি করুণা ক'রে থাকেন! আমরা আমাদের নিজেদের স্বার্থে ব্যক্তিগত কাজ করব, তাতেও রয়েছে সদকার সওয়াব! সেটাও ইবাদতে পরিণত হবে, কেবল নিয়তটাকে সহীহ ক'রে নিতে হবে।

মুআয বিন জাবাল ﷺ বলেছেন,

(أَمَّا أَنَا فَأَنَامُ وَأَقُومُ، فَأَحْتَسِبُ نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِي).

'আমি কিন্তু ঘুমাই এবং কিয়াম করি। সুতরাং আমি আমার ঘুমের মধ্যে সওয়াবের আশা রাখি, যেমন আমি আমার কিয়ামের মধ্যে সওয়াবের আশা রাখি।' *(বুখারী ৪৩৪১, ৪৩৪৪, মুসলিম ৪৮-২২নং)*

আমাদের প্রয়োজন আছে নিয়ত শুদ্ধ করার। পার্থিব কাজের ভিতরেও নিয়তে মহান প্রতিপালকের সন্তুষ্টি কামনা করা।

এরপর রয়েছে মহান আল্লাহর যিক্‌র। পার্থিব কাজ শুরু করার আগে যেখানে যে যিক্‌র ও দুআ আছে, তা পড়লে তো ইবাদতই হয়। পানাহার, মলমূত্র ত্যাগ, সহবাস, সওয়ারীতে সওয়ার, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদির সময় ঠিক-ঠিক যিক্‌র করা এবং শরয়ী নিয়মে তা সম্পাদন করলে সব ইবাদতে পরিণত হয়।

মহান আল্লাহ এমন ব্যবসায়ীদের প্রশংসা করেছেন কুরআনে, যারা ব্যবসা-কর্মে ব্যস্ত থেকেও সুমহান প্রতিপালকের যিক্‌র থেকে উদাসীন হয় না। তিনি বলেছেন,

{فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ (٣٦) رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} (٣٧) سورة النور

"সে সব গৃহে---যাকে আল্লাহ সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন---সকাল ও সন্ধ্যায় তাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে, এমন সব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ

হতে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান করা হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতি বিহ্বল হয়ে পড়বে।" *(নূর ঃ ৩৬-৩৭)*

ঠিক তিনি এই নির্দেশই দিয়েছেন কুরআনে। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (٩) فَإِذَا قُضِيَتْ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠) وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً قُلْ مَا عِنْدَ اللهِ خَيْرٌ مِنْ اللَّهْوِ وَمِنْ التِّجَارَةِ وَاللهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (١١)

"হে বিশ্বাসিগণ! জুমুআর দিনে যখন নামাযের জন্য আহবান করা হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণের জন্য ধাবিত হও এবং ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ কর। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। অতঃপর নামায সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান কর ও আল্লাহকে অধিকরূপে স্মরণ কর; যাতে তোমরা সফলকাম হও। যখন তারা কোন ব্যবসা বা খেল-তামাশা দেখে, তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে ওর দিকে ছুটে যায়। বল, 'আল্লাহর নিকট যা আছে তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রুযীদাতা।" (জুমুআহ ঃ ৯- ১১)

শ্রমিক নিজ কর্মক্ষেত্রে, চাষী নিজ চাষ-কর্মে, গৃহবধূ নিজ গৃহস্থালি কাজকর্মে থেকে নিয়ত সঠিক রেখে সকল কর্মকে ইবাদতে পরিণত করতে পারে।

দুনিয়ায় জীবনধারণ করতে হলে জীবনোপকরণ প্রয়োজন। ইবাদত করতে হলে সুস্থভাবে জীবনযাপন প্রয়োজন। সম্ভবতঃ সেই জন্যই মহান আল্লাহ মানব-দানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য উল্লেখের পর-পরই জীবিকা বা রুযীর কথা উল্লেখ করেছেন।

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ (٥٦) مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ (٥٧) إِنَّ اللهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ (٥٨)

"আমি সৃষ্টি করেছি জ্বিন ও মানুষকে কেবল এ জন্য যে, তারা আমারই ইবাদত করবে। আমি তাদের নিকট হতে জীবিকা চাই না এবং এও চাই না যে, তারা আমার আহার্য যোগাবে। নিশ্চয় আল্লাহ; তিনিই রুযী দাতা প্রবল, পরাক্রান্ত।" *(যারিয়াত ঃ ৫৬-৫৮)*

মানব-দানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য হল ঃ মহান আল্লাহর ইবাদত করা।

তিনি মানব-দানবের নিকট থেকে কোন উপকার নেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে সৃষ্টি করেননি। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন; বরং সারা সৃষ্টি তাঁরই মুখাপেক্ষী।

তাঁর কোন জীবিকা বা খাদ্যের প্রয়োজন পড়ে না। বরং তিনিই সকলের জীবিকা

ও খাদ্যের ব্যবস্থা ক'রে থাকেন।

তিনি অন্যত্র বলেছেন,

{وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ} (٢٢) سورة الذاريات

"আকাশে রয়েছে তোমাদের রুযী ও প্রতিশ্রুত সবকিছু।" (যারিয়াত ঃ ২২)

{وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ} (٦) سورة هود

"আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী কোন এমন প্রাণী নেই যে, তার রুযী আল্লাহর দায়িত্বে নেই। আর তিনি প্রত্যেকের স্থায়ী ও অস্থায়ী অবস্থানক্ষেত্র সম্বন্ধে জ্ঞান রাখেন; সবই সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লাওহে মাহফুযে লিপিবদ্ধ) রয়েছে।" (হূদ ঃ ৬)

{أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ} (٣٢)

"এরা কি তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ বন্টন করে! আমিই ওদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করেছি ওদের পার্থিব জীবনে এবং এককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করেছি; যাতে ওরা একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে এবং ওরা যা জমা করে, তা হতে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।" *(যুখরুফ ঃ ৩২)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَربَعِينَ يَوماً نُطْفَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذلِكَ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذلِكَ ، ثُمَّ يُرْسَلُ المَلَكُ ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ....))

"তোমাদের এক জনের সৃষ্টির উপাদান মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন যাবৎ বীর্যের আকারে থাকে। অতঃপর তা অনুরূপভাবে চল্লিশ দিনে জমাটবদ্ধ রক্তপিন্ডের রূপ নেয়। পুনরায় তদ্রূপ চল্লিশ দিনে গোশ্তের টুকরায় রূপান্তরিত হয়। অতঃপর তার নিকট ফিরিশ্তা পাঠানো হয়। সুতরাং তার মাঝে 'রূহ' স্থাপন করা হয় এবং চারটি কথা লিখার আদেশ দেওয়া হয়; তার রুযী, মৃত্যু, আমল এবং পাপিষ্ঠ না পুণ্যবান হবে, তা লিখা হয়।---" *(বুখারী ৩২০৮, মুসলিম ৬৮৯৩নং)*

« لاَ تَسْتَبْطِئُوا الرِّزْقَ فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عَبْدٌ يَمُوتُ حَتَّى يَبْلُغَهُ آخِرُ رِزْقٍ هُوَ لَهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِى الطَّلَبِ مِنَ الْحَلاَلِ وَتَرْكِ الْحَرَامِ ».

"তোমরা রুজী সন্ধানের ব্যাপারে জলদিবাজি করো না। পৃথিবীতে কোন বান্দাই তার ভাগ্যে নির্ধারিত সর্বশেষ রুযী অর্জন না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না।

অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং রুযী সন্ধানে মধ্যবর্তী পন্থা (সুন্দর ও স্বাভাবিক বৈধ পথ) অবলম্বন কর। হালাল উপায় গ্রহণ কর এবং হারাম উপায় বর্জন কর।" *(ইবনে মাজাহ ২১৪৪, হাকেম ২১৩৫, বাইহাকী ১০৭০৭, ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৩১০৯, সহীহুল জামে' ৭৩২৩নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

((إنّ رُوحَ القُدُسِ نَفَثَ في رُوعِي أنّ نَفْساً لنْ تَمُوتَ حَتّى تَسْتَكْمِلَ أجَلَها وَتَسْتَوْعِبَ رِزْقَها فاتّقُوا اللهَ وأجْمِلُوا في الطَّلَبِ ولا يَحْمِلنَّ أحَدَكُمُ اسْتِبْطاءُ الرِّزْقِ أنْ يَطْلُبَهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فإنّ اللهَ تعالى لا يُنالُ ما عِنْدَهُ إلاّ بِطاعَتِهِ)).

"জিবরীল আমার হৃদয়ে প্রক্ষিপ্ত করেছেন যে, কোন আত্মাই তার ভাগ্যে নির্ধারিত সর্বশেষ আয়ু ও রুযী পূর্ণ না করা পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং রুজী সন্ধানে মধ্যবর্তী পন্থা (সুন্দর ও স্বাভাবিক বৈধ পথ) অবলম্বন কর। রুযী আসতে দেরী দেখে তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর অবাধ্য হয়ে তার সন্ধানে উদ্বুদ্ধ না হয়। যেহেতু (রুযী আল্লাহর হাতে আর) তা তাঁর বাধ্য না হয়ে অর্জন করা যায় না।" *(হিল্‌য়াহ ১০২৭, সহীহুল জামে' ২০৮৫নং)*

সুতরাং প্রত্যেক জীবের জীবিকা বন্টিত ও বিতড়িত আছে। রুযীর মালিক আল্লাহ। তিনিই রুযী দেবেন। অতএব তাঁর উপরেই ভরসা রাখতে হবে।

তবে তার মানে এই নয় যে, পরিশ্রম ও চেষ্টার প্রয়োজন নেই, আপনা-আপনিই রুযী আসতে থাকবে।

অবশ্যই রুযী-সন্ধানে রুযীদাতা আল্লাহর উপর ভরসা রাখতে হবে।

সেই সাথে পরিশ্রম ও চেষ্টা চালিয়ে জীবিকার উপায় অবলম্বন করতে হবে।

পরিশ্রম, চেষ্টা ও উপায় সৎ ও বৈধ হতে হবে।

তাহলেই তা ইবাদত ও আল্লাহর পথে জিহাদে পরিণত হবে। অন্যথায় মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ ».

"যখন তোমরা 'ঈনাহ' ব্যবসা করবে এবং গরুর লেজ ধরে কেবল চাষ-বাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে, আর জিহাদ ত্যাগ করে বসবে, তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন হীনতা চাপিয়ে দেবেন; যা তোমাদের হৃদয় থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করবেন না; যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা তোমাদের দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছ।" *(আহমাদ ৫৫৬২, আবু দাউদ ৩৪৬৪, বাইহাকী ১০৪৮৪নং)*

দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করার অর্থ বড় প্রশস্ত। তবে রুযী সন্ধানের ব্যাপারে

ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এর অর্থ হল, তা দ্বীনের অনুমোদিত হালাল ও বৈধ উপায়ে হতে হবে। নচেৎ হারাম উপার্জিত জীবিকা গ্রহণ করলে মুসলিমের দুআই কবুল হবে না। আর দুআ হল প্রধান ইবাদত।

যেমন জীবিকা উপার্জনের পথ হালাল হলেও এমন হওয়া উচিত নয় যে, মুসলিম তারই পশ্চাতে দৌড় দিতে গিয়ে দুনিয়ার দাস হয়ে যাবে। বরং দুই দিক বজায় রাখলে তবেই আসবে সাফল্য।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

((يقولُ ربُّكم تبارك وتعالى: يا ابنَ آدم تفَرَّغْ لعبادتي أملأْ قلبَك غنًى، وأملأْ يديك رزقًا، يا ابن آدم لا تباعد مني فأملأْ قَلبَك فقرًا، وأملأ يديك شُغْلاً)).

"তোমাদের প্রতিপালক বলেন, 'হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতে নিরত হও, আমি তোমার হৃদয়কে ধনবত্তায় এবং উভয় হাতকে রুযীতে ভরে দেব। হে আদম সন্তান! আমার নিকট থেকে দূরে সরে যেয়ো না। নচেৎ তোমার হৃদয়কে অভাব দিয়ে এবং উভয় হাতকে কর্মব্যস্ততা দিয়ে ভরে দেব।" *(হাকেম ৭৯২৬, ত্বাবারানী ১৬৮৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৩৫৯নং)*

«من كانت الدنيا همه، فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته، جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة».

"যে ব্যক্তির প্রধান চিন্তা (লক্ষ্য) ইহলৌকিক সুখভোগ (দুনিয়াদারীই) হয়, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার প্রতিকূলে বিক্ষিপ্ত করে দেন, তার দারিদ্রকে তার দুই চক্ষুর সামনে করে দেন, আর দুনিয়ার সুখসামগ্রী তার ততটুকুই লাভ হয় যতটুকু তার ভাগ্যে লিখা থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য (ও পরম লক্ষ্য) পারলৌকিক সুখভোগ (আখেরাতই) হয়, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার অনুকূলে ঐকান্তিক করে দেন। তার অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা (ধনবত্তা) ভরে দেন। আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুনিয়ার (সুখসামগ্রী) তার নিকট এসে উপস্থিত হয়।" *(ইবনে মাজাহ ৪১০৫, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৫০ নং)*

যেমন ইবাদতের জন্য সংসার ত্যাগী হতে হবে না।

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়
অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময়
লভিব মুক্তির স্বাদ--।'

এই হল ইসলামের বিধান। ইসলামের বিধানে দুনিয়া ও আখেরাতের মাঝে সামঞ্জস্য ও ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হবে এবং কোন ব্যাপারেই অতিরঞ্জন ও

বাড়াবাড়ি করা যাবে না।

এ ব্যাপারে কয়েকটি হাদীস প্রণিধানযোগ্য।

আবূ জুহাইফা অহ্ব ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন যে, নবী ﷺ (হিজরতের পর মদীনায়) সালমান ও আবূ দার্দার মাঝে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করলেন। অতঃপর সালমান (একদিন তাঁর দ্বীনী ভাই) আবূ দার্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে (তাঁর বাড়ী) গেলেন। তিনি (আবূ দার্দার স্ত্রী) উম্মে দার্দাকে দেখলেন, তিনি মলিন কাপড় পরে আছেন। সুতরাং তিনি তাঁকে বললেন, 'তোমার এ অবস্থা কেন?' তিনি বললেন, 'তোমার ভাই আবূ দার্দার দুনিয়ার কোন প্রয়োজনই নেই।' (ইতিমধ্যে) আবূ দার্দাও এসে গেলেন এবং তিনি তাঁর জন্য খাবার তৈরী করলেন। অতঃপর তাঁকে বললেন, 'তুমি খাও। কেননা, আমি রোযা রেখেছি।' তিনি বললেন, 'যতক্ষণ না তুমি খাবে, আমি খাব না।' সুতরাং আবূ দার্দাও (নফল রোযা ভেঙ্গে দিয়ে তাঁর সঙ্গে) খেলেন। অতঃপর যখন রাত এল, তখন (শুরু রাতেই) আবূ দার্দা নফল নামায পড়তে গেলেন। সালমান তাঁকে বললেন, '(এখন) শুয়ে যাও।' সুতরাং তিনি শুয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার তিনি (বিছানা থেকে) উঠে নফল নামায পড়তে গেলেন। আবার সালমান বললেন, 'শুয়ে যাও।' অতঃপর যখন রাতের শেষাংশ এসে পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, 'এবার উঠে নফল নামায পড়।' সুতরাং তাঁরা দু'জনে একত্রে নামায পড়লেন। অতঃপর সালমান তাঁকে বললেন, 'নিশ্চয় তোমার উপর তোমার প্রভুর অধিকার রয়েছে। তোমার প্রতি তোমার আত্মারও অধিকার আছে এবং তোমার প্রতি তোমার পরিবারেরও অধিকার রয়েছে। অতএব তুমি প্রত্যেক অধিকারীকে তার অধিকার প্রদান কর।' অতঃপর তিনি নবী ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে সমস্ত ঘটনা শুনালেন। নবী ﷺ বললেন, "সালমান ঠিকই বলেছে।" *(বুখারী ১৯৬৮, ৬১৩৯নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, মহানবী ﷺ আব্দুল্লাহ বিন আম্র বিন আস ﷺ-কে বলেছিলেন,

((أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَصُومُ النَّهَارَ وتَقُومُ اللَّيلَ ؟.... فَلاَ تَفْعَلْ : صُمْ وَأَفْطِرْ ، وَنَمْ وَقُمْ ؛ فإنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِعَيْنَيكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقّاً ، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقّاً))...

"আমি কি এই সংবাদ পাইনি যে, তুমি দিনে রোযা রাখছ এবং রাতে নফল নামায পড়ছ? --- পুনরায় এ কাজ করো না। তুমি রোযাও রাখ এবং (কখনো) ছেড়েও দাও। নিদ্রাও যাও এবং নামাযও পড়। কারণ তোমার উপর তোমার দেহের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার চক্ষুদ্বয়ের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে এবং তোমার উপর তোমার অতিথির অধিকার

আছে।---”

আয়েশা ও সা’দ ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, উষমান বিন মাযঊন ﷺ আবেগময় ইবাদত শুরু করেছিলেন। সংসার-বিরাগী হয়ে সব ছেড়ে আল্লাহর ইবাদতে মন দিয়েছিলেন। মহানবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন,

« يَا عُثْمَانُ (إني لم أومر بالرهبانية) أَرَغِبْتَ عَنْ سُنَّتِى ».

“হে উষমান! আমাকে সন্ন্যাসবাদে আদেশ দেওয়া হয়নি। তুমি কি আমার তরীকা থেকে বিমুখ হয়েছ?”

উষমান বললেন, ‘না হে আল্লাহর রসূল! আমি তো আপনার তরীকাই অনুসন্ধান করছি।’ তিনি বললেন (তাহলে শোন),

« فَإِنِّى أَنَامُ وَأُصَلِّى وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَنْكِحُ النِّسَاءَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا عُثْمَانُ فَإِنَّ لأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَصُمْ وَأَفْطِرْ وَصَلِّ وَنَمْ ».

“আমার তরীকা হল, আমি (রাতে) নামায পড়ি এবং ঘুমাই, (কোনদিন) রোযা রাখি এবং (কোনদিন) রাখি না, বিবাহ করি ও তালাক দিই। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার তরীকা থেকে বিমুখ হবে, সে আমার দলভুক্ত নয়। হে উষমান! নিশ্চয় তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার উপর তোমার নিজের হক আছে, তোমার উপর তোমার মেহমানের হক আছে....।” *(আবূ দাউদ ১৩৭১, দারেমী ২১৬৯নং, প্রমুখ)*

আনাস ﷺ বলেন, তিন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর স্ত্রীদের বাসায় এলেন। তাঁরা নবী ﷺ-এর ইবাদত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। অতঃপর যখন তাঁদেরকে এর সংবাদ দেওয়া হল, তখন তাঁরা যেন তা অল্প মনে করলেন এবং বললেন, ‘আমাদের সঙ্গে নবী ﷺ-এর তুলনা কোথায়? তাঁর তো আগের ও পরের সমস্ত গোনাহ মোচন ক’রে দেওয়া হয়েছে। (সেহেতু আমাদের তাঁর চেয়ে বেশী ইবাদত করা প্রয়োজন)।’ সুতরাং তাঁদের মধ্যে একজন বললেন, ‘আমি সারা জীবন রাতভর নামায পড়ব।’ দ্বিতীয়জন বললেন, ‘আমি সারা জীবন রোযা রাখব, কখনো রোযা ছাড়ব না।’ তৃতীয়জন বললেন, ‘আমি নারী থেকে দূরে থাকব, জীবনভর বিয়েই করব না।’ অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের নিকট এলেন এবং বললেন,

((أَنْتُمُ الَّذِينَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ أَمَا واللهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ للهِ ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ ، لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ ، وأُصَلِّي وَأَرْقُدُ ، وَأَتَزَوَّجُ النِّساءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي)).

“তোমরা এই এই কথা বলেছ? শোনো! আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের চেয়ে বেশী আল্লাহকে ভয় করি, তার ভয় অন্তরে তোমাদের চেয়ে বেশী রাখি। কিন্তু আমি (নফল) রোযা রাখি এবং রোযা ছেড়েও দিই, নামায পড়ি এবং নিদ্রাও যাই। আর

নারীদের বিয়েও করি। সুতরাং যে আমার সুন্নত হতে মুখ ফিরিয়ে নিবে, সে আমার দলভুক্ত নয়।" *(বুখারী ৫০৬৩, মুসলিম ৩৪৬৯নং)*

সর্বশেষ কথা, মানব-জীবনের মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহর দাসত্ব। দুনিয়া করাতেও তাঁর দাসত্বই বাঞ্ছিত। মূল লক্ষ্য দুনিয়া নয়; বরং আখেরাত। দুনিয়ায় হারলাম বা জিতলাম, তা আসল দেখার নয়; আসল হল, আখেরাতের জিত। পরকালের সাফল্যই হল প্রকৃত সাফল্য।

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অসফল, আখেরাতেও অসফল, সে ব্যক্তি সবচেয়ে বড় অসফল ও ক্ষতিগ্রস্ত।

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সফল, কিন্তু আখেরাতে অসফল, সে ব্যক্তি আসলে অসফল ও ক্ষতিগ্রস্ত।

যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অসফল, কিন্তু আখেরাতে সফল, সে ব্যক্তি আসলে সফল ও কৃতকার্য।

আর যে ব্যক্তি দুনিয়াতে সফল এবং আখেরাতেও সফল, সে ব্যক্তি সবচেয়ে বড় সফল ও কৃতকার্য।

আর সুমহান প্রভুর প্রকৃত দাস হতে পারলেই সেই বৃহৎ সাফল্য লাভে ধন্য হওয়া যাবে। তিনি আমাদেরকে তওফীক দিন। আমীন।

وصلى الله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

সমাপ্ত